www.bhraman.com
Subscribe Online: www.swarnakshar.in
ISSN 0971-8885 জুলাই ২০১৩ □ ২৫ টাকা

বেরিয়ে পড়ার আসল গাইড
ঘরে বসেও মানসভ্রমণ

ভ্রমণ

দক্ষিণ কোরিয়ার আন্তর্জাতিক বইমেলায় কোরীয় কত্থকনৃত্যশিল্পী

পুজো এলে
পুজোর ভ্রমণ
কি আর দূরে থাকে?

পুজোর ভ্রমণ গাইড
২০১৩

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।
দাম ৯০ টাকা।

Search

ভ্রমণ

এখন ফেসবুকেও

ভ্রমণ

www.facebook.com/bhramantravelmag

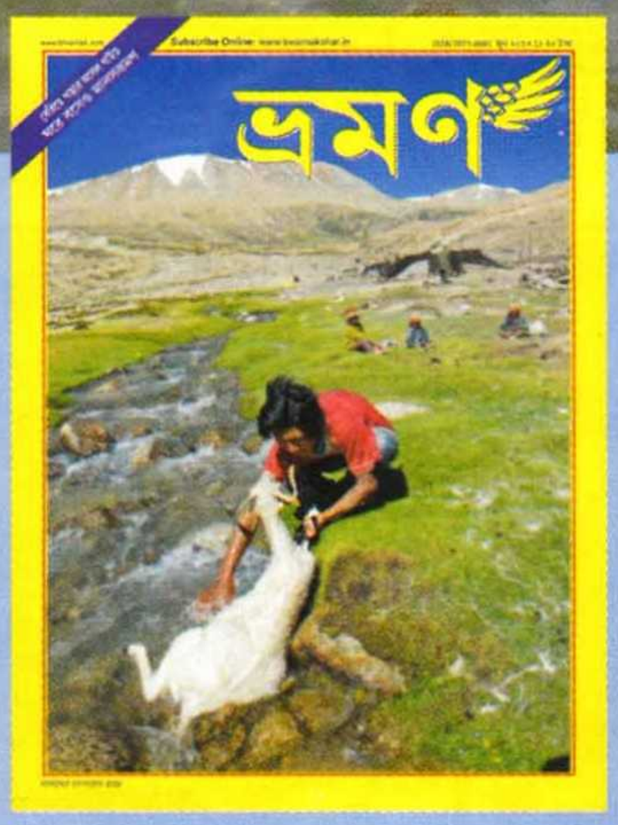

এবার আপনার ওয়ালেই
শেয়ার করতে পারবেন
দারুণ সব বেড়ানোর ছবি।
বেড়ানোর কথা।

ভ্রমণ

সূচিপত্র

একবিংশতি বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা জুলাই ২০১৩ শ্রাবণ ১৪২০

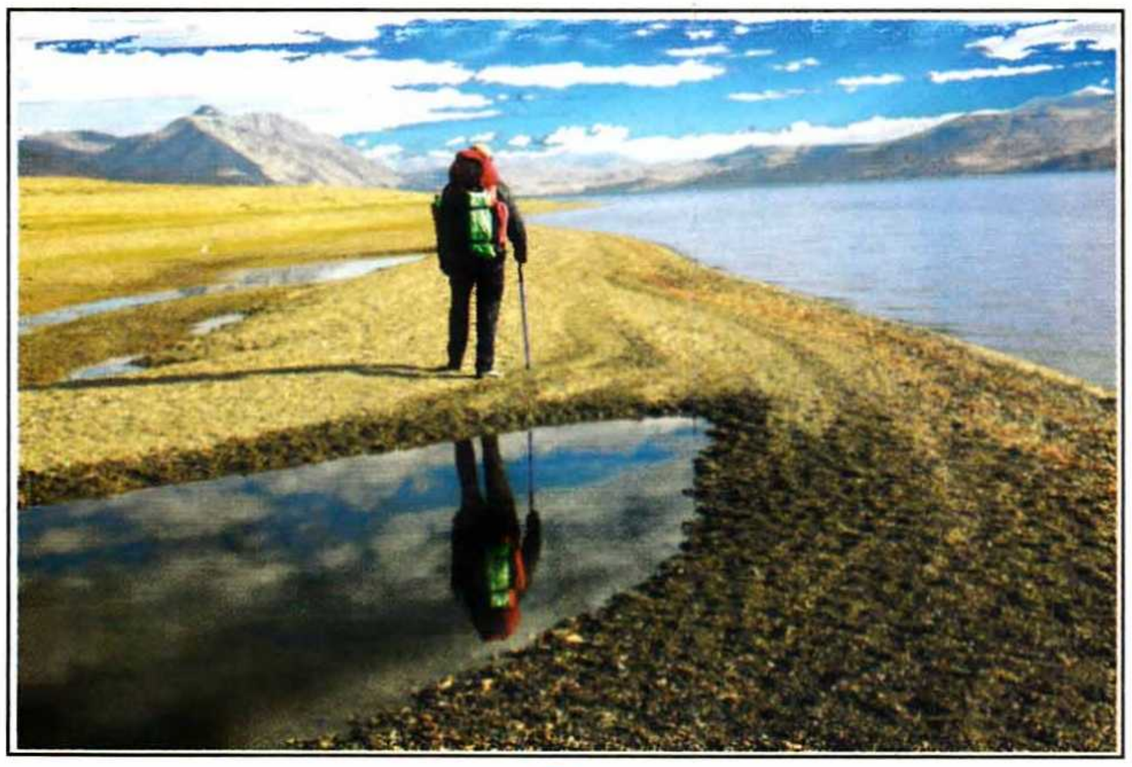

৩৪ পারাং লা পেরিয়ে রুপসু
মৃগাঙ্ক দাস

৮ হংকংয়ে বান রুটির উৎসবে
উৎপল দাস

৩০ পাখি দেখতে গোরখে গ্রামে
সঞ্জীব দাস

৪৬ হ্যাভলকে তিনটে দিন
তমাল ঘোষ

৫৪ কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান
বসন্ত সিংহ রায়

Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in Read back issues Online ▸ www.ebhraman.com □ www.bhraman.com

১০ পশ্চিমঘাট পাহাড়ের কোলে মাদিকেরি
মহুয়া কাঞ্জিলাল

৭৫ বনের পাতা

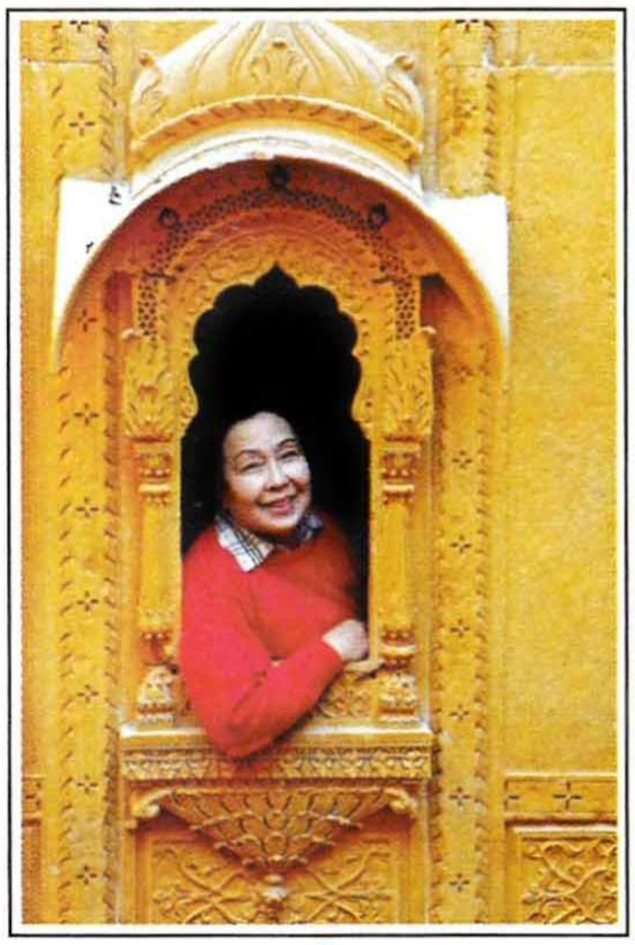

৭৬ তথ্যেচিত্রে জয়সলমির

৬০ কোস্টা রিকা
শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

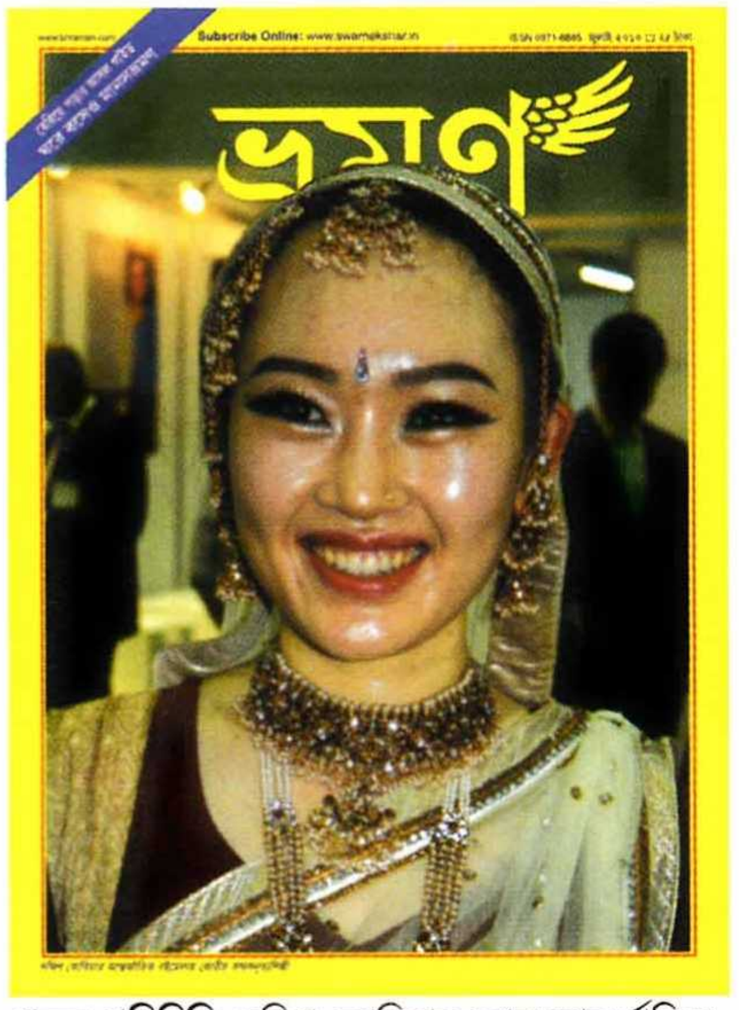

*প্রচ্ছদ পরিচিতি: দক্ষিণ কোরিয়ার সোল আন্তর্জাতিক বইমেলায় কোরীয় কত্থকনৃত্যশিল্পীর ছবিটি এবছর ১৯ জুন তুলেছেন **অমরেন্দ্র চক্রবর্তী**। ভারত এবার এই মেলায় সম্মানিত অতিথি রাষ্ট্রের মর্যাদা পেয়েছিল।*

সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার ছবি: সিদ্ধার্থ সমাজদার

৬ প্রধান সম্পাদকের কথা

ফেসবুকেও এখন
ভ্রমণ
www.facebook.com/bhramantravelmag

নিয়মিত বিভাগ

৬ প্রধান সম্পাদকের কথা
১৬ একনজরে ছয় ভ্রমণ
২৬ পাঠকের পাতা
৪৪ ভ্রমণজিজ্ঞাসা
৬৮ ভ্রমণশব্দছক
৬৯ ফিরে দেখা
৭০ রেলের সময়সূচি
৭২ হলিডে হোম
৭৫ বনের পাতা
৭৬ তথ্যেচিত্রে জয়সলমির
৭৮ নোটবই

প্রধান সম্পাদক **অমরেন্দ্র চক্রবর্তী**
সম্পাদক **মহাশ্বেতা সমাজদার**

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক, স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ, দোলতলা, দোহারিয়া, পোঃ গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০ ১৩২ থেকে মুদ্রিত ও ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে প্রকাশিত।

Published for Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. by Amarendra Chakravorty at 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed by him at Swapna Printing Works (P) Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.

দাম ২৫ টাকা

BHRAMAN
A Bengali Monthly on Travel & Tourism
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Telephone: 2283 2320, 2280 8818
Fax: 2287 6448
E-mail: bhraman@swarnakshar.in
www.bhraman.com www.ebhraman.com

কপিরাইট © স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ ২০১৩
ভ্রমণ-এ প্রকাশিত কোনও লেখা ও তার কোনও অংশ প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া মূলে বা অনুবাদে প্রকাশ করা যাবে না।

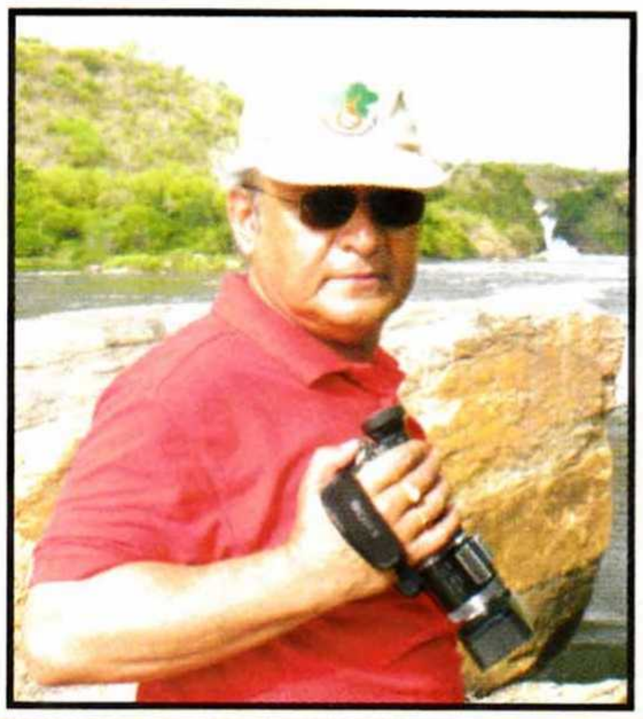

প্রধান সম্পাদকের কথা

যেখানেই যান নদী না পেলে কি মন ভরে? পাহাড়ি নদীর আরণ্যক সাপের মতো স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বয়ে যাওয়া, তার স্রোত ছোঁয়া বাতাসের আলিঙ্গন, তার প্রবল ছন্দগর্জন কিংবা সমতলের নদীর মধুর ছলাৎছল— শুধু এসবের জন্যই তো আমি কত দিন কত জায়গায় ছুটে গেছি! অসমে, মধ্যপ্রদেশে, উত্তরপ্রদেশে, দুই বাংলায়, হিমাচলে, অরুণাচলে, সিকিমে, ত্রিপুরায়, নাগাল্যান্ডে— সব জায়গায় ছড়ানো আমার নদীর স্মৃতি, নদীর সখ্য।

তাছাড়া নদী তো আমাদের জীবন। নদী দেশের প্রাণ। প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গে তার নাড়ির বাঁধন।

সেই নদীকে যদি নির্বিচার উন্নয়নের

নিগড়ে বাঁধা হয়, তার দুই তীর যদি অন্যায় অট্টালিকায় মুছে যায়, তার জল যদি আমাদের জঞ্জালের বাহন হয়, তাহলে নদী তার জননীরূপ জলাঞ্জলি দিয়ে প্রলয়মূর্তি ধরবেই। উত্তরাখণ্ডে নদীর তাণ্ডবনৃত্য হয়তো তারই একটা ঝলক। একঝটকায় এমন হাজার হাজার মানুষ বালির পুতুলের মতো ধুয়ে-মুছে গেল! এমন মহাপ্রলয় প্রকৃতির প্রতিশোধ ছাড়া আর কী?

এমন ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় আগাম জানা যায় না ঠিকই, কিন্তু প্রকৃতির সুবোধ্য নিয়ম মেনে প্রকৃতির দুর্বোধ্য আঘাতের মোকাবিলায় আগাম ব্যবস্থা করতে কীসের এত বাধা?
নদী তো তার দুই তীরে বৃক্ষশিকড় বন্ধন চায়, সেই নদীতীরে আকাশঢাকা অট্টালিকার এমন বাড়বাড়ন্ত হল কী করে? গোড়া থেকেই কেন এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হল না?

গাড়োয়াল হিমালয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে আমার দীর্ঘদিনের ভ্রমণস্মৃতি। দেবপ্রয়াগ থেকে রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে কেদার, যোশিমঠ থেকে বদ্রীনাথ— এইসব শাখাপ্রশাখাময় বহুধাবিস্তৃত দেবভূমি সব ভ্রমণার্থীরই প্রিয় স্মৃতি, কিংবা সাধের স্বপ্ন। তেহরি বাঁধ নির্মাণ ও তার বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষের প্রতিবাদী অবস্থান এখনও মনে পড়ে। একবার তো মানেরির টারবাইনঘূর্ণির চারপাশে জলকণার মায়ারামধনুর টানে প্রায় মৃত্যুর মুখে চলে গিয়েছিলাম, তাও এখন মধুর স্মৃতি।
সেই অমর চিত্রস্মৃতির ওপর আজ শবের সারি। হিমালয়যাত্রার সব শুভ্রতার ওপর ধ্বংসের কালি!
যাঁরা আমার এই সামান্য লেখা পড়েন তাঁদের প্রতি আমার নিবেদন: এবারের উত্তরাখণ্ডের নদীবিস্ফোরণের বিধ্বংসী তাণ্ডব ভবিষ্যতে যাতে ভারতের মতো এক বিস্ময় মহাদেশের কোথাও আর কখনও না ঘটে, সে-বিষয়ে আমাদের গ্রন্থাসক্ত, ভ্রমণমনস্ক রাষ্ট্রপতির কাছে আপনার প্রার্থনা পাঠান। আপনার মন্তব্য পোস্ট করতে পারেন 'ভ্রমণ'-এর ফেসবুক পেজেও।
ভয়াবহ ভূমিকম্পের ঝাপটার মুখে মানুষ অসহায়। সেখানেও দেখা যাচ্ছে ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে বসতিবিন্যাস ও গৃহনির্মাণে রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা যায়। নদীপ্রলয় এড়াতে নির্বিচার বাঁধ ও নদীতীরের কাছে অবাধ নির্মাণে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি সহ অন্যান্য পদক্ষেপ এখনই করা যাবে না কেন?
দেশের দেবভূমিই যদি এভাবে ভেসে যায়, তাহলে ভ্রমণানন্দে আমরা ভাসব কী করে?

www.amarendrachakravorty.com
amarendrachakravorty@gmail.com

এই ঠিকানায় অনুগ্রহ করে ভ্রমণ-সংক্রান্ত কোনও তথ্য বা পরামর্শ চেয়ে ই-মেল করবেন না। ওই বিষয়ে ই-মেল পাঠাবার একমাত্র ঠিকানা: **bhraman@swarnakshar.in**

এই সেদিনও এ-মন্দিরের সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে মাথায় জলসিঞ্চন ও পায়ে স্রোত স্পর্শ করেছি। দুই নদীনন্দিত মন্দিরটির সন্ধ্যারতির আলোর ফুলকি আজও চোখে লেগে আছে— এখন কেমন আছে জানি না।

পাক আই টেম্পল

হংকংয়ে বান রুটির উৎসবে

লেখা ও ছবি: উৎপল দাস

অপদেবতা আর মৃতদের আত্মাকে তুষ্ট করতে মহা ধুমধামে পালিত হল চেং চাও বান উৎসব। এবছরের ১৫-১৭ মে। হংকংয়ের চেং চাও দ্বীপে।

চেং চাও বান উৎসবে

উৎসবে চাইনিজ অপেরা

চেং চাও বান উৎসবে

হংকং সেন্ট্রালের পাঁচ নম্বর ফেরিঘাটের সামনে অগুনতি মানুষের লম্বা লাইন। এবছর মে মাসের সতেরো তারিখ সকাল এগারোটার সময় আমি দৌড়তে দৌড়তে সেই লাইনের শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। চলেছি হংকংয়ের চেং চাও নামে একটা ছোট দ্বীপে সেখানকার বাৎসরিক উৎসব দেখতে, যা আসলে 'চেং চাও বান উৎসব' নামে বিখ্যাত।

আজ ভোর থেকেই আকাশের মুখ ভার। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি, তার সঙ্গে দক্ষিণ চিন সাগরের ঝোড়ো হাওয়া। হংকং টিভিতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস— সারাদিন ঝোড়ো হাওয়া, তার সঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টি হবে। ভেবেছিলাম এযাত্রায় চেং চাও বান উৎসব দেখা হল না। কিন্তু হংকংয়ে বসে এই বিশেষ দিনে চেং চাও যাব না— তা কী করে হয়! আবহাওয়া একটু ভালো হতেই বেরিয়ে পড়লাম। এখানকার পরিবহণ ব্যবস্থা খুব ভালো, বিশেষ করে এম টি আর (আমাদের মেট্রো)। হংকংয়ে আমার অস্থায়ী আস্তানা লাগুনা সিটি থেকে এম টি আর ধরে পৌঁছে গেলাম চেং চাও যাওয়ার ফেরিঘাটে। এখান থেকে আধঘণ্টার সমুদ্রযাত্রা। প্রায় একঘণ্টা অপেক্ষার পর ফার্স্টফেরি নামে একটি এয়ার কন্ডিশন্ড লঞ্চে জায়গা হল। ফার্স্টফেরির গতি বেশি, যাত্রা আরামদায়ক, তাই ভাড়াও

চেং চাও বান উৎসবে

বেশি। সস্তার সাধারণ লঞ্চও আছে। সেটায় যাওয়ার জন্য আরও লম্বা লাইন। বাঁদিকে হংকংয়ের আকাশছোঁয়া ঘরবাড়ির জঙ্গল শেষ হয়ে লামা দ্বীপ আর ডানদিকে দূরে লানটাও দ্বীপের সবুজ পাহাড়ের সারি— আমাদের লঞ্চ এগিয়ে চলল। লঞ্চে প্রায় চারশো আসন। সব ভর্তি। উৎসবের কারণে আজ গোটা হংকংয়ে সরকারি ছুটি। বেশিরভাগ যাত্রীই হংকং-কাউলুনের, কিছু এসেছে চিন দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে। তুলনায় বিদেশি যাত্রীর সংখ্যা কম। সবাই চলেছে চেং চাও দ্বীপে। একটু পরেই সমুদ্র চওড়া হল। বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে কিন্তু ঝোড়ো হাওয়ায় সমুদ্র উথালপাথাল। লঞ্চের দুলুনিতে অনেকেই অসুস্থবোধ করতে লাগল, আমিও। কেউ কেউ সামনের আসনের পিছন-পকেটে রাখা বমির ব্যাগ মুখে দিয়ে ওয়াক ওয়াক করছে। অভিজ্ঞজনেরা সর্বহরা চিনা তরল ওষুধ হাতে-রুমালে লাগিয়ে শুঁকতে লাগল। এসবের মধ্যে কখন চেং চাওয়ের ফেরিঘাটে আমাদের লঞ্চ ভিড়ে গেল টের পেলাম না।

ডাম্বেল আকারের মাত্র আড়াই বর্গকিলোমিটার আয়তনের চেং চাও দ্বীপ মূলত জেলেদের একটি শান্তশিষ্ট গ্রাম। দ্বীপের দুপ্রান্তে অনুচ্চ পাহাড় আর মাঝখানের সরু অংশটি সমতল। অনেকদিন আগে দেখা থাইল্যান্ডের ফিফি আইল্যান্ডের সঙ্গে চেং চাওয়ের আকারের বেশ মিল খুঁজে পেলাম। সমুদ্রের ধার-বরাবর প্রচুর মাছ ধরার ট্রলার, নৌকো ইত্যাদি নোঙর করা আছে। আজ সেখানে কোনও লোকজন নেই। দ্বীপবাসী আজ উৎসবে মেতেছে। অন্য সময় পর্যটকদের কাছে প্রায় ব্রাত্য চেং চাও দ্বীপটি বান উৎসবকে কেন্দ্র করে এই দিনটিতে বিশেষ গুরুত্ব পায়।

এই উৎসবের উৎস হিসেবে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্লেগ রোগের মহামারি হয়েছিল এই দ্বীপে। বহু লোক মারা যায় সেসময়ে। দ্বীপবাসীর বিশ্বাস ওঁদের আরাধ্য দেবতা পাক তেই-এর অসীম ক্ষমতায় ওঁরা সেবার রক্ষা পেয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ বলে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে এক কুখ্যাত জলদস্যু চেং পও সাই ডেরা বেঁধেছিল এই দ্বীপে। সে ও তার বাহিনী দ্বীপের বহু মানুষকে মেরে মাটিতে পুঁতে দেয়। জলদস্যুর লুণ্ঠন করা সব ধনসম্পদ সঞ্চিত হয়েছিল দ্বীপের প্রাকৃতিক গুহার মধ্যে। পরবর্তীকালে সেই লুণ্ঠিত ধনসম্পদের খোঁজ পাওয়া যায়নি, তবে গুহাটি আজ দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়েছে। প্লেগ রোগেই হোক আর জলদস্যুর হাতেই হোক, মৃত মানুষের অতৃপ্ত আত্মাকে খুশি করা আর পাক তেই দেবতাকে শ্রদ্ধা জানানোই এই উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য।

ফেরি থেকে নেমেই দেখি মানুষের ঢল নেমেছে সমুদ্র তীরবর্তী রাস্তায়। তিনদিন ব্যাপী বান উৎসবের আজ শেষ এবং অন্যতম প্রধান দিন। কথিত আছে দেবতা পাক তেই এই বিশেষ দিনটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আজ দুপুর দুটো থেকে শুরু হবে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। উৎসবের মূল আকর্ষণ সেই শোভাযাত্রা দেখতেই দলে দলে লোকজন দৌড়ে এসেছে চেং চাও দ্বীপে। ফেরিঘাটের বাঁদিকে সমুদ্র উপকূলবর্তী

উৎসবের কারণে আজ দ্বীপের অলিগলি তস্য গলি, সমুদ্রের ধার-বরাবর সব রাস্তা আজ রঙিন সাজে সেজেছে। নানা দিকে রংবেরঙের পতাকা, ফেস্টুন লাগানো হয়েছে। অজস্র রেস্তোরাঁ, বার, রাস্তায় ঠেলাগাড়ির ওপর রকমারি খাবার, স্যুভেনির-এর দোকান সব মিলিয়ে চেং চাও দ্বীপ জমজমাট। আকাশ মেঘলা থাকলেও সকালের মতো আবহাওয়া অতটা খারাপ নয়। আর এসেবের মধ্য দিয়ে লম্বা মিছিল চলেছে। নজরে এল মিছিলে আমাদের গাজনের সং-এর মতো সং-ও আছে, আছে মাথায় রঙিন পালক-গোঁজা স্বল্পবেশ সুন্দরীরাও।

পথে জনারণ্যে ভাসতে ভাসতে এসে উপস্থিত হলাম একটা চারদিক লোহার জাল দিয়ে ঘেরা খেলার মাঠে। মাঠের মাঝে কাঠের বল্লা, বাঁশ আর লোহার তৈরি একটা চল্লিশ ফুট উচ্চতার আর নয় ফুট ব্যাসের গোলাকার চিমনি আকৃতির কাঠামো, যত ওপরে উঠেছে তত সরু হয়েছে। সেই কাঠামোর সারা গায়ে স্বচ্ছ প্লাস্টিকে মোড়া ছোট ছোট প্লাস্টিকের বান রুটি আটকানো আছে। দেখতে একেবারে খোসা ছাড়ানো ভুট্টার মতো লাগছে। এই বান রুটির নামেই উৎসবের নাম বান উৎসব।

বান রুটির এই টাওয়ার কী কাজে লাগবে সেকথায় পরে আসছি। আগে যা দেখতে পাচ্ছি তাই বলি।

দ্বীপের নানা দিক থেকে সাজগোজ করা একেকটা দল এসে মাঠে জড়ো হচ্ছে। প্রতিটি দলের পুরোভাগে নানা রঙের বড় বড় ত্রিকোনা, চারকোনা পতাকা নিয়ে একদল তরুণ-তরুণী বা ছোট ছোট স্কুল-পড়ুয়া এগিয়ে চলেছে। বাঁশের কঞ্চির আগায় বাঁশেরই তৈরি চিনা লণ্ঠন ঝুলিয়ে একজন পথ দেখিয়ে আনছে এক পৌরাণিক সিংহকে। পিছনে একটা ছোট ট্রলির ওপর বসানো ঢাক আকারের সনাতনী বাদ্যযন্ত্র কাঠি দিয়ে বাজানো হচ্ছে। সঙ্গে বাজছে কাঁসর-ঘণ্টা, করতাল। অদ্ভুতদর্শন সেই পৌরাণিক সিংহের মুখোশের ভেতর দুজন ঢুকেছে। একজন মাথার দিকে অন্যজন লেজের দিকে। বাজনার তালে তালে দুজনের সমবেত অঙ্গ-সঞ্চালনায় সেই পৌরাণিক সিংহ জীবন্ত হয়ে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে পথের দুপাশে দাঁড়ানো দর্শকদের সমীহ আদায় করে নিচ্ছে। বাচ্চারা সভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। পথ দাপিয়ে সিংহের এই সুরেলা লম্ফঝম্প এখানে লায়ন ডান্স নামে পরিচিত।

খেলার মাঠকে বাঁদিকে ফেলে চড়াই পথে একটু এগিয়ে গেলে দ্বীপের প্রধান দেবতা পাক তেই-এর মন্দির। মন্দিরে ঢোকার মুখে চার চারটে পাথরের সিংহ প্রহরায় আছে, কিন্তু প্রবেশ করতে গেলে পথ আটকালো ট্র্যাফিক পুলিশ। নিরাপত্তার কারণে নির্দিষ্ট কিছু জায়গার ভেতরে ঢোকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মন্দিরে ঢোকার মুখেই ডানদিকে অস্থায়ী চালা, সেখানে ছোট ছোট অনেকগুলি পাক তেই দেবতার মূর্তি। ওপরে সারি দিয়ে ঝুলছে শঙ্কু আকৃতির পাকানো জ্বলন্ত ধূপ। এই ধূপ চিনা মন্দিরের বৈশিষ্ট্য আর লম্বায় বেশ বড় বলে অনেকক্ষণ ধরে জ্বলে। এখানে পরপর রাখা আছে কাঠের তৈরি অনেকগুলি মাথা-ঢাকা লাল রং করা চেয়ার। চেয়ারের দুপাশে দুটো লাঠি লাগিয়ে পালকির রূপ দেওয়া হয়েছে। মন্দিরের সামনেও বড় খেলার মাঠ। সেখানেও তিনটে পাশাপাশি বান রুটি দিয়ে সাজানো টাওয়ার। এগুলোর উচ্চতাও প্রায় ৩০ ফুট। এর একপাশে রয়েছে অস্থায়ী প্যান্ডেল। এই প্যান্ডেলে বাঁশের কাঠামোর ওপর কাগজ লাগিয়ে বানানো হয়েছে তিন দেবতার মূর্তি। বাঁদিকের মূর্তিটি পাপের দেবতা দাই জে ওং-এর। ডানদিকে রয়েছে ধরিত্রীর লালমুখো দেবতা সাং সাং আর মাঝখানে অধিষ্ঠান করছেন গৃহদেবতা কেই কোং। এখানেও জড়ো হয়েছে কিছু কলাকুশলীর দল। সেই দলে আছে বেশ কিছু 'ভাসমান'

ফুটফুটে পুতুলের মতো বাচ্চা।

একটি চাকা-লাগানো নিচু ট্রলিতে নীচে একটি বাচ্চা, ওপরে আরও একটা বাচ্চা সুন্দর সুন্দর সনাতনী পোশাক পরে এমনভাবে রয়েছে যে, দেখলে মনে হবে ওপরের বাচ্চাটা বাতাসে ভাসছে। আসলে ওদের পোশাকটাই ওদের মুঠোর মতো শক্ত করে রেখেছে। পোশাকের মধ্য দিয়ে একটি রড ট্রলিতে লাগানো আছে, সেটা প্রায় দেখা যাচ্ছে না। সেই রডটা পিছন থেকে একজন ধরে রয়েছে। প্রায় প্রত্যেক বাচ্চার মাথায় একটি করে ছাতা আছে। একটি বাচ্চা পরির মতো সেজেছে, সে হাত নেড়ে সবাইকে অভিবাদন করছে। আরেকটি বাচ্চা একচাকার সাইকেলের ওপর শূন্যে ব্যালান্সের খেলা দেখাচ্ছে। বাচ্চাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে।

ঠিক দুটো নাগাদ পাক তেই মন্দিরের সামনে থেকে শুরু হল ধর্মীয় শোভাযাত্রা। প্রতিটি পালকিতে ছোট ছোট পাক তেই দেবতার মূর্তি বসিয়ে কাঁধে করে নিয়ে চলল একেকটি দল। প্রতিটি দলে প্রথমের সারিতে রয়েছে নানা রঙের পোশাকপরা পতাকাবাহী। ঝোড়ো হাওয়ায় পতপত করে পতাকা উড়ছে। পিছনে পালকিতে চলেছেন পাক তেই, এরপরে সিংহ নাচ বা ভাসমান বাচ্চা, সঙ্গতে ড্রাম, করতাল, কাঁসর-ঘণ্টা। দুপাশে দোতলা-তিনতলা বাড়ির

হঠাৎ জনতা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। সেই নৈঃশব্দ্য ভেঙে দিল তীক্ষ্ণ বাঁশির আওয়াজ। অমনি সেই যুবক-যুবতীর দল বান রুটির টাওয়ারের ওপর থেকে ঝোলানো দড়ি-বেয়ে তরতরিয়ে টাওয়ারের মাথায় উঠতে লাগল। ওপরে উঠে ঝুলন্ত অবস্থায় টাওয়ারের গা থেকে বান রুটি ছিঁড়ে টপাটপ পিছনের ঝোলায় রাখতে লাগল।

মধ্যে সরু অলিগলির ভেতর দিয়ে মিছিল এগিয়ে চলল। গন্তব্য দ্বীপের অপরদিকে তিন হাউ দেবীর মন্দির। তিন হাউ চিনা জেলেদের দেবী। হংকংয়ে এই নামে একটা মেট্রো রেলের স্টেশন আছে।

উৎসবের কারণে আজ দ্বীপের অলিগলি তস্য গলি, সমুদ্রের ধার-বরাবর সব রাস্তা আজ রঙিন সাজে সেজেছে। নানা দিকে রংবেরঙের পতাকা, ফেস্টুন লাগানো হয়েছে। অজস্র রেস্তোরাঁ, বার, রাস্তায় ঠেলাগাড়ির ওপর রকমারি খাবার, স্যুভেনির-এর দোকান সব মিলিয়ে চেং চাও দ্বীপ জমজমাট। আকাশ মেঘলা থাকলেও সকালের মতো আবহাওয়া অতটা খারাপ নয়। আর এসেবের মধ্য দিয়ে লম্বা মিছিল চলেছে। নজরে এল মিছিলে আমাদের গাজনের সং-এর মতো সং-ও আছে, আছে মাথায় রঙিন পালক-গোঁজা স্বল্পবেশ সুন্দরীরাও। কিছু ছেলেমেয়ে মুখে এঁকেছে চাইনিজ অপেরার মুখোশ। এই বর্ণময় মিছিল দেখার জন্য রাস্তার দুপাশে উপচে পড়ছে ভিড়, গলির দুপাশে বাড়িগুলির বারান্দায় উৎসুক গৃহস্থ, শাখা গলিগুলিতে ট্র্যাফিক পুলিশের চোখরাঙানি উপেক্ষা করে অজস্র মোবাইল উঁচু করা হাতের আকুলতা, এর মধ্যেই মিছিল এসে পড়ল সমুদ্রের তীর-ঘেঁষা রাস্তায়। হঠাৎ মেঘ সরে গিয়ে রোদ উঠেছে। একদিকে সমুদ্রের

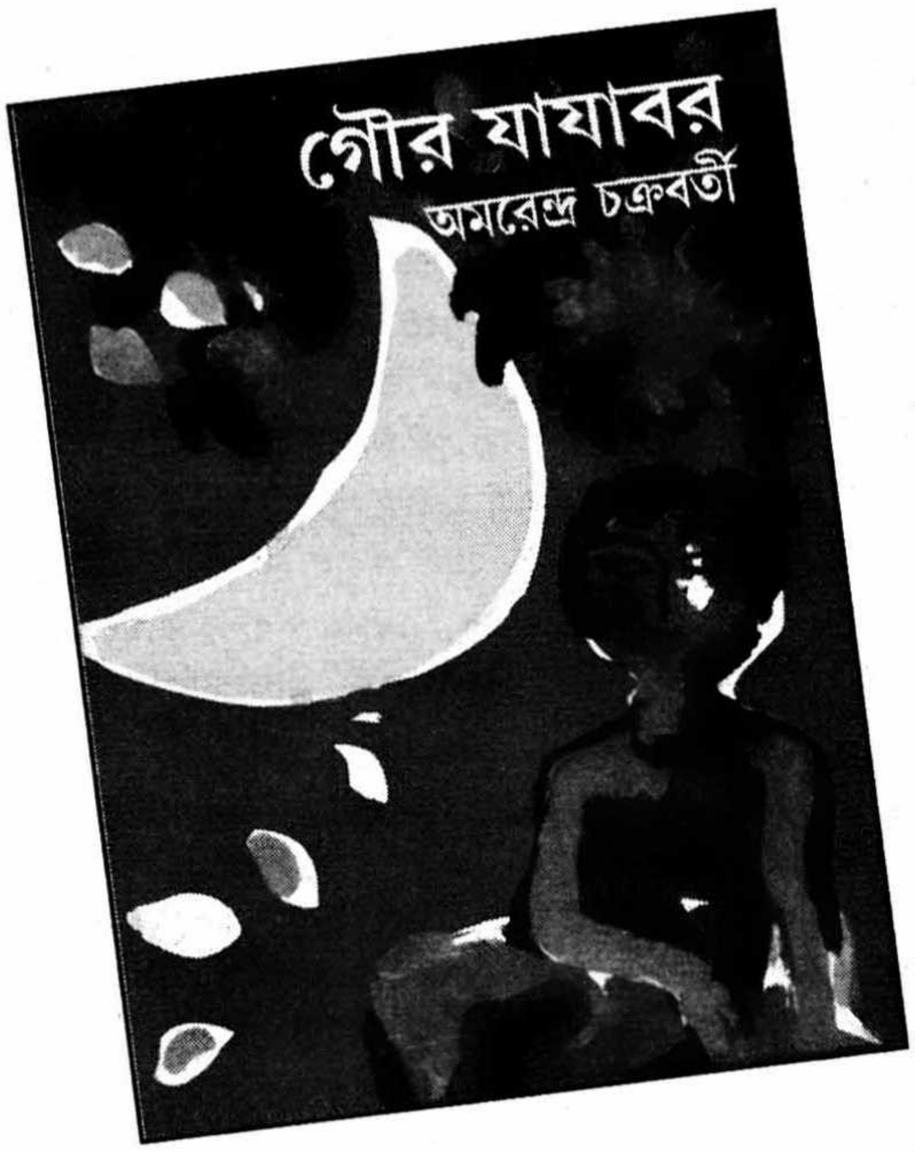

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

গৌর যাযাবর

১৯৯২-এর ছোটদের শ্রেষ্ঠ বই হিসাবে
বিশ্বভারতীর আশালতা সেন পুরস্কারপ্রাপ্ত।
বোর্ড বাঁধাই শোভন সংস্করণ।
যুধাজিৎ সেনগুপ্তের পূর্ণপৃষ্ঠা ছবি ও বহুবর্ণ প্রচ্ছদ।

₹৪০

দেবুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও
অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: info@swarnakshar.in

জলে অজস্র ট্রলার, নৌকো, রাস্তার ধারে শুকোতে দেওয়া সামুদ্রিক মাছ, অন্যদিকে জ্যান্ত সামুদ্রিক প্রাণীর অ্যাকোয়ারিয়াম সহ রেস্তোরাঁ, ম্যাকডোনাল্ড, বিখ্যাত মিনি সুগার মার্কেট চেন 'সেভেন ইলেভেন', স্যুভেনির-এর দোকান, দ্বীপের একমাত্র দোতলা বাজার— পার হয়ে এগিয়ে চলেছে শোভাযাত্রা। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর মিছিল বাঁদিকে ঘুরল। এ পথের শেষপ্রান্তে তিন হাউ দেবীর মন্দির। তার আগেই ডানদিকে পথের পাশে বিশেষ অতিথি-অভ্যাগতদের বসার জন্য রঙিন মণ্ডপ। সর্বত্রই লোকে লোকারণ্য। এত লোকজনের ভারে ছোট্ট চেং চাও দ্বীপটাই না সমুদ্রের জলে ডুবে যায়!

একেকটি দল সেই অতিথি-অভ্যাগতদের সামনে একেক করে নানা কসরত দেখায়। তবে অনুষ্ঠানে চোখ আর মন কেড়ে নেয় লায়ন ডান্স। একেক দলের পৌরাণিক সিংহের মুখোশ একেক রকমের। রং থেকে ডিজাইন সবই দলবিশেষে স্বতন্ত্র আর অভিনব। অতিথিদের মনোরঞ্জনের পর দলগুলি এগিয়ে যায় তিন হাউ দেবীর মন্দিরের দিকে। আমি আটকা পড়ি ট্র্যাফিক পুলিশের ব্যারিকেডের অপরপারে।

তিন হাউ দেবীর মন্দির ছুঁয়ে শোভাযাত্রা ফিরে চলল আবার পাক তেই দেবতার মন্দির অভিমুখে। এবার আর শোভাযাত্রায় সামিল হওয়া গেল না। দলছুট আমি অন্য রাস্তা দিয়ে আগেই পৌঁছে গেলাম পাক তেই দেবতার মন্দিরের কাছে। কিন্তু সেখানেও অজস্র ক্যামেরাম্যান, দর্শক। ওদের ডিঙিয়ে কিছুই দেখার জো নেই। শুধু জনতার উচ্ছ্বসিত আবেগধ্বনিতে বোঝা যাচ্ছিল একেক করে সব দল ফেরত আসছে। মাঠের একপাশে একটি অস্থায়ী মঞ্চ। সেখানে শুরু হল বিখ্যাত চাইনিজ অপেরা। পিছনের পর্দায় পাহাড়, গাছগাছালি, আকাশ আঁকা মঞ্চে নায়ক-নায়িকা, তাদের মুখে চিনদেশের দেশজ মুখোশ আঁকা আছে। পরনে আলখাল্লার মতো ঝলমলে সনাতনী পোশাক। মঞ্চের একপাশে বসা গায়ক-গায়িকা আর বাদ্যযন্ত্রীদের গীতবাদ্যের তালে-তালে সেই নায়ক-নায়িকা মূকাভিনয় করে চলেছে। ভাষা বোঝা না গেলেও বুঝতে পারছিলাম অপেরার কাহিনি নায়ক-নায়িকার প্রেম-বিরহ আর মিলনকে কেন্দ্র করে। ঢিমেতালে চলা এই অপেরা অনেকটা আমাদের পুরনো দিনের গ্রাম্য যাত্রাপালার মতো। পর্দায় আঁকা দৃশ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, এমনকী অভিনয়ের আঙ্গিকে কোথাও কোনও শহুরে সভ্যতার পালিশ নেই। চেং চাও বান উৎসব দেখতে এসে চাইনিজ অপেরা দেখে-ফেলা এযাত্রায় আমার উপরিপাওনা।

দেখতে দেখতে বিকেল পড়ে এসেছে। ভিড় পাতলা হতে শুরু হয়েছে। বাইরে থেকে আসা দর্শকেরা ফেরিঘাটমুখী। বেশিরভাগ পর্যটকেরা আজই চেং চাও দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবে। আমি শোভাযাত্রা পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলি দেখার জন্য আজ চেং চাও দ্বীপে থেকে যাব। এখানে খুব বেশি হোটেল, গেস্টহাউস নেই। মায়ামি রিসর্ট নামে একটি হোটেলে আমার ঘর বুক করা আছে। সেখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আবার ফিরে এলাম পাক তেই দেবতার মন্দিরের কাছে উৎসব-প্রাঙ্গণে।

ভাঙা হাটে দেখি একটি দল বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে লায়ন ডান্স করতে করতে প্রতিটি রেস্তোরাঁ, দোকানে ঢুঁ মারছে। রেস্তোরাঁ মালিকেরা একটা ছোট টুলের ওপর লেটুস পাতা এবং একটা লাল

শুরু হল আতসবাজির খেলা। বান রুটির টাওয়ার ঘিরে মাটি থেকে ছিটকে উঠল নানা রঙের আলোর বাজি। টাওয়ারের দেওয়াল ফুঁড়ে নানা দিক থেকে পিচকারির মতো বেরিয়ে এল আগুনের ফুলকি, ফুলঝুরির মতো তার রোশনাই নানা দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আগুন-রঙে রঙিন হয়ে উঠল রাতের অন্ধকার। সেই রঙে রাঙা হল তৃপ্ত জনতার মুখ।

খাম রেখে দিচ্ছে। সিংহ নাচতে নাচতে এসে সেগুলো তুলে নিয়ে আরও কিছু কসরত করে লেটুস পাতা ছুড়ে দিচ্ছে রেস্তোরাঁ মালিক ও তার পরিবারের দিকে, লাল খামটা চালান হয়ে যাচ্ছে দলের একজনের হাতে। সিংহের ছোঁয়ায় লেটুস পাতা প্রসাদ হয়ে গিয়েছে, আর বলাই বাহুল্য লাল খামের মধ্যে আছে নজরানা। আমাদের গাজন উৎসবের সময় সন্ন্যাসীদের কথা মনে পড়ে গেল।

সন্ধ্যা নেমেছে। চেং চাও দ্বীপ ধীরে ধীরে আলোকিত হচ্ছে। সমুদ্রের তীর-বরাবর হাঁটতে গিয়ে দেখি সকালে দেখা তিন দেবতার মূর্তির মধ্যে পাপের দেবতা দাই জে ওং-এর বিশাল

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ভ্রমণ-ভিসিডি

আন্টার্কটিকা
ঘরে বসেই উপভোগ করুন দক্ষিণমেরু ভ্রমণের রোমাঞ্চ। ঘুরে বেড়ান আশ্চর্য সব আইসবার্গের গা ঘেঁষে, ঝাঁক ঝাঁক পেঙ্গুইন-অ্যালবাট্রসের ভিড়ে, বরফে ঢাকা দ্বীপে-পাহাড়ে। ₹৫০

সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে
₹১০০

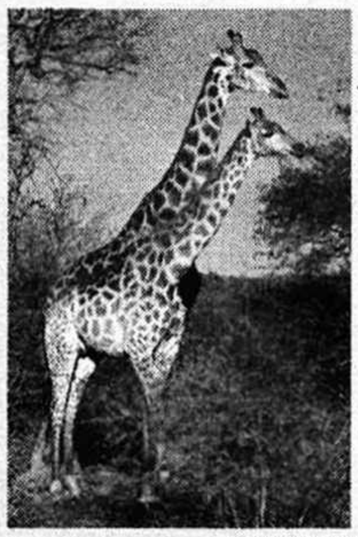

আফ্রিকার জঙ্গলে
আফ্রিকার জল-জঙ্গল তৃণভূমিতে পালে পালে বন্যপ্রাণীদের অবাধ বিচরণ। সঙ্গে আফ্রিকার আদিবাসীদের নাচ গান। ₹৫০

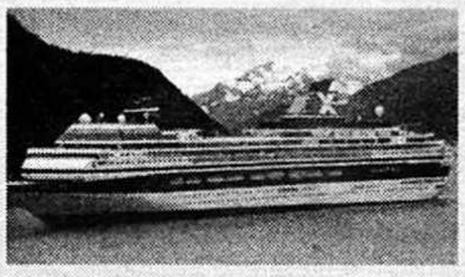

আলাস্কা
ঘরে বসেই ঘুরে বেড়ান আলাস্কার অরণ্য; পাহাড়, হিমবাহ, হ্রদ, নদী, সাগর-উপসাগর। ₹৫০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর আরও ভ্রমণ-ভিসিডি
চিন। শ্রীলংকা। দক্ষিণ থাইল্যান্ড। ব্যাংকক-পাটায়া। কম্বোডিয়া। লেবানন। ভিয়েতনাম। মিশর। মোঙ্গোলিয়া। ইন্দোনেশিয়া। মায়ানমার। রাশিয়া। মালয়েশিয়া। প্যারিস-ভিয়েনা। রোমানিয়া। চেক রিপাবলিক। নেপাল। নানা দেশের লোকনৃত্য। সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনায়
জম্মু ও কাশ্মীর। গাড়োয়াল হিমালয়। হিমাচল প্রদেশ। রাজস্থান। গোয়া। অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা। অন্ধ্রপ্রদেশ। কেরালা। বারাণসী। উইক এন্ড।

সব মিউজিক শপে পাওয়া যায়
অথবা নীচের ঠিকানায় লিখুন:
for Preview: www.bhraman.com

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kol-19
Phone: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
Website: www.swarnakshar.in
E-Mail: info@swarnakshar.in

মূর্তিটিকে তুলে সমুদ্রের ধারের পশ্চিমদিকের রাস্তার শেষপ্রান্তে আনা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা দেবতা দাই জে ওং-এর পদতলে ধূপ জ্বালিয়ে দিচ্ছে। রাস্তার দুপাশে কিছুটা অংশ জুড়ে দ্বীপবাসীরা বাঁশের তৈরি অনেক লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিয়েছে। সব লণ্ঠন ঘিরে রাখা আছে বান রুটি সহ নানা খাবারদাবার, কাপ-প্লেটে রাখা পানীয়। রাখা আছে নকল টাকাও। অপদেবতা ও মৃত আত্মাদের তুষ্ট করতেই এই ব্যবস্থা। দ্বীপবাসীর বিশ্বাস এই দিনটিতেই চেং চাও দ্বীপে এসে ওঁরা এইসব খাবার খান এবং নকল টাকা নিয়ে যান নরকে দুহাত খুলে খরচা করার জন্য। বিনিময়ে আশীর্বাদ জোটে চেং চাও-বাসীদের, যাতে আগামী বছরটা ভালো কাটে।

ফিরে এসে দেখি পুরো দ্বীপে রাতের খাওয়ার ধুম পড়ে গিয়েছে। রেস্তোরাঁগুলি জমজমাট। মেনুতে উল্লেখযোগ্যভাবে জায়গা করে নিয়েছে চিংড়ি, কাঁকড়া সহ নানা সামুদ্রিক প্রাণী। স্থানীয় বাসিন্দারা উৎসবের তিনদিন নিরামিষ ভোজন করেন। শেষদিন রাতে সবাই আমিষ খায়। জেলেদের পাড়ায় পাড়ায়-ও তাই বাড়ির সামনে জ্বলছে তন্দুর। বাড়ির বাসিন্দারা সেটাকে ঘিরে গোল হয়ে বসেছে। ঝলসানো সামুদ্রিক মাছ, সসেজ জাতীয় কিছু খেতে খেতে সবাই নানা গল্পে, হাসিঠাট্টায় মশগুল।

রাত বাড়ছে। সকালে যে খেলার মাঠে বান রুটির টাওয়ার দেখেছিলাম, সেখানে প্রস্তুতি চলছে উৎসবের শেষ এবং সবচেয়ে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানটির, যার জন্য উৎসবের নাম চেং চাও বান উৎসব!

খেলার মাঠের ঠিক মাঝখানে বান রুটির টাওয়ারটি। তার পূর্বদিকে আমন্ত্রিত অতিথিদের বসার জায়গা। মাঠের বাকি অংশ বরাদ্দ হয়েছে আগেভাগে চলে আসা দর্শকদের জন্য। যদিও আমি প্রেসের লোক নই, তবুও কী জানি কেন ভারত থেকে এসেছি শুনে আমাকেও ওরা প্রেসের লোকজনের জন্য বরাদ্দ জায়গায় ঢুকিয়ে নিল। বাকি দর্শকেরা সবাই মাঠের বাইরে। চারদিকে ফ্লাডলাইটের আলো ঝলমল করছে। একে একে অতিথি-অভ্যাগতরা জায়গা নিচ্ছে। জায়গা নিচ্ছে কলাকুশলীর দল। এর মধ্যেই বৃষ্টি এল। ভাগ্য ভালো যে অপদেবতা আর মৃতদের আত্মার কৃপায় বৃষ্টি দীর্ঘস্থায়ী হল না।

চিনা ভাষায় এক সুদীর্ঘ ভাষণ দিয়ে শুরু হল অনুষ্ঠান। মাঠ ও মাঠের বাইরে ভর্তি লোক। বোধহয় এই জায়গাটা ছাড়া সারা দ্বীপে আর কোথাও কোনও লোক নেই। প্রথমেই অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হল। এরপর সমবেত সঙ্গীত পরিবেশনের পর শুরু হল লায়ন ডান্স। দুটি বাঁশ বেয়ে কাল্পনিক সিংহের মুখোশ পরে দুটি যুবক অনবদ্য নৃত্য প্রদর্শন করল। সমবেত করতালির আওয়াজে সারা দ্বীপ বুঝি কেঁপে উঠল। এরপরে শুরু হল স্থানীয় যুবক-যুবতীদের পুরস্কৃত করা। পুরো অনুষ্ঠানটাই চিনা ভাষায় হওয়ায় কীসের জন্য পুরস্কার তা বুঝতে পারছিলাম না। এরপরে আলাপ করানো হল নয়জন যুবক আর তিনটি যুবতীর সঙ্গে। এঁদের সবার পিছনে কোমরের কাছে একটা ঝোলা বাঁধা আছে। একেকজনের পরিচয় দেওয়া হয় আর উপস্থিত জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ে। বুঝতে পারছিলাম, দর্শকদের বেশিরভাগই স্থানীয় লোকজন আর এই যুবক-যুবতীরা তাদের খুব পরিচিত। দ্বীপবাসীর আশা ওঁদের প্রতিভূ হয়ে এরাই ছিনিয়ে আনবে দ্বীপবাসীর আগামী বছরের সম্পদ আর সৌভাগ্যের ডালি। ওঁরা বান রুটির টাওয়ারের তলায় গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়াল। টাওয়ারের ওপর থেকে ঝোলা দড়িগুলির সঙ্গে প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে বেঁধে দেওয়া হল।

ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় রাত বারোটা। হঠাৎ জনতা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। সেই নৈঃশব্দ্য ভেঙে দিল তীক্ষ্ণ বাঁশির আওয়াজ। অমনি সেই যুবক-যুবতীর দল বান রুটির টাওয়ারের ওপর থেকে ঝোলানো দড়ি-বেয়ে তরতরিয়ে টাওয়ারের মাথায় উঠতে লাগল। ওপরে উঠে ঝুলন্ত অবস্থায় টাওয়ারের গা থেকে বান রুটি ছিঁড়ে টপাটপ পিছনের ঝোলায় রাখতে লাগল। তাড়াহুড়োয় হাত-ফসকে কিছু বান রুটি নীচে পড়তে লাগল। সমবেত দর্শকদের কী উল্লাস! যে যাঁর নিজের প্রার্থীকে সাপোর্ট করছে। ঠিক তিন মিনিট পরেই আবার বাঁশি বেজে উঠল। আর বান রুটি ছিঁড়ে নেওয়া যাবে না। একে একে নেমে এল সবাই। সবার ঝোলাগুলি সংগঠকরা নিয়ে নিল।

পুরো টাওয়ারটার উচ্চতাকে তিন ভাগে ভাগ করা ছিল। একদম উপরিভাগের বান রুটির গায়ে লেখা ছিল সবচেয়ে বেশি নম্বর, মাঝের তলায় কিছুটা কম, নীচের তলায় সবচেয়ে কম। যে প্রতিযোগী তার সংগৃহীত বান রুটির নম্বর যোগ করে বেশি নম্বর পাবে, সেই প্রথম হবে।

এরপরে আরেকদল প্রতিযোগী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একইভাবে ওপরে উঠে পেড়ে নিয়ে এল বান রুটি। চেং চাও দ্বীপবাসীর বিশ্বাস, যে যত উঁচু থেকে বান রুটি পেড়ে আনতে পারবে তার সৌভাগ্য তত বেশি। একটু পরেই ঘোষণা করা হল প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার-বিজয়ীদের নাম, পুরস্কার তুলে দেওয়া হল তাঁদের হাতে।

সবশেষে আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। শুরু হল আতসবাজির খেলা। বান রুটির টাওয়ার ঘিরে মাটি থেকে ছিটকে উঠল নানা রঙের আলোর বাজি। টাওয়ারের দেওয়াল ফুঁড়ে নানা দিক থেকে পিচকারির মতো বেরিয়ে এল আগুনের ফুলকি, ফুলঝুরির মতো তার রোশনাই নানা দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আগুন-রঙে রঙিন হয়ে উঠল রাতের অন্ধকার। সেই রঙে রাঙা হল তৃপ্ত জনতার মুখ।

এবার সবাই ঘরমুখো। উত্তেজনায় কেউই খেয়াল করেনি কখন আবার হালকা বৃষ্টি শুরু হয়েছে। উৎসব শেষে বৃষ্টির শান্তিজল মাথায় নিয়ে আমি মায়ামি রিসর্টের দিকে পা বাড়ালাম।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

কলকাতা থেকে ড্রাগন এয়ারের বিমান সপ্তাহে চারদিন সোজা হংকং যাচ্ছে। অক্টোবর মাস থেকে সপ্তাহে পাঁচদিন যাবে। সময় লাগে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা। আসা-যাওয়া দুটোই রাতের যাত্রা হওয়ার জন্য হংকং ঘুরে দেখার সময় বেশি পাওয়া যায়। হংকং সেন্ট্রালের পাঁচ নম্বর ফেরিঘাট থেকে লঞ্চে চেং চাও দ্বীপ যেতে মোটামুটি আধঘণ্টা লাগে।

কোথায় থাকবেন

চেং চাও দ্বীপে থাকার জায়গা খুব বেশি নেই। কয়েকটি থাকার জায়গার হদিস দেওয়া হল।

Warwick Hotel, ☎+852 2981-0081, E-Mail: warhtlcc@netvigator.com http://www.warwickhotel.com.hk

Bed and Breakfast Cheung Chau http://www.bbcheungchau.com.hk/

Fu Kee Horizon Resort ☎+852 2981-0093.

Miami Resort ☎+852 2981-7299, 2981-8504, E-Mail: booking@miamicheung chau.com.hk http://www.miamicheung chau.com.hk/index_eng.htm

অন্যান্য তথ্য

হংকংয়ে পৌঁছে বিমানবন্দরে বিনা পয়সায় চোদ্দো দিনের ট্যুরিস্ট ভিসা পাওয়া যায়। বিমানবন্দরে সেভেন ইলেভেন দোকানে মোবাইল সিম পাওয়া যায়। এম টি আর (মেট্রোরেল)-এর কাস্টমার সার্ভিস সেন্টার থেকে অক্টোপাস কার্ড কিনে নিলে এটা ডেবিট কার্ডের কাজ করবে। ব্যবহার করা যাবে বাসে, ট্রামে, ফেরিতে এমনকী বিশেষ বিশেষ দোকানে। প্রয়োজন শেষে কার্ডটি ফেরত দিলে সামান্য পয়সা কেটে অবশিষ্ট টাকা ফেরত পাওয়া যাবে। চেং চাও বান উৎসবের দিন ঠিক হয় নির্দিষ্ট তিথি অনুযায়ী। মোটামুটি মে মাসেই অনুষ্ঠিত হয় এই উৎসব। এক হংকং ডলার আমাদের প্রায় সাত টাকা সত্তর পয়সার সমান।

ছেলেবেলার

জন্মদিনে শ্রেষ্ঠ উপহার

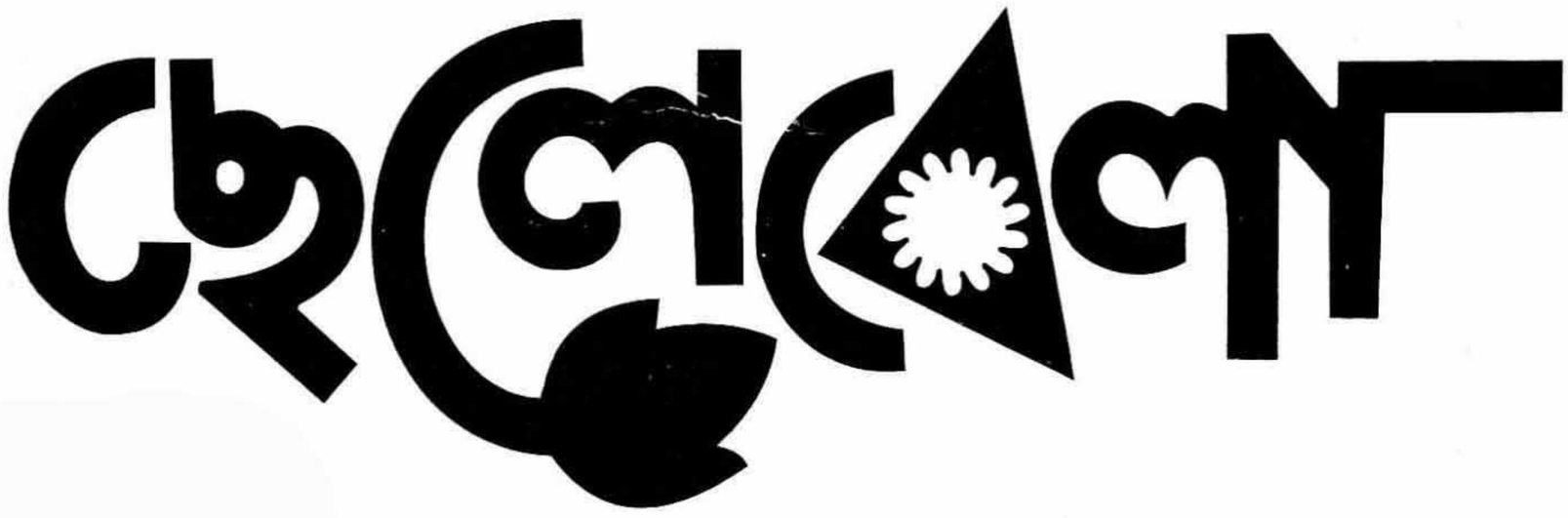

- ✓ বাড়ির ছোটদের বা তাদের বন্ধুদের সামনের জন্মদিনেই আগামী একবছরের জন্য প্রতি মাসের 'ছেলেবেলা' উপহার দিতে পারেন।
- ✓ একবছরের গ্রাহকমূল্য (ডাকব্যয় সহ) ১৫০ টাকা (ক্যুরিয়ারে পেতে চাইলে ২৬০ টাকা) চেকে বা মানি অর্ডারে Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.-এর নামে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলে আমরাই উপহার প্রাপকের নাম লেখা গিফট কার্ড সহ 'ছেলেবেলা' পাঠাবার ব্যবস্থা করব।
- ✓ চেকের সঙ্গের চিঠিতে বা মানি অর্ডার ফর্মের একেবারে নীচের দিকে আপনার নাম-ঠিকানা আর উপহার প্রাপকের নাম ও জন্মতারিখ অবশ্যই লিখে দেবেন। উপহার প্রাপকের ঠিকানা অন্য হলে তার ঠিকানাও লিখতে হবে।
- ✓ **অনলাইনও গ্রাহক হতে পারেন। লগ অন করুন:** www.swarnakshar.in
- ✓ যে মাসে জন্মদিন তার অন্তত একমাস আগে আমাদের দপ্তরে টাকা পৌঁছতে হবে। চেক বা মানি অর্ডার পাঠাবেন এই ঠিকানায়:

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019

Subscribe online: www.swarnakshar.in

ফোন: ২২৮০ ৮৮১৮ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭ ৬৪৪৮ **ই-মেল:** chhelebela@swarnakshar.in

প্রতি মাসের ছেলেবেলা পত্রিকাস্টলে বা সংবাদপত্র-বিক্রেতার কাছেও পাওয়া যাবে।

একনজরে ছয় ভ্রমণ

✓চৌকরি ✓রোয়া অভয়ারণ্য ✓ইথিপোথালা জলপ্রপাত ✓তারকারলি ✓বারগি ✓রসিকবিল

	চৌকরি	রোয়া অভয়ারণ্য	ইথিপোথালা জলপ্রপাত
কেন যাবেন	চারপাশে সবুজ পাহাড় আর তার মাঝে নিরালা পাহাড়ি গ্রাম চৌকরি। হিমালয় দর্শনের অনবদ্য ভিউ পয়েন্ট এই চৌকরি। এখান থেকে দেখা যায় পঞ্চচুল্লি, ত্রিশূল, নন্দাঘুন্টি, চৌখাম্বা প্রভৃতি হিমশৃঙ্গগুলিকে। পরিষ্কার দিনে চৌকরি থেকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা ভোলার নয়। এখান থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে অরণ্যে ছাওয়া পাহাড়ের মাথায় রয়েছে কস্তুরি মৃগ সংরক্ষণ কেন্দ্র।	উত্তর ত্রিপুরার রোয়া অভয়ারণ্যের আরণ্যক শোভা অসাধারণ। উদ্ভিদবৈচিত্র্য এই অভয়ারণ্যের প্রধান সম্পদ। ভেষজ উদ্ভিদের জন্য এই অরণ্য বিখ্যাত। অভয়ারণ্যের ভেতরে রয়েছে ছোট-বড় জলাশয়, যেখানে বর্ষার শেষে পরিযায়ী জলচর পাখিরা আসতে আরম্ভ করে। বিভিন্ন প্রজাতির স্থানীয় এবং পরিযায়ী পাখি আর বেশ কয়েকটি প্রজাতির সরীসৃপ দেখার জন্য রোয়া অভয়ারণ্য এক আদর্শ জায়গা।	নাগার্জুনকোন্ডা থেকে মাত্র ১১ কিলোমিটার দূরে ইথিপোথালা জলপ্রপাত। প্রায় ৭০ ফুট উঁচু থেকে নেমে এসেছে চন্দ্রভাঙ্কা, নাক্কালা এবং তুম্মালা নদীর সম্মিলিত জলধারা। সন্ধেবেলা যখন প্রপাতের ওপর কৃত্রিম আলো পড়ে, তখন দেখতে খুব সুন্দর লাগে। এখানে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা আছে।
কীভাবে যাবেন	হাওড়া থেকে ১৩০১৯ বাঘ এক্সপ্রেস ধরে কাঠগোদাম চলে আসুন। কাঠগোদাম থেকে নৈনিতাল ৩৫ কিলোমিটার। নৈনিতাল থেকে চৌকরি ১৭৩ কিলোমিটার। আলমোড়া ১১০ কিলোমিটার। মুন্সিয়ারি থেকে থল হয়ে চৌকরি ১০০ কিলোমিটার। এ পথে প্রাইভেট গাড়িভাড়া করাই সুবিধাজনক। দিনপ্রতি ছোট গাড়িতে ভাড়া ১,৭০০-১,৮০০ টাকা। সুমো গাড়িতে ভাড়া ২,২০০ টাকা, ট্র্যাভেরা, কোয়ালিস জাতীয় গাড়িতে ভাড়া ২,৫০০ টাকা। ইনোভা ও স্করপিও জাতীয় গাড়িতে ভাড়া ৩,০০০-৩,৫০০ টাকা।	আগরতলা যাওয়ার জন্য আকাশপথই সুবিধাজনক। সময় লাগে মাত্র পঞ্চাশ মিনিট। আগরতলা থেকে সকালের ট্রেনে ১৪১ কিলোমিটার দূরে ধর্মনগর চলে আসুন। ধর্মনগর থেকে রোয়া অভয়ারণ্যের দূরত্ব ২০ কিলোমিটার।	হাওড়া থেকে প্রতিদিন সেকেন্দ্রাবাদ যায় ১২৭০৩ ফলকনামা এক্সপ্রেস এবং ১৮৬৪৫ ইস্টকোস্ট এক্সপ্রেস। হায়দ্রাবাদ থেকে নাগার্জুনকোন্ডার দূরত্ব ১৬৭ কিলোমিটার। নাগার্জুনকোন্ডা থেকে ইথিপোথালা জলপ্রপাত ১১ কিলোমিটার। এ পথে বাস ও গাড়ি পাবেন। অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যটনের নাগার্জুনসাগর ট্যুরে ইথিপোথালা জলপ্রপাত দেখানো হয়।
কোথায় থাকবেন	কুমায়ুন মন্ডল বিকাশ নিগমের ট্যুরিস্ট রেস্টহাউস (☎০৪৬৫০০০২৫৪২), ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,২৫০- ১,৩৫০ টাকা, চারশয্যার সুপার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,৯০০ টাকা, দ্বিশয্যার সুপার ডিলাক্স কটেজের ভাড়া ১,৬০০ টাকা। (ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে।) প্রাইভেট হোটেল: গৌরব ট্যুরিস্ট রিসর্ট, ভাড়া ১,০৫০-১,৮০০ টাকা, অঙ্গন রিসর্ট, ভাড়া ৯০০-১,২০০ টাকা। বুকিং: ☎০৯৮৯৭২০৯৯৩৩। হিমশিখর, ভাড়া ৮০০-২,৫০০ টাকা, সদভাবনা রিসর্ট, ভাড়া ৭০০-৯০০ টাকা। বুকিং: ☎২২১২-৭৭১৫। ওজস্বী রিসর্ট, ভাড়া ১,৮০০-২,৫০০ টাকা, হার্দিক রিসর্ট, ভাড়া ১,৪০০-২,০০০ টাকা। বুকিং: ☎২২৩১-৮০১৯	ধর্মনগরে রাত্রিবাসের জন্য রয়েছে পর্যটন দপ্তরের জুরি ট্যুরিস্ট লজ (☎২২৮২-৫৭০৩), নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৫০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৭০০ টাকা, এ সি ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৮৫০ টাকা।	ইথিপোথালা জলপ্রপাতের কাছে রয়েছে হোটেল হরিতা (☎০৮৬৪২-২১১১০০), নন-এ সি ঘরের ভাড়া ৭০০ টাকা, এ সি ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,৩০০ টাকা। (ট্যাক্স অতিরিক্ত)।
জরুরি ঠিকানা	বিশদে জানতে যোগাযোগ: কুমায়ুন মন্ডল বিকাশ নিগম ৭/২ সি, চক্রবেড়িয়া রোড (দক্ষিণ) ভবানীপুর, দেশবন্ধু মার্কেটের কাছে কলকাতা-৭০০ ০২৫ ☎২৪৮৬-৮২৯৫	বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: ট্যুরিস্ট ইনফর্মেশন অফিসার ত্রিপুরা ভবন, ১, প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭১ ☎২২৮২-৫৭০৩, ২২৮২-০৬২৪	বিশদে জানতে যোগাযোগ: অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যটন সিকিম কমার্স হাউস ৪/১, মিডলটন স্ট্রিট কলকাতা-৭০০ ০৭১ ☎২২৮১-৩৬৭৯

একনজরে ছয় ভ্রমণ

	তারকারলি	বারগি	রসিকবিল
কেন যাবেন	মহারাষ্ট্রের কোঙ্কন উপকূলের স্বল্পচেনা সৈকত তারকারলি। সোনালি বেলাভূমি— একদিকে নীল সমুদ্র, অন্যদিকে কোথাও সবুজে মোড়া পাহাড়ের ঢাল, কোথাও তিরতিরে জলের ব্যাকওয়াটার। ব্যাকওয়াটার ধরে বোটে চেপে চলুন কারলি নদীর সঙ্গম দেখতে। অবশ্যই দেখবেন সিন্ধুদুর্গ। প্রবেশপথের কাছেই রয়েছে মারাঠাবীর শিবাজির হাতের ছাপ। নিরিবিলিতে দিনকয়েক থাকতে চাইলে তারকারলি ও মাত্র ৭ কিলোমিটার দূরে মালভান গ্রামের জুড়ি মেলা ভার। অবশ্যই চেখে দেখবেন মালভানি খাবার ও কোকাম শরবত।	জব্বলপুর থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে নর্মদার বুকে এক মনোরম পরিবেশে গড়ে উঠেছে বারগি জলাধার। নর্মদা নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে সৃষ্ট জলাশয় এবং দূরের ছোট ছোট টিলা— সবমিলিয়ে জায়গাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ। জলাধারের ধারে নিরিবিলিতে দুটোদিন কাটাতে ভালোই লাগবে।	দিগন্তবিস্তৃত জলাধার, আর এই জলাধারকে ঘিরে চারপাশের সবুজ অরণ্য আর দেশি-বিদেশি পাখিদের আনাগোনা— এই নিয়ে রসিকবিল। শীতকালে পুরো বিল জুড়ে জমে ওঠে পাখিদের মেলা। লেসার হুইসলিং ডাক, পেন্টেড স্টর্ক, ওপেনবিল স্টর্ক, মাছরাঙা, ইগ্রেট, নদার্ন পিনটেল, করমোরেন্ট, গ্রে ল্যাগ গুজ ইত্যাদি পাখিদের মেলা বসে যায়। এখানে রয়েছে শিশুদের খেলার জায়গা, অ্যাকোয়ারিয়াম। বর্ষায় বিলে জল যখন ভরে ওঠে, তখন রসিকবিলের রূপ হয় অনন্য।
কীভাবে যাবেন	হাওড়া থেকে ১৮০৪৭ অমরাবতী এক্সপ্রেস (সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি) ধরে নামতে হবে মারগাঁও। মারগাঁও থেকে কুড়াল যায় ১০১০৪ মান্ডবী এক্সপ্রেস, ১০১১২ কোঙ্কনকন্যা এক্সপ্রেস, ১২৬২০ মৎস্যগন্ধা এক্সপ্রেস। কুড়াল থেকে অটো বা গাড়িতে তারকারলি ৩৫ কিলোমিটার।	বারগির নিকটতম রেলস্টেশন জব্বলপুর। হাওড়া থেকে জব্বলপুর যাচ্ছে ১২৩২১ মুম্বই মেল, ১১৪৪৮ শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস। জব্বলপুর থেকে বারগি ৪০ কিলোমিটার। এপথে বাস বা গাড়ি পেয়ে যাবেন।	কোচবিহার থেকে ৪৫ কিলোমিটার আলিপুরদুয়ার থেকে ২৪ কিলোমিটার আর কামাখ্যাগুড়ি থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে রসিকবিল। ১৫৬৫৭ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস এবং ১৫৯৫৯ কামরূপ এক্সপ্রেস কামাখ্যাগুড়ি যায়। এছাড়া শিয়ালদা থেকে আলিপুরদুয়ার যাওয়ার আরও অনেক ট্রেন আছে।
কোথায় থাকবেন	মহারাষ্ট্র পর্যটনের রিসর্ট (☎০২৩৬৫-২৫২৩৯০), কোঙ্কনি হাউসের ভাড়া ১,৫০০-২,০০০ টাকা। বাম্বু হাউস ৩,২০০ টাকা। পাঁচশয্যার ডর্মিটরির ভাড়া ১,৫০০ টাকা। এছাড়াও রয়েছে হিরণ্যকেশী এবং করলি এ সি হাউসবোট। হিরণ্যকেশীর ভাড়া ৯,৩০০ টাকা, করলির ভাড়া ৭,১০০ টাকা (সঙ্গে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ এবং ডিনারের খরচ ধরা আছে)। ট্যাক্স অতিরিক্ত। প্রাইভেট হোটেল: মিডগওকার, ভাড়া ১,২০০-২,০০০ টাকা, মালভানে আছে সাগর কিনারা, ভাড়া ২,০০০-৩,০০০ টাকা। বুকিং: ☎৯৮৩০০-৪৯৮৮৭	বারগিতে থাকার জন্য রয়েছে মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের মৈকাল রিসর্ট (☎২২৮৭-৫৮৫৫), এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২,২৯০ টাকা। (সঙ্গে ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে।)	রসিকবিলের পাড়েই রয়েছে বন উন্নয়ন নিগমের রিসর্ট। এখানে দুটি দ্বিশয্যার কটেজ এবং দুটি আটশয্যার ডর্মিটরি আছে। দ্বিশয্যার কটেজপ্রতি ভাড়া ৭০০ টাকা, আটশয্যার ডর্মিটরির ভাড়া ৯০০ টাকা।
জরুরি ঠিকানা	বিশদ জানতে যোগাযোগ: মহারাষ্ট্র পর্যটন উন্নয়ন নিগম সি ডি ও হাটমেন্টস, (এল আই সি যোগক্ষেমা বিল্ডিংয়ের বিপরীতে) মাদাম কামা রোড মুম্বই- ৪০০ ০২০ ☎(০২২) ২২০৪-৪০৪০	বুকিং ও বিশদ তথ্যের জন্য যোগাযোগ: মধ্যপ্রদেশ পর্যটন, চিত্রকূট, রুম নম্বর-৭, ষষ্ঠ তল, ২৩০- এ, এ জে সি বোস রোড কলকাতা-২০ ☎২২৮৭-৫৮৫৫, ৩২৯৭-৯০০০	বিশদে জানতে যোগাযোগ: পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম ৬ এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যার আর্য ম্যানসন, ৭ম তল, কলকাতা-৭০০ ০১৩ ☎২২৩৭-০০৬০/০০৬১

স্বর্ণাক্ষরে ছোটদের বই, বেড়াবার বই, কাজের বই

প্রথম ভারতীয় ভূপর্যটক
বিমল মুখার্জির
দুচাকায় দুনিয়া
১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
পঞ্চম মুদ্রণ ₹১৫০

নবনীতা দেব সেনের
ভ্রমণবই
ভ্রমণের নবনীতা
নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
দ্বিতীয় সংস্করণ ₹৯০

শঙ্খ ঘোষের
ইছামতীর মশা
কবির দেখা কবির লেখা একগুচ্ছ অসামান্য ভ্রমণকথা।
দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১৫০

প্রতাপকুমার রায়ের
দেশে দেশে
প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা ₹৭৫

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অজানা দেশ দেখে বেড়ানো, অচিন মানুষ চিনে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য।
মজবুত বোর্ড বাঁধাই। **দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১২০**

প্রতাপকুমার রায় ও হরপ্রসাদ মিত্রের
বহু দেশ ঘুরে
বহুদিন ধরে বহু দেশ ঘুরে দশ দিকের দশটি লেখা ₹৬০

শঙ্করপ্রসাদ রায়চৌধুরীর
চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া
চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া— ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ₹৬০

রবীন চক্রবর্তীর
বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে
উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য ₹৬০

ভ্রমণ ট্রেকিং
যাঁরা ট্রেকিং করবেন, এ বই তাঁদের পথ দেখাবে আর ট্রেকিং যাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, বইটি তাঁদেরও পৌঁছে দেবে প্রকৃতির অমৃতলোকে। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।
দ্বিতীয় মুদ্রণ ₹১০০

নেকড়ের চোখ
বড়দের বিখ্যাত ফরাসি লেখক **দানিয়েল পেনাক** ছোটদেরও কত বড় লেখক, সব বয়সের ছোটদের জন্য লেখা তাঁর এই উপন্যাসের পংক্তিতে পংক্তিতে তারই পরিচয়।
মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ করেছেন:
মৈত্রেয়ী নাগ ₹৬০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
সেরা ভ্রমণ কাহিনী
প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনী। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।
প্রথম খণ্ড। তৃতীয় মুদ্রণ। সহস্রাধিক পাতা। **₹৩৫০**
দ্বিতীয় খণ্ড। দ্বিতীয় মুদ্রণ। ৭০০ পাতা। **₹২৭৫**

কাজের বই

কোন মেশিনে কী ব্যবসা
শুধু মেশিন চিনে, মেশিন কিনে ব্যবসা করুন। কোন মেশিনে কী ব্যবসা, কীভাবে কী করবেন, কোন মেশিন কোথায় পাবেন, কত দাম ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য। দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৪০

বাংলা সমাস
শিশিরকুমার আচার্য
মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অপরিহার্য। ₹৬০

বাংলা প্রত্যয়
প্রকরণ ও পদ্ধতি
শিশিরকুমার আচার্য
সদ্য বেরিয়েছে ₹৯০

অনলাইনে পেতে www.swarnakshar.in লগ অন করুন

মহাশ্বেতা দেবীর বিস্ময়কর বই **তুতুল** ₹২৫
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের **বকবকম**
পাতায় পাতায় মজার ছবি ₹১৫
কানাইলাল চক্রবর্তীর
খুব ছোটদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই
চলো দেখে আসি
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত। ₹২০
চড়ুইয়ের সঙ্গে ₹১৫
কুমির হয়ে জলে গেল ₹৩০
পূর্ণেন্দু পত্রীর লেখায়-ছবিতে
আমার ছেলেবেলা ₹১৮
পবিত্র সরকারের
কথামালা : ছড়ায় ঢালা ₹১৫
মৈত্রেয়ী নাগের
বাঘ বেড়ালের ছড়া ছবি ₹৩০
আষাঢ়ে গল্প ₹৬০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ছোটদের বই
ছেঁড়াকাঁথার গল্প
দ্বিতীয় সংস্করণ ₹৭৫
শাদা ঘোড়া
দেশ-বিদেশের নানা ভাষায় অনূদিত।
পঞ্চম মুদ্রণ ₹৩০
আমাজনের জঙ্গলে
ষষ্ঠ মুদ্রণ ₹৫০
হীরু ডাকাত
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত
নবম মুদ্রণ ₹৪৫
গৌর যাযাবর
বিশ্বভারতীর আশালতা সেন পুরস্কারপ্রাপ্ত। ₹৪০
টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত চিত্রিত। ₹১৫
ঋষিকুমার ₹২০
পাখির খাতা ₹৪০
আমার বনবাস ₹১২
তালগাছের ডোঙা ₹২০
হরিণের সঙ্গে খেলা ₹১৫
ভূতের বাঁশি ₹৪০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটগল্প ও কবিতার বই

মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা
বোর্ড বাঁধাই ₹৫০
নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে
বোর্ড বাঁধাই ₹৩০
নিমফুলের মধু
গল্পসংকলন ₹৬০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়
২১ জন কবির ৪০টি বিখ্যাত কবিতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ₹১৫০

স্বর্ণাক্ষর
SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
E-mail: info@swarnakshar.in

দেবুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

ভ্রমণবার্তা

প্যাকেজ ট্যুর

Tailor made tour-এ যে-কোনও দিন চলুন রাজস্থান, জয়পুর, উদয়পুর, যোধপুর, মাউন্ট আবু, জয়সলমির, বিকানির, রণথম্ভোর, ভরতপুর। Ph: 98310-78347, 90070-09063, 90070-09061. 1/2C, Ballygunge Place east, Kolkata-19.

Tailor made tour-এ যে-কোনও দিন চলুন গুজরাট, কচ্ছের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রণ, জামনগর, গির, ভেলাভেদার, দ্বারকা, সোমনাথ, দিউ, সাপুতারা। Ph: 98310-78347, 90070-09063, 90070-09061. website: www.wandervogel adventures.com

Tailor made tour-এ যে-কোনও দিন চলুন অরুণাচল, পশ্চিমে ভালুকপং, দিরাং, তাওয়াং, বমডিলা। মধ্যে ইটানগর জিরো, দাপোরিজো, পাসিঘাট, পূর্বে বোয়িং, মিশমি, তেজু, নামদাফা। Ph: 98310-78347, 90070-09063, 90070-09061. email: wildtoursindia@yahoo.com

Tailor made tour-এ যে-কোনও দিন চলুন কাশ্মীর, পাটনিটপ, পহেলগাঁও, গুলমার্গ, সোনামার্গ, শ্রীনগর, বৈষ্ণোদেবী, আরু, উলার লেক। Ph: 98310-78347, 90070-09063, 90070-09061. website: www.wandervogeladventures.com

Tailor made tour-এ যে-কোনও দিন চলুন মধ্যপ্রদেশ, কানহা, বান্ধবগড়, পেঞ্চ, অমরকণ্টক, খাজুরাহো, জব্বলপুর, পাঁচমারি, ভোপাল, গোয়ালিয়র, মান্ডু, ওমকারেশ্বর। Ph: 98310-78347, 90070-09063, 90070-09061. website: www.wandervogel adventures.com

Tailor made tour-এ যে-কোনও দিন চলুন আন্দামান, গোয়া, লাক্ষাদ্বীপ। উপভোগ করুন স্কুবা ডাইভিং, Snorkeling, Sea Kayaking. Ph: 98310-78347, 90070-09063, 90070-09061. website: www.wandervogeladventures.com

HIMACHAL PRADESH HELPLINE TOURISM

লে-লাদাখ (১২ রাত ১৩ দিন) 22,000/-. কিন্নর লাহুল স্পিতি (১২ রাত ১৩ দিন) 14,000/-, কিন্নর মানালি (১০ রাত ১১ দিন) 12,000/-. সিমলা কুলু মানালি (৬ রাত ৭ দিন) 9,000/-, সিমলা-মানালি-ডালহৌসি-ধরমশালা-অমৃতসর (১১ রাত ১২ দিন) 13,000/-, সিমলা-সাংলা (ছিটকুল) কল্পা (৭ রাত ৮ দিন) 9,000/- কাশ্মীর বৈষ্ণোদেবী (লাক্সারি) (৮ রাত ৯ দিন)-(১ রাত্রি হাউসবোটে) 14,500/-. H. O-10, The Mall, Shimla, Ph: (0177) 2802676, (M): 098160-26770. Kol Off: 6, C. R. Ave, Kol-72. (033) 6459-7052, 97487-56954/98306-26770.

প্যাকেজ ট্যুর

Tailor made tour-এ যে-কোনও দিন চলুন কর্নাটক, হাম্পি, বেলুর, মাদিকেরি, নাগারহোল, বন্দিপুর, কে গুড়ি, ডান্ডেলি, আগুম্বে, কেম্মানগুন্ডি, কারোয়ার, গোকর্ন, মুরুদেশ্বর, মহীশূর। Ph: 98310-78347, 90070-09063, 90070-09061. email: wildtoursindia@yahoo.com

Tailor made tour-এ যে-কোনও দিন চলুন হিমাচল, কুলু, মানালি, সাংলা, সারাহান, কল্পা, টাবো, নাকো, কাজা, সিমলা, ডালহৌসি, ধরমশালা, চাম্বা। Ph: 98310-78347, 90070-09063, 90070-09061. Contarc: 1/2 C, Ballygunge Place East, Kolkata-700 019.

Tailor made tour-এ যে-কোনও দিন চলুন কেরালা, কোচিন, মুন্নার, পেরিয়ার, আলেপ্পে, কুমারাকম, কোভালাম, ওয়েনাদ, পোনমুড়ি। Ph: 98310-78347, 90070-09061, 90070-06794. website: www.wandervogel adventures.com

Tailor made tour-এ যে-কোনও দিন চলুন উত্তরবঙ্গে, দার্জিলিং, সান্দাকফু, কালিম্পং, লাভা, রিশপ, লোলেগাঁও, গরুমারা, জলদাপাড়া, বক্সা, জয়ন্তী, সুনতালেখোলা, ঝালং, বিন্দু। Ph: 98310-78347, 90070-09061, 90070-06794. website: www.wandervogeladventures.com

Tailor made tour-এ যে-কোনও দিন চলুন সিকিম, গ্যাংটক, Yumtham, গুরুদোংমার, পেলিং, কালুক, রাবংলা, নামচি, বোরং, টোম টি গার্ডেন, আরিতার, জুলুক, প্যাংগোলাখা, সিল্করুট। Ph: 98310-78347, 90070-09061, 90070-06794.1/2C, Ballygunge Place east, Kolkata-19.

The Nature Lovers Club & Holidays
বিনা পাশপোর্টে পুজোয় বিদেশ ভ্রমণ

Customised Package Toor ভুটান, ফুন্টসোলিং, থিম্পু, পারো, পুনাখা, ওয়াংদি, বুথথাং চলুন যে-কোনও দিন The Nature Lovers club & Holidays সঙ্গে। Fixed Deparature Date: 10-10, 20-10 8N/9D. যোগাযোগ: 66, S. P. Mukherjee Road, Kolkata-700 026. Near Bhavavipur Police Station. Tel: 98301-23600, 99030-15114, 033-5622-2405.

নীড় হলিডেজ

ভ্রমণের মর্যাদা রাখে

পুজোর প্যাকেজ:— কাশ্মীর, রাজস্থান, নৈনিতাল, হিমাচল, সিমলা, নেপাল, গ্যাংটক, দার্জিলিং, পেলিং ভাইজ্যাক-আরাকু, এজেন্ট গ্রুপে ছাড় 10, 12, 14, 20, 22, 28/10. 98305-73143/2235-6824.

প্যাকেজ ট্যুর

মা দুর্গা ট্রাভেলস (থার্ড জেনারেশন)

সঠিক মানে/ দামে সারা ভারত নেপালে ও ভুটানে সব বাজেটে হোটেল/ গাড়ি, বিশেষ ভাবে গোয়া, মুম্বই, ঔরঙ্গাবাদ, সিরডি, লোনাভালা মহাবলেশ্বর, কোচিন, মুন্নার, পেরিয়ার, আলেপ্পি, ভারকালা, কোভালাম, কন্যাকুমারী, শ্রীনগর, পহেলগাঁও, জম্মু, কাটরা, অমৃতসর, আমেদাবাদ, সোমনাথ, দিউ, দ্বারকা, রাজস্থান, আজমির, যোধপুর, জয়পুর, জয়সলমির, উদয়পুর, ভাইজ্যাক, আরাকু ও উটি, মাদুরাই, পণ্ডিচেরি, মাইসোর, তিরুপতি, চেন্নাই। হোটেল/ গাড়ি বুকিং। 2213-1247/ 94320-12899.

মা দুর্গা ট্রাভেলস (থার্ড জেনারেশন)

অল্প খরচে সবার সেরা। সঠিক দামে ও মানে। গোয়া-মুম্বই, অজন্তা, ইলোরা, সিরডি, লোনাভালা, মহাবলেশ্বর, গোয়া-কেরল, কোচিন, মুন্নার, পেরিয়ার, আলেপ্পি, কোভালাম 10, 14, 15, 16, 19 অক্টোঃ 24 ডিসেঃ প্যাকেজ/গাড়ি। 2213-1247/94320-12899.

মা দুর্গা ট্রাভেলস (থার্ড জেনারেশন)

অল্প খরচে সবার সেরা। পুজোয় বুকিং চলছে। কাশ্মীর 10, 12, 14, 19 Octo. কিন্নর-মানালি 10, 19 Octo. গুজরাট 10/10 রাজস্থান 10, 19/10. সারা ভারত হোটেল/গাড়ি বুকিং। ৩, ব্যারেটো লেন (দ্বিতল), কলি-৬৯। 2213-1247/94320-12899.

মা দুর্গা ট্রাভেলস (থার্ড জেনারেশন)

সৈকতসুন্দরী গোয়া তারকাযুক্ত বীচ রিসর্ট সম্পূর্ণ সৈকতের ওপর ডান্স ফ্লোর রেস্তোরাঁ সুইমিং পুল সহ 4 রাত্রি 5 দিন 4,999/- ও 8 দিন 6,250/-. পুজোয় প্রতিদিন। 94320-12899\2213-1247.

ইউনিক নেচার (তেঘরিয়া)
7278031350/9674131349

চেনা অথচ অজানা সোনার বাংলা— ভালকিমাচান, গড়পঞ্চকোট, দেউলপার্ক, মাইথন, জলদাপাড়া, চিলাপাতা, গরুমারা, বড়ন্তি ও আরও অনেক। এছাড়া আসানবনি, ঋষিখোলা সহ সমগ্র সিকিম প্যাকেজ: দুহিতা এপার্টমেন্ট, রুম নম্বর ৪, তেঘরিয়া মেন রোড, কলকাতা-157.

শান্তি ট্রাভেলস

ভাইজ্যাক আরাকু 10/10, 22/12 উত্তর ভারত 25/9, 20/10 সিমলা মানালি 19/10 কাশ্মীর 20/10 বম্বে গোয়া 8/12 দঃ ভারত 20/10 কেরল 22/12 গ্যাংটক পেলিং প্রতি শুক্রবার। সারা ভারতের হোটেল গাড়ি বুকিং। 2236-7745/ 98300-69941.

Dream Tour and Travels

প্রতিদিন আন্দামান ভ্রমণ করুন বিভিন্ন প্যাকেজে। Group Tour, Office Tour and LTC Tour. এছাড়াও Hotel, Car and Ticket Booking. পোর্টব্লেয়ারে নিজস্ব অফিস, যোগাযোগ: 98740-28438, 95318-75627. e-mail: dtaurandtravels @gmail.com.

ভ্রমণবার্তা

প্যাকেজ ট্যুর

সোনালী ট্যুর অ্যান্ড ট্র্যাভেলস

কাশ্মীর (১৪ দিন) 9/10, 9/11, 1/12. কেরালা (১৩ দিন) 8/10, 9/11, 1/12. লাভা-লোলেগাঁও (৮ দিন) 9/10, 18/10, 17/11, 02/12. ডুয়ার্স-আন্দামান— যে-কোনও দিন। Ph: 2262-2820/1849, 98308-52068, 99033-11361.

পশ্চিমবঙ্গের আরাকু ভ্যালি বিহারীনাথ

পাহাড়শ্রেণি, ঘনজঙ্গল, লেক, দামোদর নদ, বিখ্যাত শিবমন্দির, কাছেই গড় পঞ্চকোট, বড়ন্তি, শুশুনিয়া, একমাত্র থাকার জায়গা বিহারীনাথ ট্যুরিস্ট পয়েন্ট। 033-6954-7111/ 80172-02499/ 97328-61020. bublu.bnr@gmail.com

কনকাঞ্জলি ট্যুরিজম

মধ্যপ্রদেশ, নৈনিতাল, হরিদ্বার, দিল্লি, আগ্রা, বেনারস, হিমাচল, কাশ্মীর, গ্যাংটক, ডুয়ার্স, পুরী, দিঘা, মন্দারমণি, চাঁদিপুর, বকখালি, গোপালপুরের সঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, আন্দামান ও অরুণাচল হোটেল ও প্যাকেজ। 98304-32868. www.kanakanjalitourism.com, 7, B. B. Ganguly St.

পাইন ব্রুক গেস্টহাউস-শিলং

সমস্ত রুম অ্যাটাচড, গিজার, এল সি ডি, ডাইনিং/কনফারেন্স হল, রুম সার্ভিস, রেস্টুরেন্ট। প্রবাসে বাঙালিয়ানা বিনোদনের শ্রেষ্ঠ ঠিকানা। স্কুল-কলেজ-অফিস-কনফারেন্স প্রভৃতির জন্য ট্র্যাভেল এজেন্টরা যোগাযোগ করুন: 98310-89453 (কলি), 094369-85858 (শিলং)।

SUNDERBAN TIGER SAFARI

নিজস্ব বিলাসবহুল রিসর্টে, বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে ১ রাত ও ২ রাতের প্যাকেজ। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা কাটান। যে-কোনও দিন ন্যূনতম ৮ জনে। 83A, Satish Mukherjee Rd, Kol-26. 98744-59647/98744-59648. www.sundarbantigersafari.com,

COMFORT TOURS & TRAVELS

পুজোর বুকিং শুরু হয়ে গিয়েছে। কাশ্মীর (১৩ দিন), সিমলা মানালি (১১ দিন), কল্পা কিন্নর (১২ দিন), ভাইজ্যাগ আরাকু (৭ দিন), ভাইজ্যাগ-আরাকু- হায়দ্রাবাদ (১০ দিন), ডুয়ার্স (৬ দিন), উত্তর ভারত (১০ দিন), রাজস্থান (১৫ দিন)— 1, 12, 15, 19, 21/10. 90512-22808, 2499-7779.

Swaraj Tour & Travels

দার্জিলিংয়ে নিজস্ব হোটেল— The Alpine, শিলংয়ে Nai-Mei Guest House. এছাড়া গ্যাংটক, পেলিং, রাবংলা, লাভা, লোলেগাঁও, সমগ্র সিকিম, রিশপ সহ ডুয়ার্স, হিমাচল, কুমায়ুন, কাশ্মীর, লে, লাদাখ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, আসাম সহ অরুণাচল, মেঘালয়, ত্রিপুরা হোটেল ও গাড়ি বুকিংয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। ভুটান ও নেপালের আকর্ষণীয় প্যাকেজ। কাছে-দূরে-পুরী, দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর অথবা সুন্দরবন, চাঁদিপুর, গোপালপুর, ভিতরকণিকা। 7A, Rani Rashmoni Rd., Kol-13, 1st Floor, Room No. 110, (033) 3020-7220, 94330-54015, 80171-08409.

DREAM-N-FLY HOLIDAYS

স্বপ্নের জঙ্গলে পাড়ি দিতে আমাদের সঙ্গে যে-কোনও দিন ডুয়ার্স, সুন্দরবন, কাজিরাঙা। 98303-08745, 98300-09613, 98300-49613. E-mail: dreamnfly holidays@gmail.com

প্যাকেজ ট্যুর

New Eye India Travels

রাজস্থান/ কেরল/ বম্বে গোয়া/ সাউথ ইন্ডিয়া/ ভাইজ্যাগ-আরাকু- হায়দ্রাবাদ/ সিকিম/ ডুয়ার্স/ আসাম/ শিলং/ অরুণাচল। এছাড়া কমপক্ষে ৮ জনের জন্য যে-কোনও দিন যে-কোনও প্যাকেজ। পুজোর বুকিং শুরু হয়েছে। 6, C. R. Avenue, Kol-72, (033) 3246-9887, 98365-84017.

শান্তিনিকেতন ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলস

গ্যাংটক, পেলিং, রাবংলা, রিনচেনপং, দার্জিলিং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, চারখোল, পেডং, বিন্দু, ঝালং, মূর্তি, লাটাগুড়ি সহ ডুয়ার্স। প্রত্যহ ইয়ুমথাং, গুরুদোংমার প্যাকেজ 1,500/- – 4,500/-. 98305-29628/99030-64928.

Excursion 2 India

মধ্যপ্রদেশ স্টেট ট্যুরিজম-র অন্তর্গত সমস্ত হোটেল সহ সারা ভারতের যে-কোনও জায়গার হোটেল এবং গাড়ি অথবা সমগ্র প্যাকেজ বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন: 091635-80464, 094393-65707, E-mail: sales@excursion2india.com website: www.excursion2india.com

The Joy of Travelling CT CAPITAL TRAVELS

আন্দামান চলুন— পোর্টব্লেয়ার থেকে পোর্টব্লেয়ার- AC, Non AC প্যাকেজ, বাজেট ও ডিলাক্স প্যাকেজ। যোগাযোগ: দীপঙ্কর মণ্ডল, পোর্টব্লেয়ার, আন্দামান। (M): 99332-68481, 94342-62394. mail: capitaltravels2000@yahoo.co.in

Bose Tour & Travels

কাশ্মীর 10, 11, 15, 19, 22/10 নেপাল 19/10 কেরল 10/10 আন্দামান 15/9, 3/12, 14/1/2014. এছাড়া সারা ভারত হোটেল বুকিং করা হয়। 172/2 Netaji Nagar, Kol-40. 90516-34388, 72789-88310.

চল যাই না

নিজস্ব পরিচালনায় ১৪ দিনে বৈষ্ণোদেবী, অমৃতসর, গুলমার্গ, সোনমার্গ, আরু ভ্যালি সহ কাশ্মীর। ৬ দিনে দার্জিলিং, লাভা, রিশপ, লোলেগাঁও, ৫ দিনে গ্যাংটক, ছাঙ্গু, ইয়ুমথাম। ভুটানে ৬ দিন-থিম্পু, পারো, পুনাখা। যাত্রা-সেপ্টেম্বর, অক্টোবর- 92315-45695.

DREAM-N-FLY HOLIDAYS

আপনার স্বপ্ন আমাদের সুবন্দোবস্ত। সিকিম, সিঙ্করুট, দার্জিলিং, মেঘালয়, আন্দামান, হরিদ্বার, নৈনিতাল, শান্তিনিকেতন, মন্দারমণি, পুরী সর্বত্র। 98303-08745, 98300-09613, 98300-49613. E-mail: dreamnfly holidays@gmail.com

Club Destiny TOURS & TRAVELS

কাশ্মীর 11, 15, 22/10, 9, 24/11, 25/12 নেপাল 12, 19, 22/10, 18/11, 24/12 উত্তর ভারত 22/10, 24/11, 21/12 ভাইজ্যাগ আরাকু 8, 10, 12, 14, 21/10, 24/11, 20, 22, 24/12 রাজস্থান 10, 21/10, 2, 24/11, 23/12 . তমাল পোদ্দার পরিচালিত। 98313-60282, 91637-94490.

প্যাকেজ ট্যুর

স্পা ট্যুর অ্যান্ড ট্র্যাভেলস

Spa সমগ্র হিমাচল এবং লে-লাদাখ। যাত্রার তারিখ আপনার। নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের। ন্যূনতম ২ জন। Mobile: 94748-00233/91637-91788. E-mail: spatourandtravels@gmail.com

ডুয়ার্স naturecamp travels

গরুমারা, জলদাপাড়া, চিলাপাতা, বক্সা, রায়মাটাং, জয়ন্তী, বিন্দু, ঝালং, রকি-আইল্যান্ড, সামসিং সহ সমগ্র ডুয়ার্সে হোটেল, গাড়ি ও প্যাকেজ। গরুমারাতে নিজস্ব রিসর্ট। Call : 98744-39571, 84204-63611.

Ranar ট্রাভেলস

নিজস্ব হোটেল 'ডালজিল' শ্রীনগর, ডাললেক। তৎসহ অমৃতসর, পহেলগাঁও, পাটনিটপ, কাটরা, জম্মু, গুলমার্গ, শোনমার্গ, বাঙালি পরিচালিত প্যাকেজ ও গাড়ি বুকিং। 98310-18293/2230-5626, 92306-12302.

Ranar ট্রাভেলস

গুয়াহাটি-Hotel Famcity, শিলং- Ashutosh Inn, কাজিরাঙা- Rhino Guest House, ভালুকপং- Hotel Cameng Inn, বমডিলা- Hotel Siphiyong Phong, দিরাং- Hotel Moon. তৎসহ পুরী ও দিঘার হলিডে হোমের জন্য : 6541-3256, 92306-12302, 98310-18293.

Ranar ট্রাভেলস

কাশ্মীর 20/9, 10, 11, 12, 13, 14/10 নৈনিতাল-কৌশানি 10, 14, 21/10 উঃ ভারত 20/9, 11, 14/10 কেরালা 10, 14, 22, 25/10 সিমলা-মানালি 10, 15, 22/10 ভুটান-নেপাল 10, 14, 25/10, রাজস্থান/ভাইজ্যাগ 20/9, 10, 11, 22/10. 98310-18293/92306-12302.

হিন্দুস্থান ট্রাভেলস (এজেন্ট মহারাষ্ট্র ট্যুরিজম)

গোয়া 10/10, 17/10 নেপাল কোঙ্কন 14/10 মুম্বই-গোয়া 11/10, 15/10 পেঞ্চ-টাবোডা 26/10 রাজস্থান 23/10 কাশ্মীর 9/10 কেরালা 12/10, 21/10 নেপাল 19/10. সারা ভারতের হোটেল বুকিং: 2212-7226, 3316-0593, 98300-49887. into@hindusthantravels.com

মঠ পরিচালিত তীর্থ ভ্রমণ

NIRVIKALPA

সমুদ্র ধ্যান শিবির— ভাইজ্যাক, তাজপুর 30/8, 15/9 মায়াবতী কুমায়ুন 17, 19/10 তপভূমি নর্মদা 28/9 21/10 গুজরাট 19/10 রাজস্থান 17/10 কেরালা 10, 18/11 দক্ষিণ ভারত 22/11, 15/12. 99034-71110/2570-1028.

নীড়— নিজস্ব পরিচালিত হোটেল

ভাইজ্যাকে-বাণী, আরাকুতে-শ্রীনিবাস, কাশ্মীরের ডাললেকে-গ্রিনভিউ, পহেলগাঁও-জিশান জম্মু-রিশু, অমৃতসর-রিকি, কাটরা-নিউনটরাজ, ডালহৌসি-দয়াল, ধরমশালা-তুরকিল কটেজ ও সারা ভারতে হোটেল গাড়ি বুকিং। 98305-73143/22356824.

ভ্রমণবার্তা

প্যাকেজ ট্যুর

SYLVAN TOURS & TRAVELS

এবার পুজোয় চলুন কাশ্মীর @ 14,000/-, 13 দিন। সিমলা মানালি @ 11,000/-, 11 দিন। অরুণাচল @ 14,000/-, রাজস্থান @ 14,000/-, 14 দিন। নৈনিতাল @ 12,500/-, 12 দিন। dt. 9, 10, 13, 19, 20/10. 98301-56212/94334-09706. www.sylvantravels.com

SYLVAN TOURS & TRAVELS

এবার পুজোয় চলুন সিকিম @9,500/-, 9 দিন। ডুয়ার্স @ 8,500/-, 6 দিন। লাভা লোলেগাঁও রিশপ কালিম্পং @9,000/-, 7 দিন। নেপাল @12,000/-, 10 দিন। দঃ ভারত @ 13,500/-, 13 দিন। dt. 9, 10, 20/10. 98301-56212/94334-09706. www.sylvantravels.com

নৈনিতালের একমাত্র বাঙালি ভ্রমণ সংস্থা

SUNITI TOUR & TRAVELS

সমগ্র কুমায়ুনে হোটেল/ গাড়ি/ বাস ও Corbett সাফারি ও প্যাকেজ করা হয়। যোগাযোগ: H. O. The Mall, Nainital, 05942-220402, (M): 098972-09933, 094519-45541. কলিকাতা বুকিং: AD 287, Rabindra Pally, Kestopur, Kol-101, (M): 98745-26617, 94330-72131. Web: www.suniti travels.com, Email: little_sparrow88@yahoo.com

সারথী ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস

কাশ্মীর (অমৃতসর) ১০, ১৯, ২১/১০ ১০,০০০/-১১,০০০/-। রাজস্থান ১০/১০ ১৩,০০০/-। সিমলা-মানালি ১০, ১১, ১৯/১০ ৯০০০/-। কিন্নর ১০, ১১, ১৫, ১৯/১০ ১০,৫০০/- কেদার-বদ্রী ২০/১০ ৯,৫০০/-। ৩ নম্বর, ম্যাঙ্গো লেন, ১ম তল, কলি-১। 98308-40557, 89024-98879.

সুনীতি-র হরিদ্বার-নৈনিতাল প্যাকেজ

হরিদ্বার (2N), মুসৌরি (1 N), কৌশানি (2N), নৈনিতাল (2N). যাত্রা: 3-10-13. নৈনিতাল (2N) আলমোড়া (1N) পাতালভুবনেশ্বর (1N) মুন্সিয়ারি (2N) কৌশানি (1N). যাত্রা: 11/10, 19/10, 23-12-13. ৯৮৭৪৫-২৬৬১৭, ৯৪৩৩০-৭২১৩১।

Parijayee Tours 'N' Travels

কাশ্মীর 14 দিন, 10, 20/10, 24/11, 21/12 হিমাচল 12 দিন, 10, 20/10 সিকিম 10 দিন, 11/10, 9/11, 24/12 ডুয়ার্স 8 দিন 10, 11, 20/10, 21/12, 24/12. আন্দামান (ডিসেম্বর 15-31 ছাড়া যে-কোনও দিন) টেলরমেড প্যাকেজ (NJP-NJP) গ্যাংটক-ইউমথাং-গুরুদোংমার রাবংলা/ পেলিং ১১,৪৫০/-, লাভা লোলেগাঁও রিশপ ডুয়ার্স ৯,৪৫০/-, দার্জিলিং গ্যাংটক ছাঙ্গু বাবামন্দির ১০,৪৫০/-, দার্জিলিং ডুয়ার্স ৯,৯৯০/-, সিক্কিরুট, সিলারিগাঁও, আরিতার, জুলুক, কালিম্পং ৯,৪৯০/-, কুমায়ুন, কৌশানী, আলমোড়া ১১,৪৯০/-। পুজোর হোটেল বুকিং শুরু। জয়ন্তী Rovers Inn, Buxa Valley Resort, গরুমারা Green Touch Resort, Tasker's Den, জলদাপাড়া Acacia Eco Resort, Tithi Lodge, চিলাপাতা Chillapata Green Resort. (033) 3262-5588, 99036-93756, 84201-96053. website: www.parijayeetnt.com

প্যাকেজ ট্যুর

পুজো ও শীতের ছুটিতে আপনি কি ভারত বা বিদেশ ভ্রমণে ইচ্ছুক

Andaman, Kerala, Rajasthan, AP, MP, Goa, WB, Gujrat, Orissa, South India-তে Govt. & Pvt. Hotel বুকিং : Travel Solutions and Consultancy: 033-2574-6122, (Siliguri) : 97340-92233, (Airport) 98301-75100.

পুজো ও শীতের ছুটিতে আপনি কি ভারত বা বিদেশ ভ্রমণে ইচ্ছুক

Thailand, Singapore, Malaysiya, Nepal, Bhutan, Europe, Australia, America, Middle East ভ্রমণ ও Air Ticket-এর জন্য: (98310-95512), (Siliguri) : 97340-92233, (Airport) 98301-75100.

পুজো ও শীতের ছুটিতে আপনি কি ভারত বা বিদেশ ভ্রমণে ইচ্ছুক

Tajpur, Sundarbon, Mandarmone, Dooars, HP, Kashmir, Puri, UP, Uttaranchal এ Govt & Pvt hotel Travel Solutions & Consultancy 98307-38885, (Siliguri) : 97340-92233, (Airport) 98301-75100.

হিমালয়ের ডাকে চলুন সিকিম, দার্জিলিং, সিমলা-মানালি, নৈনিতাল, কাশ্মীর কিংবা মরুভূমি আর কেল্লার দেশ রাজস্থান। আপনার পছন্দের হোটেল ও প্যাকেজ। ১১৪, অরবিন্দ সরণি, কলি-৬। www.ashirbadtravels.com, 99030-55345.

দেশের মধ্যে বিদেশ ভ্রমণ কেরালা, গোয়া কিংবা কাছেপিঠে দিঘা, মন্দারমণি, পুরী, ভাইজ্যাগ আপনার পছন্দের হোটেল ও প্যাকেজ। spl. গ্রুপ ট্যুর কেরালা: ১৪/১০, ২৩/১২, info.ashirbadtravels@gmail.com, 99030-55345.

The Nature Lovers Club & Holidays

পুজোয় ভ্রমণ ভূস্বর্গে

Customised Package Tour কাশ্মীর, পাটনিটপ, পহেলগাঁও, গুলমার্গ, সোনমার্গ, শ্রীনগর, বৈষ্ণোদেবী, আরু, উলার লেক চলুন The Nature Lovers club & Holidays সঙ্গে। Fixed Departure Date: 10-10, 24-10 12N/13D. যোগাযোগ: 66, S. P. Mukherjee Road, Kolkata-700 026. Near Bhavanipur Police Station. Tel: 98301-23600, 99030-15114, 033-5622-2405.

MILESTONE TOURS & TRAVELS

যে-কোনও দিন সুন্দরবন @3,300/- ডুয়ার্স @5,300, সিকিম @9,000 সিক্কিরুট @7,000. এছাড়া সারা ভারতে হোটেল, গাড়ি বুকিং ও প্যাকেজ। 98308-09900/98308-19900. www.travelsmilestone.com

ছুটি ছুটি-নিজস্ব প্যাকেজ

লে-লাদাখ প্যাকেজ, কাশ্মীর, রাজস্থান, নৈনিতাল, সিমলা, কিন্নর, অরুণাচল, ত্রিপুরা, গুজরাট, দক্ষিণ ভারত, কেরালা, উত্তরপ্রদেশ, নেপাল, ভাইজ্যাগ, হায়দ্রাবাদ। এছাড়া আন্দামান প্যাকেজ। গাড়ি ও হোটেল বুকিং: 2262-5488, 80170-45705.

প্যাকেজ ট্যুর

Itinerary Planner

Hotel and Family Package booking For Gangtok, Ravangla, Pelling, Rinchenpong, Kaluk, Juluk, Okhrey, Versey, North Sikkim Package. *Darjeeling, Kalimpong, Lava, Lolegaon, Rishyap, Dooars. *Bhutan, Orissa, Himachal, Uttarakhand, Rajasthan and Kerala. Contact: 98303 06159/(033)2486 0583. www.itineraryplanner.net

Villa Tours & Travels

সিমলা মানালি 11/10 (11 দিন) @9,500/-, কিন্নর কৈলাস 8/10 (12 দিন) @11,500/-, কিন্নর মানালি সহ 19/10 (15 দিন) @14,500/-, কেরল 16/10 (14 দিন) @15,000/-, রাজস্থান 14/10 (15 দিন) @15,500/-, ভাইজ্যাগ, আরাকু, জগদলপুর, হায়দ্রাবাদ 13/10 (13 দিন) @9,500/-, মিধ্যপ্রদেশ 21/12 (13 দিন) @15,500/-, কাশ্মীর (জম্মু-জম্মু) 15/10 (14 দিন) @14,000/-, সিমলা মানালি 10/1/2014 (11 দিন) @9,000/-, দিল্লি আগ্রা মথুরা বৃন্দাবন হরিদ্বার 25/12 (13 দিন) @9,000/-, Ph: 2231-8019/98303-71744/98301-89778/94338-13678.

হিমাচল ও কুমায়ুনে হোটেল/ গাড়ি

সিমলা, মানালি, ডালহৌসি, সারাহান, কল্পা, নাকো সহ সমগ্র হিমাচল এবং নৈনিতাল, কৌশানী, চকৌরি, বেরীনাগ, মুন্সিয়ারী সহ সমগ্র কুমায়ুনের হোটেল ও গাড়ি বুকিং করা হয়। 2228-3246, 98744-22811.

সুনীতি ট্রাভেলস-এর Offbeat Package

Package-Corbett (1N), Pangot (2N), Nainital (2N), Binsar (1N), Mukteswar (1N), With Adventure Activities. dt. 1-11-13, 21-3-2014. এছাড়া সমগ্র কুমায়ুন প্যাকেজ। Corbett (1N), Kausani (1N), Chaukari (1N), Munsiary (1N), Pithoragarh (1N), Lohaghat (1N), Jageswar (1N), Nainital (2N). যাত্রা: ৭-৩-২০১৪। ৯৮৭৪৫-২৬৬১৭, ৯৪৩৩০-৭২১৩১। Web: www.sunititravels.com.

TRAVERSE HOLIDAYS

মধ্যপ্রদেশে নতুন ঠিকানা-আচানক মার টাইগার রিজার্ভ। সঙ্গে অমরকণ্টক, বান্ধবগড়, মার্বেল রক, ধুয়াধার ফলস। ৭ রাত ৮ দিন/মার্বেল রক, ধুয়াধার ফলস, পাঁচমারি, ধুপগড়, কানহা, অমরকণ্টক, আচানক মার টাইগার রিজার্ভ। ৯ রাত ১০ দিন। ৯৮৩০২-৪৭৮৮৩।

INDIA TRAVELS

বাঙালির ভ্রমণের সুপরিচিত নাম India Travels. সারা ভারতে হোটেল/রিসর্ট বুকিং, এয়ার ও রেল ই-টিকিট। পাসপোর্ট সহায়তা করা হয়। উত্তরপাড়া রেল স্টেশনের 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মের পাশে। 94335-03455/80178-86934. www.indiatravelsservice.com

অভিনন্দন ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস-বারাসাত

পুজোয় কেরালা 14/10 কাশ্মীর 10/10 কল্পা-কিন্নর 22/10. হোটেল বুকিং বিমান ও বাস টিকিটের জন্য যোগযোগ করুন। কলোনী মোড়, বারাসাত, কল-১২৬। 94331-54362/98837-04516.

ভ্রমণবার্তা

প্যাকেজ ট্যুর

CLASSIC TOURISM

কাশ্মীর-বৈষ্ণোদেবী 11, 15, 19/10 সিমলা-মানালি/ কল্পা-কিন্নর/ গোয়া-মহারাষ্ট্র /কেরালা /নৈনিতাল /রাজস্থান /ভাইজ্যাগ-আরাকু 11, 15, 19/10 গুজরাট 19/10 দিল্লি-হরিদ্বার সহ উত্তর ভারত 16/9, 11, 19/10. Ph: 2227-1850, 94331-86406, 98306-12127.

Roman HOLIDAY

কাশ্মীর 9/10, 11/10, 19/10 সিমলা, মানালি 9/10, 11/10, 19/10 ভাইজ্যাগ, আরাকু, হায়দ্রাবাদ 9/10, 11/10, 15/10, 19/10 রাজস্থান 9/10, 19/10 নৈনিতাল 9/10, 11/10, 22 10 প্রতিদিন আন্দামান, ডুয়ার্স, ভুটান, সুন্দরবন। 8, Lenin Sarani, Kol-13. 90072-22621.

Royal ভ্রমণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

দার্জিলিং 5,500/- 6 দিন, সিকিম 8,700/- 9 দিন, সিমলা-মানালি 10,000/- 11 দিন, কাশ্মীর 13,000/- 14 দিন, ভাইজ্যাগ-আরাকু 6,500/- 7 দিন, গোয়া 8,000/- 8 দিন, রাজস্থান 12,500/- 14 দিন, dt. 7/10, 21/10, 9/11. Ph: 98042-35920, 90381-99942.

EASE TOURISM

গুজরাট, দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং, উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল ও সমগ্র ভারতের হোটেল/গাড়ি/প্যাকেজ বুকিং করা হয়। 7/1A, Grand Lane, K0l-12. 98308-42908.

চৌধুরী ট্র্যাভেলস

শ্রীনগরে প্যাকেজ: জম্মু-জম্মু @ 6,000/- (আহারাদি বাদে) 10,000/- (আহারাদি সহ)। সিকিম প্যাকেজ: গ্যাংটক-পেলিং-ইউমথাং @ 9,500/-, পুরীতে @ 3,300/- (6 দিন), ভাইজ্যাগে @ 7,500/-. 9, শ্যামবাজার স্ট্রিট, কলি-5. 93397-30148, 98303-84279.

দেবভূমির নিজস্ব প্যাকেজ

লাদাখ 6/9 লাহুল স্পিতি 20/9, 21/9, 4/10 কাশ্মীর 20/9, 10/10, 19/10 কেরালা 9/10, 20/10, 13/12, 20/12, 3/1/2014 কিন্নর কাজা 1/10, 19/10 কিন্নর মানালি 27/9, 11/10, 20/10 রাজস্থান 10/10, 11/10, 2/12, 3/1/2014 আন্দামান 1/10, 15/10, 14/2/2014 নেপাল 11/10, 20/12, 3/1/14 হরিদ্বার মুসৌরি 8/11 কুমায়ুন 11/10 মধ্যপ্রদেশ 22/12 গুজরাট 28/11 কিন্নর 21/9, 1, 19/10, 8/11. DEB BHUMI Tour & Travels, 98743-73380, (033) 4066-0235, 099035-22455, 95933-15687.

Daffodils Travels

মুম্বই গোয়া মহাবালেশ্বর 10/10 (13 দিন), কুমায়ুন 11/10 (13 দিন), কেরালা 16/10, 20/10 (14 দিন), কাশ্মীর তৎসহ অমৃতসর 11/10, 13/10, 16/10, 20/10 (15 দিন)। 240/5, B. B. Ganguly Street, Kol-12. 98302-86353/ 98300-41383.

হোটেল রিসর্ট

হিমাচলে হোটেল, ফ্যামিলি প্যাকেজ, গাড়ি

LINKAGE

সিমলা, মানালি, ধরমশালা, ডালহৌসি, খাজিয়ার, চাম্বা, সারাহান, সাংলা, কল্পা, নাকো, টাবো, কাজা, কেলং। আপনার পছন্দের হোটেল প্যাকেজ ও গাড়ির ব্যবস্থা। 2265-7999, 2227-6685, 2226-4661, 98301-52169.

উত্তরবঙ্গের হোটেল, ফ্যামিলি প্যাকেজ, গাড়ি

LINKAGE

দার্জিলিং, কালিম্পং, রিশপ, লোলেগাঁও, কোলাখাম, তিনচুলে, চটকপুর, কার্শিয়াং, পেডং, ঋষিখোলা, টুমলিং, সান্দাক-ফু ছাড়াও ডুয়ার্সের সর্বত্র হোটেল, ফ্যামিলি প্যাকেজ, গাড়ি। Ph: 2265-7999, 2227-6685, 2226-4661, 98301-52169.

কাশ্মীরে হোটেল, ফ্যামিলি প্যাকেজ, গাড়ি

LINKAGE

শ্রীনগর (ডাললেকের কাছে), পহেলগাঁও (লিডার নদীর ধারে), গুলমার্গ, সোনামার্গ, পাটনিটপ সহ সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীরে হোটেল, গাড়ি ও ফ্যামিলি প্যাকেজ। Ph: 2265-7999, 2227-6685, 98301-52169.

মধ্যপ্রদেশে হোটেল, ফ্যামিলি প্যাকেজ, গাড়ি

LINKAGE

পাঁচমারি, জব্বলপুর, পেঞ্চ, কানহা, বান্ধবগড়, অমরকণ্টক, খাজুরাহো, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, উজ্জয়িনী, ভূপাল ও সর্বত্র মধ্যপ্রদেশ ট্যুরিজম ও অন্যান্য হোটেল, গাড়ি, ফ্যামিলি প্যাকেজ। Ph: 2265-7999, 2227-6685, 98301-52169.

প্রাচ্যের ভেনিস কেরল

LINKAGE

বৈচিত্রময় কেরালার কোচিন, আলেপ্পি, কুমারাকম, মুন্নার, পেরিয়ার, কোভালাম, ত্রিভান্দ্রাম ও আরও অজানা সুন্দর স্পটে হোটেল ও রিসর্ট। গাড়ি ও ফ্যামিলি প্যাকেজের ব্যবস্থা আছে। 2265-7999, 2227-6685, 98301-52169.

GUJARAT TOURISM

LINKAGE

আমেদাবাদ, দ্বারকা, রাজকোট, গির ফরেস্ট, কচ্ছ, সোমনাথ, জামনগর ও সর্বত্র বাজেট অনুযায়ী হোটেল ও ফ্যামিলি প্যাকেজ। এছাড়াও 'দিউ'-এর হোটেল করা হয়। Linkage: 2265-7999, 2227-6685, 98301-52169.

সিকিমে হোটেল, ফ্যামিলি প্যাকেজ, গাড়ি

LINKAGE

গ্যাংটক, রাবংলা, পেলিং, ইয়ুমথাং, গুরুদোংমার, কালুক, উত্তরে, বোরং, নামচি, জুলুক, ওখরে, বার্সে, লিংথাম, আরিতারে বিভিন্ন বাজেটের হোটেল আকর্ষণীয় ফ্যামিলি প্যাকেজ। Ph: 2227-6685, 2265-7999, 98301-52169.

Glacier-এর সঙ্গে সিক্করুট

সিলারিগাঁও, ইচে, ঋষিখোলা, জুলুক, জিগজ্যাগ, থাম্বি, নাথাং, জে-লেজ-লা পাস, কুপুপ, পুরনোবাবা মন্দির। প্যাকেজ 10, 19/10. 286, B. B. Ganguly St. Kol-12. 94333-05726, 94320-14650.

হোটেল রিসর্ট

দেবলোক-এর নিজস্ব হোটেল-ফ্যামিলি প্যাকেজ

সিমলায় হোটেল পঙ্কজ, মানালিতে হোটেল হিমপর্বত ও আলফা সারাহান-হোটেল দেবলোক ও সাগরিকা, সাংলা-মেহেক রিসর্ট, দেবী রিজেন্সী, সিডার অ্যান্ড স্নো ভিউ। কল্পা-নিউ শিবালিক, শিবালিক, পার্বতী, হোয়াইট নেস্ট, চিনি বাংলো ও মোনাল রেসিডেন্সি টাবো-হোটেল সিদ্ধার্থ, কাজা-ডেলেক হাউস, ছিটকুল-অ্যালপাইন ভিউ। Deblok Group of Hotels, Head off.: 286, B. B. Ganguly Street, Kol-12, Ph.: 033-2236-2022, 98319-72468, 94772-26835. Himachal: 09816-404793, 09129-122426. info@himachalguide.com

উত্তরবঙ্গ, সিকিম ও ভুটান

আপনার জন্য হোটেল গাড়ি বুকিং করছে। সঙ্গে মোড়ক সফর। প্যারেন, ঝালং, বিন্দু, সামসিং, সুন্তালিখোলা, মুর্তি, জয়ন্তী, লাটাগুড়ি, হলং, মাদারিহাট, বাতাবাড়ি, দার্জিলিং, চিত্রে, টুমলিং, সান্দাকফু, গ্যাংটক। 88/1, Lenin Sarani (Taltala, Kol-13. 85839-22821, 82748-31195.

কুমায়ুন ও রাজস্থানে হোটেল/ গাড়ি/ মোড়ক সফর

হরিদ্বার, মুসৌরি, হৃষীকেশ, শ্রীনগর, ল্যান্সডাউন, পউড়ি, খিরসু, চোপতা, নৈনিতাল, রানিখেত, আলমোড়া, কৌশানি, বিরথি, মুন্সিয়ারী, জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর, জয়সলমির, বিকানির, আজমির, মাউন্ট আবু, পুস্কর। 88/1, Lenin Sarani. 85839-22821, 82748-31195.

হিমাচল প্রদেশ-কাশ্মীর-এ হোটেল/গাড়ি/মোড়ক সফর

সিমলা, মানালি, ডালহৌসি, খাজিয়ার, ধরমশালা, কিন্নর, কল্পা, কেলং, মারচু, নাকো, টাবো, কাজা, পাটনিটপ, শ্রীনগর, পহেলগাঁও, সোনমার্গ, গুলমার্গ, কাটরা ও জম্মুতে। সঙ্গে অমৃতসর, দিল্লি ও আগ্রাতেও। 88/1, Lenin Sarani (Taltala, Kol-13. 85839-22821, 82748-31195.

ডিলাইট ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলস

গ্রুপ অব হোটেলস— নিউ দিঘায় 'সি বার্ড', ওল্ড দিঘায় 'বেলানিবাস', শঙ্করপুরে 'বেলানিবাস', তাজপুরে 'লেকভিউ', মন্দারমণিতে 'হোটেল শঙ্খবেলা', গালুডিতে 'গালুডি রিসর্ট' ও সারা ভারতের হোটেল বুকিং 98305-23588/(033) 2231-1504, ধর্মতলা মার্কেট (Room No. 13) Kol-69.

সিকিম ও দার্জিলিং naturecamp travels

গ্যাংটক, পেলিং, রাবংলা, হিবারমিওক, উত্তরে, জুলুক ও নাথাং ভ্যালি সহ সিক্করুট ও উত্তর সিকিম প্যাকেজ। দার্জিলিং, কালিম্পং, লাভা, লোলেগাঁও, কোলাখাম, তিনচুলে, সিলারিগাঁও, বড়া ও ছোটা মাংগোয়ায় হোটেল, গাড়ি ও প্যাকেজ। (M): 98744-39571, 84204-63611.

হোটেল/গেস্ট হাউস

পুরী, দিঘা, দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং। থাকা + খাওয়া 450-650/- (4 pax). এছাড়া এই জায়গাগুলিতে হোটেল/ গেস্টহাউস বুকিং করা যায়। 98313-80562 (বেলঘরিয়া) 80131-59609 (শিয়ালদহ)।

ভ্রমণবার্তা

হোটেল রিসর্ট

Glacier-এর সঙ্গে ভুটান

ফুন্টসেলিং, থিম্পু, পারো, পুনাখা, দো-চন লা পাস, হা ভিলেজ, চে-লা-লা পাস প্যাকেজ: 10, 19/10. 286, B. B. Ganguly St. Kol-12, 94333-05726, 94320-14650. www.glaciertravels.com

ট্যুরিস্ট কর্নার

গ্যাংটক, পেলিং, রাবংলা, ইউমথাং, দার্জিলিং, মিরিক, কালিম্পং, রিশপ, রিনচেনপং, সমগ্র ডুয়ার্স, কুমায়ুন, কিন্নরসহ হিমাচল, অমৃতসর, দিল্লি, হরিদ্বার, বেনারস, গোয়া, মুম্বই, তারাপীঠ, দিঘা, মন্দারমণি, শান্তিনিকেতন, চাঁদিপুর, পুরী। Ph: (033) 3293-5255, 98302-58931.

গোবিন্দ রিসর্ট (পুরী)

পুরীর সমুদ্র থেকে ১ মিনিট দূরে, মার্বেলে মোড়া, বাঙালি খাবার, সঙ্গে কর্মীদের আতিথেয়তা। ডবল বেড 800/- থেকে 1,000/-, A. C. 1,500/-, Colour T.V, Balcony, ব্যানার্জিদা: 98310-39240, মানব: 98043-29990, বেলুড় 94328-50338. explorerglobe@gmail.com

Cloud's end Retreat & Cafe

রাবংলায় বাঙালি পরিচালিত হোটেল। ঘরে বসে অনাবিল সৌন্দর্য, নানান পাখি, জঙ্গলের আস্বাদ পেতে রাবংলায় আপনাদের স্বাগত। 14th Mile, Kewzing Rd., Rabangla, Kol. Office: 74, Phears Lane, Kol-73. 93397-41509, 98300-51509, 92307-07685.

হোটেল শারজা ও ডিপ্লোম্যাট-শ্রীনগর

ডাললেকের কাছে সম্পূর্ণ বাঙালি পরিচালিত থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা সহ প্রত্যেক রুমে কার্পেট, L C D, Colour TV, গিজার এবং 24 ঘণ্টা গরম জল ও ইলেক্ট্রিকের সুব্যবস্থা। বাপ্পা অধিকারী 98303-84279, সন্তু চৌধুরী 93397-30148.

GOCHIKA HOUSE, PURI

Marine Drive Road, Sea facing AC/DLx, Mon A C Rooms, TV, Restaurant, Kolkata Booking 2262-1849/2262-2820/98308-50105.

মধ্যপ্রদেশের হোটেল

জব্বলপুর, পাঁচমারি, খাজুরাহো, ভূপাল, ইন্দোর, কানহা, বান্ধবগড়, মান্ডু, শিবপুরী, গোয়ালিয়র, হোটেল বুকিং— সোনালী ট্যুর অ্যান্ড ট্র্যাভেলস 2262-2820/98308-50105/98310-37788.

হিমাচল প্রদেশের হোটেল

সিমলা, মানালি, ডালহৌসি, খাজিয়ার, চাম্বা, কল্পা, সাংলা, ছিটকুল, সারাহান, রামপুর, হোটেল বুকিং— সোনালি ট্যুর অ্যান্ড ট্র্যাভেল 2262-1849/99033-11361/98308-50105.

Welcome Puja Package

কাশ্মীর- বৈষ্ণোদেবী/অমৃতসর, কেরালা-কন্যাকুমারী, লে-লাদাখ, রাজস্থান, সিকিম সিল্করুট, দার্জিলিং, ডুয়ার্স ও সিকিম। বিশেষ ভ্রমণ: সুন্দরবন, আন্দামান এবং ভিতরকণিকা। 111, S. G. Dutta Road, Birati, Kol-51. 91437-95260, 93332-10664, 97482-97852.

HOTEL ZODIAC, DARJEELING

5, minutes walking distance from Mall, TV, Gyser, Telephone, Carpet, Restaurant. Kolkata Booking: 2262-2820/1849, 98308-52068.

হোটেল রিসর্ট

রাজস্থানের হোটেল

জয়পুর, যোধপুর, আজমির, জয়সলমির, মাউন্ট আবু, বিকানির, উদয়পুর, হোটেল বুকিং— সোনালী ট্যুর অ্যান্ড ট্র্যাভেলস 2262-1849/98308-52068.

পশ্চিমবঙ্গের হোটেল

দার্জিলিং, কালিম্পং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, কোলাখাম, চারখোল, পেডং, লাটাগুড়ি, কোচবিহার, জলদাপাড়া, সামসিং, দিঘা, মন্দারমণি, শঙ্করপুর, তাজপুর, বকখালি, হোটেল বুকিং— সোনালী ট্যুর অ্যান্ড ট্র্যাভেলস 2262-1849/98308-52068/99033-11361.

সিকিমের হোটেল

গ্যাংটক, পেলিং, রাবংলা, রিনচেনপং, ইয়ুমথাং, আরিতার, উত্তরে, কালুক, লিংতাম, ইয়াকসাম, হোটেল বুকিং— সোনালী ট্যুর অ্যান্ড ট্র্যাভেলস 2262-2820/99033-11361.

Deep Resorts

পুরীর সমুদ্রসৈকতে আপনার নিজস্ব ঠিকানা: এ সি ডিলাক্স সি-ফেসিং ঘর, রেস্টুরেন্ট, তৎসহ গোপালপুর হোটেল বুকিং: 2262-2820/1849, 98308-52068, 99033-11361.

দেবভূমি-র নিজস্ব হোটেল

সারাহান: হোটেল সাগরিকা, কেলং: হোটেল ডেকিট, সাংলা: দেবী রিজেন্সি, হোটেল রবি, সিডার অ্যান্ড স্নো ভিউ, মেহাক রিসর্ট, কল্পা: হোটেল শিবালিক, হোটেল পার্বতী, মোনাল রেসিডেন্সি, চিনি বাংলো, হোটেল হোয়াইট নেস্ট, নিউ শিবালিক রিসর্ট, টাবো: হোটেল টাইগার ডেন, হোটেল সিদ্ধার্থ, কাজা: স্পিতি সরাই, ডেলেক হাউস। DEB BHUMI Tour & Travels, Head Off.: 28, B. B. Ganguly Street, Kolkata-12 (W.B.), 98743-73380, (033) 4066-0235, 099035-22455 Himachal: 098164-04793, 094183-42999.

আপনি কি কাশ্মীর যাচ্ছেন?

বাঙালি পরিচালিত নিজস্ব হোটেল জম্মু-গ্রেস, কাটরা-কাশী বিশ্বনাথ, হলিসাইন, ওম শ্রী, শ্রীনগর-হোটেল শারজা, ডিপ্লোম্যাট, চিনার, পহেলগাঁও-লিডার প্যালেস, হিমল। নিজস্ব জম্মু-জম্মু প্যাকেজ 5,500/-, 9,500/- (9N/10D) 98303-84279, 93397-30148.

কাশ্মীরের শ্রীনগরে ডালগেটে

অভিজাত নিজস্ব বাঙালি 'হোটেল কাশ্মীর' ও 'হোটেল রয়াল ইন'-এর 62 ঘরের এবং পহেলগাঁও, জম্মু, কাটরা, ইয়ুসমার্গ, অমরনাথ, লে সহ সর্বভারতীয় প্যাকেজ/ হোটেল/ গাড়ি বুকিং-তিরুপতি স্পেশাল, ১বি গোকুল বড়াল স্ট্রিট, কল-১২, ওয়েলিংটন। 2236-0675/094691-13847.

HIMACHAL PRADESH HELPLINE TOURISM

নিজস্ব হোটেল-সিমলা, সারাহান, সাংলা, কল্পা, মানালি, কুলু, মান্ডি, কারসোগ, কাংড়া, ধরমশালা, ডালহৌসি, অমৃতসর, কাটরা, শ্রীনগর, পহেলগাঁওতে। নিজস্ব গাড়ি- Tata Sumo, Qualis, Tavera, Scorpio, Inova, Indica, Alto, Tempo Trax, Tempo Traveller. H. O-10, The Mall, Shimla, Ph: (0177) 2802676, (M): 098160-26770, 098169-67213. Kol Off: 6, C. R. Ave, Emall, 1st Floor, Room No. 104, Kol-72. (033) 6459-7052, 97487-56954/98306-26770.

হোটেল রিসর্ট

Season 4

God's own country Kerala. Enjoy beaches, backwater, exotic wild life, lushgreen hills, variety of spices and Ayurvedic health holidays. Cont. Kerala Tourism Authorised Agent- Season 4. 98308-77017/90510-13413.

Season 4

ভূস্বর্গ কাশ্মীরে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। জম্মু-কাশ্মীর ট্যুরিজম অনুমোদিত বুকিং সংস্থা সঙ্গে বেসরকারি সেরা হোটেল, গাড়ি এবং হাউসবোট বুকিংয়ের ব্যবস্থা। Ph: 90510-13413, 90510-13713.

Season 4

অচেনা, অদেখা ভিন্ন স্বাদে হিমালয়। নামচি, হি-বার্মিওক, উত্তরে, বার্সে, আরিতার, সিলারিগাঁও, পেডং, বার্মেক, রিশিখোলা, চারখোল, জুলুক, নাথাং, লুংথাং, বাগোরা, গুরাশ-এ হোটেল ও গাড়ির ব্যবস্থা। Ph: 98308-77017/90510-13413.

Season 4

রাজস্থান সরকার অনুমোদিত ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে আপনার পছন্দের দিন, আপনার বাজেটে ঘুরে আসুন জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর, জয়সলমির, মাউন্ট আবু, বিকানির, রণথম্ভোর, ভরতপুর, চিতোরগড়, আজমির, পুস্কর, সরিস্কা। Ph: 98308-77017/90510-13413.

Season 4

আপনার বাজেটে, আপনার পছন্দের দিন ঘুরে আসুন পুরী, আন্দামান, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, সিকিম, গুজরাট সহ ভারতবর্ষের যে-কোনও স্থানে পছন্দের হোটেল এবং সপ্তাহান্তের ছুটিতে 'ধুতুরদহ'র জন্য যোগাযোগ: Ph: 98308-77017/90510-13413.

হিন্দুস্থান গেস্টহাউস

দার্জিলিং ম্যালের কাছে হিন্দুস্থান গেস্টহাউস এবং ক্লাব স্ট্যান্ড থেকে ওঠার পথে রৌনক হোটেল। রিশপে Holly Hock. 700/- থেকে শুরু। কল বুকিং: New Club Destiny, 8 Lenin Sarani, Kol-13. 2228-3246, 98315-40968, 98044-00261.

JAY HO- (PURI)

পুরীতে Hotel Jay Ho, Sea Facing Room, AC কটেজ, AC কনফারেন্স রুম, Seaview Room, AC Suite Room, Lawn, গার্ডেন, সুইমিং পুল। যোগাযোগ: ব্যানার্জীদা 98310-39240, মানব 98043-29990, বেলুড় 94328-50338. explorerglobe@gmail.com

HOTEL PARK PLAZA

পুরীতে C. T. Road-এ সি-ফেসিং ঘর। যোগাযোগ: Daffodils Travels, 240/5, B. B. Ganguly Street, Kol-12 (Near Firingi Kali Bari). 98302-86353, 98300-41383.

ভ্রমণবার্তা

হোটেল রিসর্ট

Kumaon Tour 50% off

Visit Kumaon with us through Hotel Uttarakhand Kausani, www.uttarakhandkausani.com & milam inn Munsiyari, www.milaminnmunsiyari.com Pl. Cont.: 05962-258012, 09412-924222, 09608-82006.

অন্ধ্রপ্রদেশ ট্যুরিজম

বিশাখাপত্তনম, ঋষিকোণ্ডা, আরাকু-টাইডা, ডিণ্ডি, ভবানী আইল্যান্ড, বিজয়ওয়াড়া, সূর্যলঙ্কা বিচ, শ্রীশৈলম, নাগার্জুন সাগর সহ অন্যান্য স্থানে অন্ধ্রপ্রদেশ ট্যুরিজম হোটেল, প্যাকেজ বুকিং। Linkage-2265-7999, 2226-4601, 98301-52169.

Esturine ভিলেজ রিসর্ট, ভিতরকণিকা

জঙ্গলের বাফার এলাকায়, ব্রাহ্মণী নদীর তীরে আধুনিক সুবিধাযুক্ত ৫টি কটেজ ও ৭টি টেন্ট থাকার সুব্যবস্থা। গ্রুপ বুকিং ও ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ ছাড়। ২ থেকে ৪ দিনের প্যাকেজ অথবা রুম বুকিংয়ের যোগাযোগ: 91635-80464, 94393-65707. www.villageresort.in

গুজরাট Specialist

সোমনাথ, ভুজ, দ্বারকা, দিউ, আমেদাবাদ, পোরবন্দর, জামনগর, গির সহ সমগ্র গুজরাটের ন্যায্যমূল্যে হোটেলও গাড়ি বুকিং করা হয়। New Club Destiny-98744-22811, 2228-3246, 98315-40968.

Tea Tourism

নির্জন চা বাগানে, সাহেবি কায়দায় কাটিয়ে আসুন দুটো রাত। সঙ্গে অচেনা, অজানা পাহাড়, জঙ্গলের হাতছানি। Leisure N Pleasure, Ph: 98365-57890/ (033) 6500-8034. www.leisurenpleasure.in

কালুক-রিনচেনপং-পেলিং

বুকিংয়ের জন্য সরাসরি যোগাযোগ করুন। অচেনা হিমাচল 9th Oct, 2013. এছাড়া সারা ভারত হোটেল বুকিং ও প্যাকেজ ট্যুর ও গাড়ি। Leisure N Pleasure, Ph: 98365-57890/ (033) 6500-8034. www.leisurenpleasure.in

EASTERN TOURISM

হোটেল: রাজস্থান, হিমাচল, অন্ধ্রপ্রদেশ, শ্রীনগর, পহেলগাঁও, কাটরা, শিলং, কেরালা, কাজিরাঙা, কুমায়ুন, গ্যাংটক, পেলিং, দার্জিলিং, রিশপ, কালিম্পং, ডুয়ার্স, ভুটান, পুরী, দিঘা, মন্দারমণি। ওড়িশা ট্যুরিজমের অথোরাইজড এজেন্ট। 2419-1758/ 91431-50273. www.eastern tourism.net

All Women Package

শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য। মহিলা ব্যবস্থাপনায় চলুন দার্জিলিং, কোলাখাম, ডুয়ার্স- ৭ দিনের সম্পূর্ণ প্যাকেজ। যাওয়া 21 Oct 2013, Leisure N Pleasure, Ph: 98365-57890/ (033) 6500-8034. www.leisurenpleasure.in

এ্যালিফ্যান্টা রিসর্ট

গরুমারার জঙ্গলে চা-বাগানের পাশে জঙ্গল রিসর্ট। প্রতিটি কটেজই ডিলাক্স। জঙ্গলভ্রমণ ও গাড়ির ব্যবস্থা আছে। এছাড়া ডুয়ার্সের যে-কোনও জায়গায় হোটেল ও রিসর্ট বুকিং। যোগাযোগ: 84204-63611, 98744-39571.

হোটেল রিসর্ট

HOTEL MUKTANGAN চাঁদিপুর

চাঁদিপুরে সি-বিচের ওপর হোটেল মুক্তাঙ্গন। অ্যাটাচড বাথ, জেনারেটর, কালার টিভি, রেস্টুরেন্ট সহ। Non-AC ও AC Room. Dormitory-র ব্যবস্থা আছে। চাঁদিপুর: (06782) 270027, (M) 098617-81083. কলকাতা- (033) 6533-0194/95, 99034-30911.

Hotel Blue Sea (Puri)

Standard Double Bed @1,100/- @1,300/-. Standard Double Bed View Room @1,500/-. Special Discount for Group Booking 10% Service Charge applicable on Room Tariff. 90070-67441, (033) 3262-5588.

Hotel Chandan (Puri)

পুরী হোটেলের পিছনে, হোটেল কামাখ্যার বিপরীতে হোটেল চন্দন। লাক্সারি রুম, AC, Non-AC, বাগান, রেস্টুরেন্ট সহ। রুম ভাড়া ৮০০/, ১,২০০/, ১,৮০০/। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন: ব্যানার্জীদা 98310-39240, মানব 98043-29990, বেলুড় 94328-50338. explorerglobe@gmail.com

Senior Citizen Special

নিঃসঙ্গ? একা? নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়ুন আমাদের সঙ্গে পাহাড়ে, জঙ্গলে 7 Dec, 2013, দার্জিলিং, কোলাখাম, ডুয়ার্স 7 দিনের প্যাকেজ শুধুমাত্র প্রবীণ নাগরিকদের জন্য। Leisure N Pleasure, Ph: 98365-57890/ (033) 6500-8034. www.leisurenpleasure.in

Shilavilla Resort Pvt Ltd

কলকাতা থেকে ১ ঘণ্টায় সবুজে ঘেরা মনোরম পরিবেশে বিলাসবহুল রিসর্টে ছোট্ট ছুটি কাটাতে সপরিবারে আসুন। সুবিধা-এ সি/নন-এ সি, সুইমিং পুল, ইন্ডোর গেম, গার্ডেন। কনফারেন্স রুম ও Fishing-এর সুবিধা। www.shilavilla resort.com, 98301-63896/98362-29187.

The Nature Lovers Club & Holidays

পুজোয় চলুন গরুমারা, ঝালং, বিন্দু, সামসিং, সুনতালেখোলা জলদাপাড়া, বক্সা, জয়ন্তী, রাজাভাতখাওয়া, পেলিং, রাবংলা, বোরোং, ফালুক, দার্জিলিং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, শঙ্করপুর, দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর, ভাইজ্যাক, আরাকু, সিমলা, মানালি, পালানপুর, ডালহৌসি, দিল্লি, আগ্রা, জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর, জয়সলমির, মাউন্দ আবু, পোর্টব্লেয়ার, হ্যাভলক, গোয়া, কাটরা, শ্রীনগর, পহেলগাঁও, পাটনিটপ। এছাড়া আরও অনেক জায়গা। যোগাযোগ: 66, S. P. Mukherjee Road, Kolkata-700 026, Near Bhavanipur Police Station. Tel: 98301-23600, 99030-15114, 033-6522-2405.

BUXA INN

জঙ্গল ও পাহাড়ের কোলে কোর এরিয়ার মাঝে জঙ্গলকে উপভোগ করতে হোটেল বক্সা ইন (খাওয়া-থাকার সুব্যবস্থা আছে)। Contact: Ratul Majumder, +919434229040/ +919775946511. Website: www.buxainn.com email id: ratulapd@gmail.com

A.P. Beach Guest House (Marina Beach)

ভাইজ্যাগে কৈলাসগিরি বিচের ওপর অত্যাধুনিক সজ্জায় সজ্জিত। 10টি দ্বিশয্যাবিশিষ্ট রুম। Non-A.C 1,300/-, 1,400/-, A.C 1,500/-, 1,600/-, A.C রেস্টুরেন্ট। আরাকু, ঋষিকোণ্ডা বিচ সহ ভাইজ্যাগের অন্যান্য জায়গায় ঘোরার ব্যবস্থা করা হয়। চৌধুরী ট্র্যাভেলস 93397-30148.

হোটেল রিসর্ট

THE TUSKER DEN

বর্ষায় ও পুজোর ছুটিতে গরুমারাতে আমাদের নিজস্ব রিসর্টে থেকে ঘুরে আসুন সামসিং, সুনতালেখোল, ঝালং, বিন্দু, চাপড়ামাড়ি, জলদাপাড়া, জয়ন্তী, রাজাভাতখাওয়া, বক্সা, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ। এছাড়া আরও অন্যান্য জায়গার হোটেল বুকিং করা হয়। 66, S. P. Mukherjee Road, Kolkata-700 026, Near Bhavanipur Police Station. Tel: 033-6522-2405, 98301-23600, 99030-15114. www.thetuskerden.com

বশিষ্ঠ ট্র্যাভেলস (হরিদ্বার)

হরিদ্বারে বাঙালি প্রতিষ্ঠান। এখানে তাপস সরকারের পরিচালনায় বিভিন্ন বাজেটের হোটেল ও ধর্মশালা বুকিং পাবেন। গাড়োয়ালের বিভিন্ন স্থানে যেতে ছোট-বড় সবরকমের গাড়ির বন্দোবস্ত আছে। 096392-45542 (হরিদ্বার), 9903525040/9830308705, 033-2212-9788.

ভিক্টোরিয়া প্যালেস (ডাললেক, শ্রীনগর)

ডাল লেকের কাছে কাশ্মীরি ঘরানার বাগানসমেত ১৫ রুমবিশিষ্ট বাঙালি পরিচালিত হোটেল। রুমে টি ভি, গিজার কার্পেট সঙ্গে বাঙালি খাবার। কাশ্মীরের অন্যান্য স্থানে হোটেল ও গাড়ি বুকিং। 98311-25446, 98303-08705. বিশদ জানতে www.kashmirspecial.com

হোটেল কবীর (ডাললেক, শ্রীনগর)

কাশ্মীরের ডাল লেকের সন্নিকটে ৪৫ রুমের হোটেল। বাঙালি পরিচালিত বাঙালি খাবার। গুলমার্গ, শোনমার্গ যেতে হোটেল ম্যানেজার সাব্বির ন্যায্য মূল্যে সবরকম ব্যবস্থা করে দেন। বিমানে যাতায়াতকারীদের আনার ব্যবস্থা আছে। 98311-25446, 98303-08705. www.kashmirspecial.com

Kolkata Guest House (ভাইজ্যাগ)

ভাইজ্যাগের রামকৃষ্ণ বিচের থেকে হাঁটাপথে মাত্র ১ মিনিটের পথ। হোটেলে খাওয়াদাওয়াতে পুরোপুরি বাঙালিয়ানা। রুমভাড়া ৭০০-১,০০০ টাকা। আরাকু, ঋষিকোন্ডা বিচ সহ ভাইজ্যাগের অন্যান্য জায়গায় ঘোরার জন্য আপনি গাড়িও পাবেন এখানে। 98311-25446, 98303-08705।

My Delight Trip .com

Gantok Site Seeing, Chardham at Namchi 3N/4D 2,500/- Special Offer food + LOdge 450/- on 3 sharing, anyday upto 1st Oct, 2013. এছাড়া 19 July-10 Oct, 2013 যে-কোনও দিন। Cont.: (033) 6541-1612/85999-99083.

My Delight Trip .com

পুরী স্টেশন-পুরী স্টেশন ২,৫০০/- (৪ দিন) ২,৮০০/- (৫ দিন)৩,১০০ (৬ দিন) রম্ভা-পুরী ৪,০০০ (৪ দিন)। এছাড়া 19 July-10 Oct, 2013 যে-কোনও দিন। Cont.: (033) 6541-1612/85999-99083.

My Delight Trip .com

Hotel Tourist HOme-DBR NAC 350/- AC 700/- Delight Inn (13 DBR NAC) 25,000/- for 10 days. এছাড়া 19 July-10 Oct, 2013 যে-কোনও দিন। Cont.: (033) 6541-1612/85999-99083.

ভ্রমণবার্তা

হোটেল রিসর্ট

T. T. M. I. GROUP OF HOTELS

• পুরীর স্বর্গদ্বারে সর্বশ্রেষ্ঠ— সিগাল AC, N-AC • গোপালপুর— সিপার্ল AC, N-AC (সমুদ্রে প্রায় ভাসমান) • মন্দারমণি— সানা বিচ রিসর্ট • RK/ ঋষিকোন্ডা— হোটেল সুপ্রিম, জাবেলি ও সাইপ্রিয়া বিচ ও আরাকু জগদ্দলপুর • Pvt. & Govt. Hotels— • Online Over 40,000 Hotels Worldwide বুকিং • সমগ্র ভারত, নেপাল, ভুটান— কোথায় থাকবেন, কী দেখবেন, কীভাবে যাবেন বিস্তারিত জানতে www.ttmi2.com • T.T.M.I. (পঃ বঃ ট্যুরিজম দ্বারা অনুমোদিত) 033-2284-5062, 2249-2716, 3295-3360, 93319-11437.

Club Destiny TOURS & TRAVELS

তমাল পোদ্দার পরিচালিত নিজস্ব হোটেল- কাশ্মীর-হাবিব গেস্টহাউস। পহেলগাঁও-সন্তুর প্যালেস রিশপ-ইকো রিসর্ট, কাশ্মীরে বিশেষ প্যাকেজ— জম্মু-জম্মু (৮ রাত্রি ৯ দিন) আহার সহ ৯,৫০০/-। আহারছাড়া ৭,০০০/- (ন্যূনতম ৭ জন)। 98313-60282, 91637-94490.

Citi Safari Tours Pvt. Ltd.

ফ্যামিলি প্যাকেজ ও হোটেল বুকিংয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। ডুয়ার্স, দার্জিলিং, গ্যাংটক, গোয়া, ভাইজ্যাক, কেরালা, হিমাচল, কাশ্মীর, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ ও নর্থ ইস্ট। আন্দামান (authorised Agent Maccruise). 2460-6101, (M): 90381-11199. www.citysafari.com

গ্রিন ভ্যালি

কৈলাশ মানস গাড়িতে ১৩ দিন কাঠমান্ডু থেকে @99,999/- পুজোয় সান্দাকফু ট্রেকিং, 'D'zongri Trakking' যাত্রা ও আন্দামান। 94330-95271, 98369-54365. gvttkk@yahoo.co.in

কালীধাম গেস্টহাউস

পুরীর সমুদ্রের সন্নিকটে নিজস্ব গেস্টহাউস— অ্যাটাচড বাথ, কিচেন, TV, জেনারেটর, অ্যাকোয়াগার্ড সহ। ট্র্যাভেল এজেন্ট স্বাগত। রাজীব দত্ত: 2236-6478/92306-20199. 99 B, B.B.Ganguly Street, Kolkata-12.

DuSk

গুজরাট— কচ্ছের রান, নলসরোবর, ভেলাভেদার, দ্বারকা, সোমনাথ, গির, জুনাগড়, সাপুতারা, ডান্ডি, ভাদোদরা, সবরমতী, মাধেরা, অম্বাজী, আমেদাবাদ, অক্ষরধাম, দিউ। M: 94328-84563/ 99033-31073. E:info.wilddusk @gmail.com

Naik Palace

পুরীর সমুদ্র থেকে সামান্য দূরত্বে, মার্বেলে মোড়া, বাঙালি খাবার, সঙ্গে কর্মীদের আতিথেয়তা। ডবল বেড 800/- – 1,200/-. A C 1,500/-, Colour TV, Balcony. ব্যানার্জিদা: 98310-39240, মানব: 98043-29990, বেলুড় 94328-50338. explorerglobe@gmail.com

ডুয়ার্সের রানি 'জয়ন্তী' নদী ও পাহাড়ের কোলে

ROVERS' INN JAYANTI

Call: 94340-14233, 94347-54349, 97349-03177, 97341-72815, 035642-03163. Mail: Parthasr69 @gmail.com, WEB: roversinnjayanti.com

হোটেল রিসর্ট

CLASSIC TOURISM

Xclusive Andaman Tour. পর্যটকের পরিকল্পনা অনুযায়ী স্কুল/কলেজ/ব্যাঙ্ক/কোম্পানি/রিক্রিয়েশন ক্লাবের ভ্রমণ-সূচির আয়োজন। সারা ভারতে হোটেল ও গাড়ির বৃহৎ নেটওয়ার্ক। 60, লেনিন সরণি, কল-13. Ph: 2227-1850, 94331-86406, 98306-12127.

মহামায়া ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলস

পুরীতে হোটেল পুষ্পশ্রী— A.C, Non A.C, কিচেন, টি ভি, জেনারেটর সহ। এছাড়া দার্জিলিং/গ্যাংটক/দিঘা ও সারা ভারতে হোটেল বুকিং: 98319-05664.

Roman HOLIDAY

কাশ্মীর, সিমলা, মানালি, সাংলা, কল্পা, ডালহৌসি, দিল্লি, আগ্রা, হরিদ্বার, মুসৌরি, ভাইজ্যাগ, হায়দ্রাবাদ, মুম্বই, গোয়া, এছাড়াও সমগ্র রাজস্থান, কেরল, কর্নাটক, মধ্যপ্রদেশ, হোটেল ও গাড়ি বুকিং। 8, Lenin Sarani, Kol-13. Ph: 033-2228-5734, 90072-22621, 90072-22618.

Roman HOLIDAY

দার্জিলিং, কালিম্পং, মিরিক, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, দিঘা, মন্দারমণি, বকখালি, ডুয়ার্স, পুরী, গোপালপুর, গ্যাংটক, পেলিং, রাবংলা, রিনচেনপং, গৌহাটি, শিলং, কাজিরাঙা। 8, Lenin Sarani, Kol-13. যোগাযোগ: 033-2228-5734, 90072-22621, 90072-22618.

রাজস্থান, ইউ পি ও কুমায়ুন

LINKAGE দিল্লি, আগ্রা, জয়পুর, পুষ্কর, উদয়পুর, মাউন্ট আবু, যোধপুর, জয়সলমির, বিকানির— রাজস্থান ট্যুরিজম ও অন্যান্য হোটেল। নৈনিতাল, কৌশানি, চৌকরি, মুন্সিয়ারি সহ কুমায়ুনের সর্বত্র হোটেল। 2227-6685, 98301-52169.

Daffodils Travels

পুরী, দিঘা, মন্দারমণি, গোপালপুর, সিমলা, মানালি, তাজপুর, ভাইজ্যাগ, দার্জিলিং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, গ্যাংটক, পেলিং, রাজস্থান ও গোয়াতে নিজস্ব হোটেল/গাড়ি বুকিং: 240/5, B. B. Ganguly Street, Kol-12. 98302-86353, 98300-41383.

হোটেল রিসর্ট

NORTH EAST TRAVELS

পুজোয় হোটেল বুকিং: দার্জিলিং, কার্শিয়াং, বড়মাঙ্গুয়া, ছোটমাঙ্গুয়া, চটকপুর, সেলিম হিল চা বাংলো, রিশপ, লাভা, লোলেগাঁও, চারখোল, কোলাখাম, জলদাপাড়া, গরুমারা, ঝালং, বিন্দু, সুনতালেখোলা, ঝান্ডিদাঁড়া, সিকিম, ওখরে, কালুক, হিবার্মিওক, উত্তরে, পেলিং, ইয়াকসাম, নামচি, বোরং এবং শিলং, চেরাপুঞ্জি ও মাওলিনং গাড়ি ও হোটেল বুকিং। কানহা, বান্ধবগড়, খাজুরাহোতে গাড়ি, হোটেল, জঙ্গল সাফারি। ওড়িশার ডারিংবাড়ি ও ভিতরকণিকা প্যাকেজ। পুজোয় নর্থ সিকিম, সিঙ্করুট, পশ্চিম সিকিম প্যাকেজ। ১১ই, ডোভার লেন, কলকাতা-২৯, 94745-94446. 89722-47306.

SBM Tours & Travels

Hotel/ Holiday home and Passport consultancy. 6, Brabourne Road, (Basement Flr.), Kol-1. Hotel: 98311-02517. Passport: 98746-02688.

Das Tour – বাঘাযতীন

এবার পুজোয় পুরী 15, 19, 23/10, 20, 25/12 (৬ দিন)। ভাইজ্যাক আরাকু হায়দ্রাবাদ 19/10, 1/11, 20, 30/12 (১২ দিন) রাজভুমি রাজস্থান 10/1, 22/1/2014 (১৬ দিন)। এছাড়া হিমাচল, কাশ্মীর, রাজস্থান, গুজরাট সহ সারা ভারতের হোটেল বুকিং। J/32, Baghajatin, Kol-32. 90881-25952, 98365-33503.

বিদেশ ট্যুর

Citi Safari Tours Pvt. Ltd.

Hotel Booking at Thailand, Singapore, Malayasia, Europe, Africa, Srilanka, Nepal, Bali-Indonesia. 167-N, R. B. Ave. Gariahat Jn. Kol-19, 2460-6101, (M): 90381-11199. citisafari.ho@ gmail.com www.citysafari.com

Citi Safari Tours Pvt. Ltd.

International>Eurail Tickets & Passes, & International:- Hotel Booking, Adventure & Wildlife Safari, Cruise & Tailor made packages. 167-N, R. B. Ave. Gariahat Jn. Kol-19, 2460-6101, (M): 90381-11199. citisafari.ho@ gmail.com

Sylvan Tours & Travels

সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়া @Rs. 35,500/- 6 দিন 14/10, ব্যাংকক-পাট্টায়া-ফুকেট @ Rs. 30,990/- 7 দিন 9/10, শ্রীলঙ্কা @ Rs. 32,990/- 8 দিন 10/10. Air fare ও Visa আলাদা। পাসপোর্ট সহ ফোন করুন : 98301-56212/ 94334-09706. www.sylvantravels.com

For Advertisements in Bhraman

Advertisement materials for Bhraman may please be mailed only to:

swarnakshar.prakasani@gmail.com

Or, send to our office

Please do not send materials to any personal e-mail address

For Further enquiry:

B. P. Sarkar: 98300 09633 **Arnab Dasgupta**: 98306 00733

Editor: 98302 15891, 2283 2320

সর্বনাশের পর

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া উত্তরাখণ্ডের প্রলয়কাণ্ডের পর 'ভ্রমণ'-এর কাছে আমার মতামত প্রকাশ না করে পারলাম না।

টেলিভিশনের পর্দায়, খবরের কাগজে এই প্রলয়কাণ্ড অনবরত দেখছি। প্রতিনিয়ত খবর পাচ্ছি মৃতের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। কখনওবা উদ্ধারকার্যে এগিয়ে আসা মানুষই প্রাণ হারাচ্ছেন।

চোরাবালিতাল থেকে উপচে পড়া জলে ভেসে যাচ্ছে গ্রাম, বাড়িঘর, দোকানপাট, হোটেল-রেস্তোরাঁ। আধুনিক প্রযুক্তির দ্বারা নির্মিত আধুনিক সভ্যতার বেশিরভাগ নিদর্শনই জলে ভেসে গিয়েছে। রাস্তাঘাট বন্ধ, নেই মোবাইল পরিষেবা। বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগের সমস্ত উপায় বন্ধ আটকে পড়া কয়েকহাজার যাত্রীর। তার মধ্যে চলছে অসাধু লোকেদের লুঠতরাজ, কখনওবা তারা সাধুবেশে অসাধুতার পরিচয় দিচ্ছেন। এমতাবস্থায় বারবার মনে পড়ছে শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'কেদারনাথ সেকাল ও একাল' ভ্রমণকাহিনীটির কথা। সেকালের কেদারনাথ আজ ইউটোপিয়ামাত্র। তিনবছর আগে কেদার-বদ্রী ভ্রমণে গিয়েছিলাম আর অবাক হয়ে ভেবেছিলাম কীভাবে গাছ কেটে, পাহাড় ফাটিয়ে রাস্তা বানানো হচ্ছে। টানেল বানিয়ে দূরত্ব কমানো হচ্ছে। নদীর জলে বাঁধ দিয়ে নদীর গতিপথকে রুদ্ধ করা হচ্ছে। ভেবেছিলাম, এই উন্নয়নের ফল কী? সত্যিই কি এইভাবে প্রকৃতিকে হাতের মুঠোয় আনা সম্ভব, নাকি আমরা নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনছি?

কেদারখণ্ড ভারতের সুপ্রাচীন তীর্থভূমি। এই পথ ধরেই পঞ্চপাণ্ডব আর দ্রৌপদী মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেছিলেন। তার অনেক পরে কিছুদিন আগে পর্যন্ত হৃষীকেশ থেকে কেদার-বদ্রী-গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী পর্যন্ত হাঁটাপথই ছিল। তীর্থযাত্রাই হোক কিংবা হিমালয়কে চেনা— এই হাঁটাপথেই তার যথার্থতা ছিল। এখন মানুষ দুর্গমকে জয় করেছে, বাসে করে গৌরীকুণ্ড পর্যন্ত চলে যাওয়া যায় অনায়াসে। আর এইসবের জন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছে আজ উত্তরাখণ্ডে মৃত অগণিত মানুষকে। দিতে হচ্ছে স্থানীয় মানুষকে, যাদের গ্রাম ভেসে গিয়েছে, যাদের মাথার ওপরের ছাদ হারিয়ে গিয়েছে।

পর্যটনের উন্নতি, বিজ্ঞানের অগ্রগতি, নিজের স্বার্থে আমরা কি ওই নিরীহ স্থানীয় মানুষগুলোকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছি না? তাদের জীবন কাটবে আতঙ্কে, আশঙ্কায়, অনিশ্চয়তায়। আমরা কি তার দায় এড়াতে পারব? কেদার-বদ্রী-গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীর মতো সুপ্রাচীন রাস্তায়, হিমালয়ের গহন অঞ্চলেও আমাদের এখন উন্নত হোটেল, উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা, উন্নত মোবাইল পরিষেবা খোঁজ করি। এর জন্য যদি হিমালয়ের সৌন্দর্যে, হিমালয়বাসীদের জীবনে সুরক্ষার ঘাটতি পড়ে তাতে কীই বা এসে গেল! হিমালয় তো পর্যটকদের ব্যবহৃত আস্তাকুঁড় মাত্র। রাস্তার ধারে, নদীর ধারে

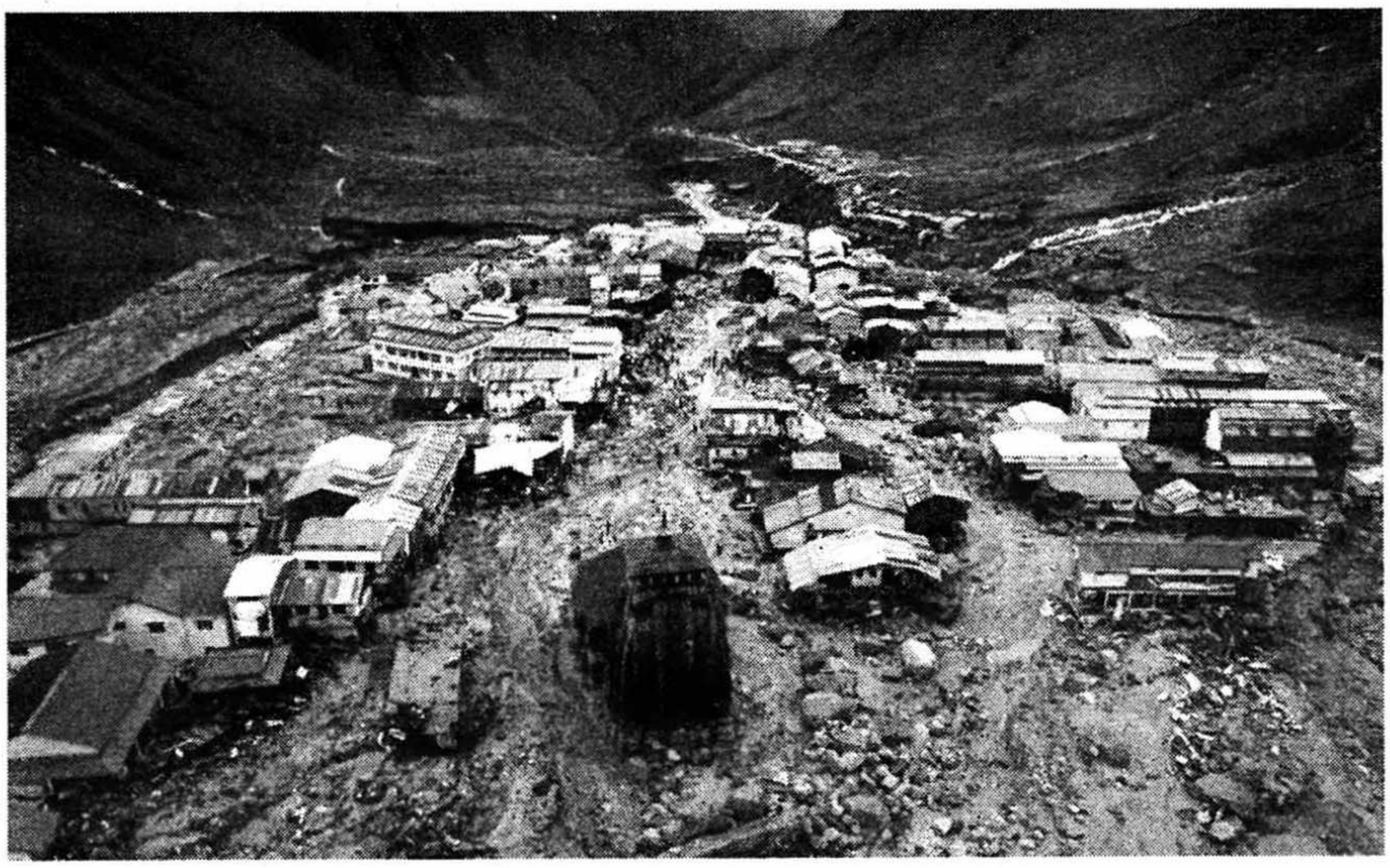

ছবি: পি টি আই

তাইতো এত জঞ্জাল, তীর্থযাত্রীদের ফেলে যাওয়া খাবারের প্যাকেট, জলের বোতল।

সরকারের প্রচেষ্টা আর দেশের জওয়ানদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বেঁচে ফিরেছেন প্রায় এক লক্ষ প্রাণ। কিন্তু সমস্যার মূলটা এতটাই গভীরে যে তার উৎপাটন করতে প্রয়োজন প্রতিটি পর্যটক, প্রতিটি নাগরিকের সহযোগিতা এবং অবশ্যই নীতি-প্রণেতাদের সক্রিয়তা। আশা করি, আর আমরা প্রকৃতিকে নিয়ে ছেলেখেলা করব না। দেখা যাক, আমাদের প্রত্যেকের সহযোগিতায় পুরনো হিমালয়কে আবার ফিরে পাওয়া যায় কিনা। অবশ্য এখনও জানি না, সর্বগ্রাসী লোভ সর্বনাশের শেষটুকু না দেখে ছাড়বে কিনা।

অরিতি নাথ
১৬৮/সি, তালবাগান মেইন রোড
পোঃ নোনাচন্দনপুকুর, বারাকপুর
উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০ ১২২

বেড়িয়ে এসে

পুরী

১৯৫০ সালের জুন মাসে প্রথম এসেছিলাম শ্রীক্ষেত্র পুরীতে। সে আজ ৬৩ বছর আগের কথা। আমার বয়স তখন পনেরো, দশম শ্রেণীর ছাত্র। স্কুলের বহির্ভ্রমণে ভুবনেশ্বর ও পুরীতে আসা। স্টেশন থেকে সম্ভবত রিকশায় এসেছিলাম। তখন রিকশা ছাড়া অন্য যানবাহন ছিল না। স্বর্গদ্বার রোডে এসে হঠাৎ সমুদ্রদর্শন, দূর থেকে যার গর্জন কানে আসছিল। জীবনে প্রথম সমুদ্র দেখার সেই বিস্ময়, আনন্দ ও মুগ্ধতা আজ এই আটাত্তরে পৌঁছেও এতটুকু ম্লান হয়নি।

সেদিনের পুরী আর আজকের পুরীতে অনেক তফাত। শেষ এসেছি ২০১১-র নভেম্বরে। প্রথম ও শেষ আসার মাঝের দিনগুলোতে অনেক অনেকবার পুরীতে এসেছি। দেখেছি সৈকত-শহর হিসেবে পুরীর ক্রমাগত পরিবর্তন।

দ্বিতীয় বার পুরী এলাম ১৯৫৪ সালে বাবা, মা ও ভাইবোনদের সঙ্গে। প্রথম বার উঠেছিলাম স্বর্গদ্বারে রামকৃষ্ণপুরের প্রখ্যাত বসু পরিবারের বাড়িতে। এবারে প্রথম দুদিন ছিলাম মন্দিরের কাছের এক ধর্মশালার তিনতলার সুন্দর ঘরে। তার মালিককে একটি চিঠি দিয়েছিলেন আমার এক কাকা, সেইজন্যই এত খাতির। পরের পাঁচদিন স্বর্গদ্বারে সমুদ্রসৈকতে বসন্ত নিবাস নামের এক বাড়িতে ঘরভাড়া নিয়েছিলাম। বাবার এক পরিচিত জন বাড়িটি ভাড়া দিতেন। সেই সময় স্বর্গদ্বারে পুরী হোটেল (পুরনো দোতলা বাড়ি), ছোট্ট ভিক্টোরিয়া ক্লাব হোটেল ও সি ভিউ— এই তিনটি মাত্র হোটেল ছিল। আর স্টেশনের ওপাশে ছিল বিখ্যাত বি এন আর হোটেল (এখন সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে হোটেল)। স্বর্গদ্বার থেকে মন্দিরগামী রাস্তাটিতে ছিল কিছু দোকানপাট। তখনও রিকশাই একমাত্র যানবাহন ছিল।

তৃতীয় বার সস্ত্রীক পুরী এলাম ষোলো বছর পরে ১৯৭০ সালে। এবার দেখলাম হোটেলের সংখ্যা সামান্য বেড়েছে, বেড়েছে দোকানপাট, গড়ে উঠেছে বিভিন্ন হলিডে হোম। আমরা উঠেছিলাম স্বর্গদ্বারে 'রেণুকা ভবন' নামে এক হোটেলে। পরবর্তীকালে তার দর্শন পাইনি। ১৯৭০-এ দেখলাম কোনারক, ভুবনেশ্বর ইত্যাদি স্থানে যাওয়ার জন্য কন্ডাক্টেড ট্যুরের ব্যবস্থা হয়েছে। মেরিন ড্রাইভ তখনও তৈরি হয়নি, তবে দু-চারটে দোকান বা বসতি ওইদিকেই গড়ে উঠতে শুরু করেছে। গৌরবাটশাহির দিকেও শহর বাড়ছে। পরিবর্তনের লক্ষণ তখন নজরে পড়ছে।

এরপর পুরী আসার সৌভাগ্য হল ১৯৭৬-এ এবং তারপর ১৯৮৪-তে। ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে অনেক হলিডে হোম, বাড়ি এবং হোটেলের সংখ্যাও

Mandu

Legends of Love in the City of Joy

Mandu is a celebration in stone, of life and joy. A tribute to the love shared between the poet-prince Baz Bahadur and his beautiful consort, Rani Roopmati. The balladeers of Malwa still sing of their euphoric romance.

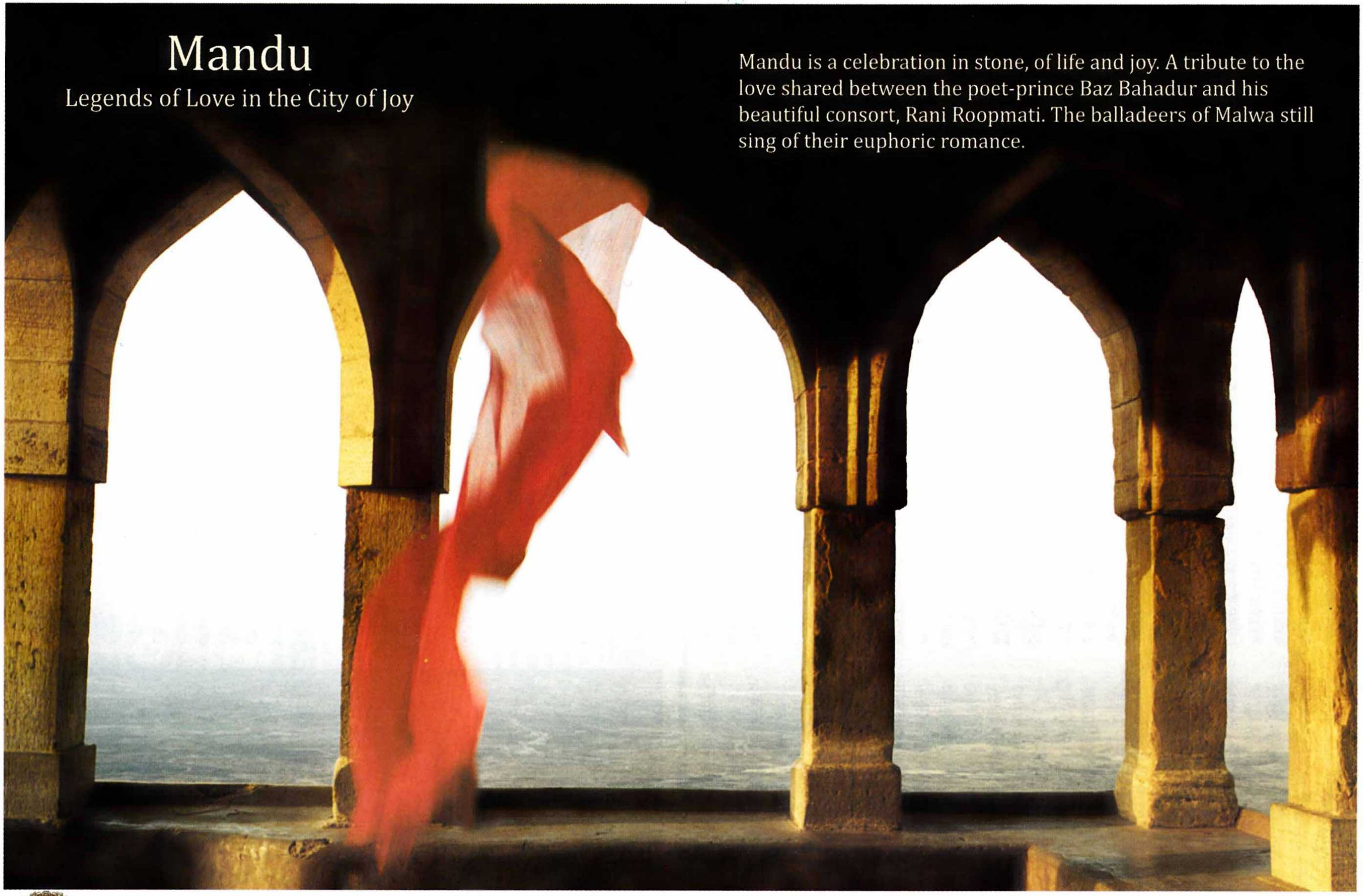

The heart of Incredible India

MADHYA PRADESH TOURISM 'Chitrakoot', Room No. 67, 6th Floor, 230A, A.J.C. Bose Road, Kolkata - 700 020

Tel - (033) 22833526, 32979000, 22875855, e-mail - kolkata@mptourism.com Tourist Helpline Toll Free No. 1800-233-7777 (8 a.m.t o 8 p.m. on working days)

ভ্রমণ

চিঠিপত্র এবার ই-মেলেও

আপনার মতামত এবার জানাতে পারেন ই-মেলের মাধ্যমেও। ঠিকানা: bhraman@swarnakshar.in
যদি আপনি বাংলা ইউনিকোড (unicode) ফন্ট-এ লেখেন, তাহলে সেটিকে সরাসরি ওয়ার্ড ডকুমেন্ট হিসেবেই পাঠাবেন। অন্যথায় .pdf বা প্রিন্ট করার পর স্ক্যান করে .jpg ফাইল হিসেবে পাঠাতে হবে।
—সম্পাদকীয় বিভাগ, ভ্রমণ

বেড়েছে। মেরিন ড্রাইভ রোড তৈরি হয়ে গিয়েছে স্বর্গদ্বার থেকে, পরিকল্পনা ছিল এই রাজপথটি যাবে চিলকা পর্যন্ত। ওই অঞ্চলে গড়ে উঠেছে জনবসতি। চক্রতীর্থের দিকে এবং স্টেশন থেকে ওইদিকে যাওয়ার পথেও বাড়ছে জনবসতি এবং হোটেলের সংখ্যাও।

স্বর্গদ্বারেও এখন পুরী হোটেলের পর থেকে শ্মশান পর্যন্ত গড়ে উঠেছে বহু হোটেল; গৌরবাটসাহি ও শহরের ভেতরেও এবং মেরিন ড্রাইভে এখন হোটেলের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

পুরী হোটেলের নতুন বাড়িটি সুউচ্চ। দূর থেকেই চোখে পড়ে।

পুরীর মন্দির-সংলগ্ন অঞ্চল ও আশপাশে ছিল পুরনো বসতি। পুরী শহর ছিল এবং আছে ওই অঞ্চলে। সেখানে বাড়িঘরের সংখ্যা বিপুলভাবে না বাড়লেও দোকানের সংখ্যা বেড়েছে প্রচুর।

এরপর আরও বহুবার পুরী গিয়েছি। পুরী অনেকের মতো আমারও অত্যন্ত প্রিয় জায়গা। জগন্নাথদেব ও সমুদ্রদর্শন একমাত্র পুরীতেই হয়। এত দীর্ঘ সুন্দর সমুদ্রসৈকতও ভারতে কোথাও নেই। তবে ইদানীং স্বর্গদ্বার ও সন্নিহিত অঞ্চল বেশ ঘিঞ্জি হয়ে গিয়েছে। সবচেয়ে বিশ্রী লাগে সমুদ্রসৈকতের ওপরে ঝুপড়ি দোকানগুলো। এছাড়া শ্মশানটি এখন একেবারে জনবহুল অঞ্চলে, তাই এটিকে সরাতে পারলে ভালো হয়।

পুরী চিরনতুন, পুরী চির পুরাতন।

সুভাষ মিত্র
৬৩/৩, দেবেন্দ্র গাঙ্গুলি রোড
হাওড়া-৭১১ ১০৩

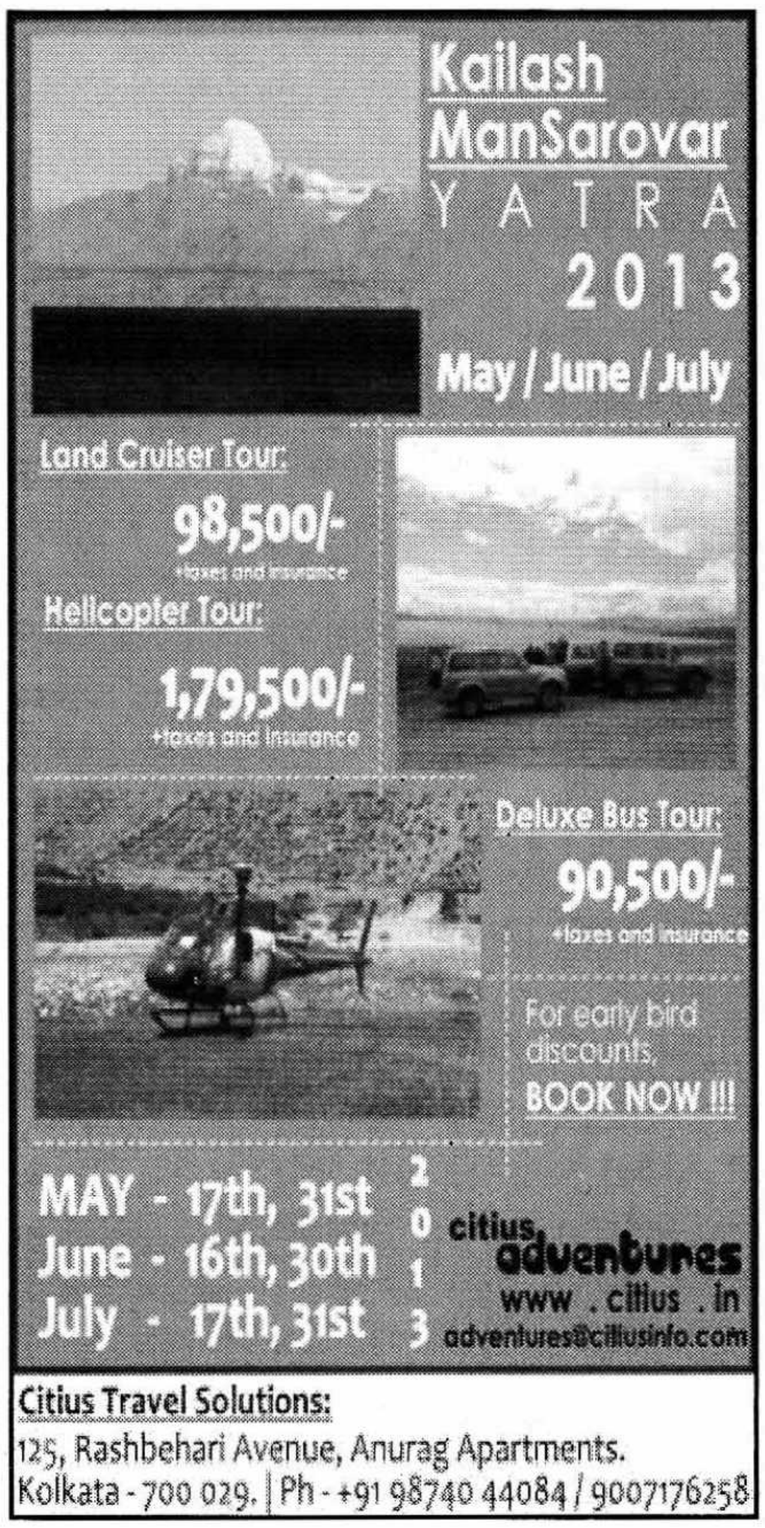

বেড়িয়ে এসে

মধ্যপ্রদেশ হয়ে গুজরাট

'পুজোর ভ্রমণ গাইড' পড়ে একযাত্রায় ৪ জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনের বাসনা নিয়ে পথে নামলাম। কলকাতা থেকে সকাল ৬টা ১৫ মিনিটের ফ্লাইটে দশটায় ইন্দোর। দেড়ঘণ্টায় উজ্জয়িনী। মালপত্র শিপ্রা রেসিডেন্সিতে রেখে মহাকালেশ্বর দর্শন। বিকেলে শিপ্রানদীর ঘাট, হরসিদ্ধি মাতা (একান্ন পীঠ, কনুই পড়েছিল) ভর্তৃহরি, চারধাম, সিদ্ধাট (বিক্রমাদিত্যের মরাঝোলা বট) দেখে হোটেল। দ্বিতীয় দিন ইন্দোরের খাজরানা গণেশ দেখে ওঙ্কারেশ্বর। ঝুলব্রিজ পেরিয়ে নর্মদার তীরে ওঁ পর্বত দর্শন। আর কিছু মন্দির দেখে নর্মদা হোটেলে থাকা, সেখান থেকে সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়। তৃতীয় দিন দেখলাম কালভৈরব, মাহেশ্বর, মামলেশ্বর শিব, গোবর গণেশ। দেখলাম মাহেশ্বরী শাড়ির কারখানা রানি অহল্যা বাঈয়ের দুর্গের সামনে। ওঁর নিজের গৃহমন্দিরে রুপোর তাট-এ শিবলিঙ্গ আছে। দুর্গ থেকে নর্মদার রূপ দেখার মতো। ইন্দোর এয়ারপোর্ট থেকে রাত নটার ফ্লাইটে আমেদাবাদ। সাড়ে দশটায় পৌঁছে শাহিবাগ প্যালেসে থাকলাম। কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট খেয়ে রাজকোট। জামনগর হয়ে আট ঘণ্টায় দ্বারকা। মন্দিরের পাশে দামজি হোটেল। মন্দিরের চূড়া জানলা দিয়ে দেখা যায়। কষ্টিপাথরের অপরূপ কানাইয়া, গোমতী নদী পা ধুয়ে দিচ্ছে। পঞ্চম দিনে ভেট দ্বারকা— আরবসাগরের বুকে বোটে যাওয়া রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। নাগেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ দেখে গোপিতালাও, সুদামাপুরী দেখে হোটেল। ষষ্ঠ দিন পোরবন্দর দেখে সোমনাথ। আরবসাগর পা ধুয়ে দিচ্ছে। সোমনাথের লাইট শো ভাষায় বর্ণনা সম্ভব নয়। আরবসাগরের সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। সাফারি হোটেল এখানকার সেরা হোটেল। সপ্তম দিন দিউ, দিউ ফোর্ট। পঞ্চশিব- লাগোয়া ব্রিজ, জলের মাঝে জেল, বোটে করে দেখতে যাওয়া— সব মিলিয়ে অপূর্ব। অষ্টম দিন সকাল সকাল বেরিয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ— হরিণ, সম্বর, ময়ূর ভর্তি। হরিণদের ডাকলে কাছে আসে, বনের মধ্যে ঊনাকেভ দেখে হট স্প্রিং। পাশেই তুলসীশ্যাম, সিঁড়ি উঠে গিয়েছে পাহাড়ের মাথায়— পরিবেশ-মাহাত্ম্যে অপূর্ব। গেস্টহাউস আছে। গির অরণ্যের মধ্যে সুখসাগরে থাকলাম। মাথাপিছু ১৪০ টাকা ভাড়ায় এ সি বাসে সিংহ দেখলাম। নবম দিন নলসরোবর, লেথাল দেখে আমেদাবাদে রাতে থাকলাম। সবরমতি আশ্রম পাশেই। গান্ধিজির মূর্তি যেন জীবন্ত। বই, চিঠি, ফটো, চড়কা দেখলাম। দশম দিন মধেরা সূর্যমন্দির, তালশু দেখে অক্ষরধাম মন্দির— কড়া নজরদারি, নদীর পাড় দেখে হোটেল। একাদশ দিনে দুপর তিনটের ফ্লাইটে কলকাতা। এই এগারোটা দিন স্বপ্নের মতো কেটেছে। 'পুজোর ভ্রমণ গাইড' হোটেল এবং দর্শনীয় স্থানের বর্ণনা পেতে সাহায্য করেছে। রোড ম্যাপ হাতে থাকায় সুবিধে হয়েছে, বৃদ্ধা মানুষ সহজে তীর্থ করতে পেরেছে। দীর্ঘজীবী হও 'ভ্রমণ'।

পূর্ণিমা সেন
২৪, নন্দলাল বোস রোড, বাগবাজার
কলকাতা-৭০০ ০০৩

বেড়িয়ে এসে

একযাত্রায় অসম মেঘালয় অরুণাচল

এবছর জানুয়ারির গোড়ায় স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে সরাইঘাট এক্সপ্রেসে চেপে ঘুরে এলাম কামাখ্যা, শিলং-চেরাপুঞ্জি, কাজিরাঙা, ভালুকপং ও বমডিলা। 'পুজোর ভ্রমণ গাইড' ২০১২ পড়ে তৈরি করেছি এই ভ্রমণসূচি। প্রথম দিন বিকেল ৩টে ৫০ মিনিটে ছেড়ে দ্বিতীয় দিন সকাল দশটায় গুয়াহাটি পৌঁছলাম। স্টেশনের কাছে পল্টনবাজার এলাকায় একটি হোটেলে উঠলাম। আমাদের কলকাতার থেকে কম ঠান্ডা অনুভব করলাম। ওইদিন একটি অটো ভাড়া করে মা কামাখ্যা দর্শন করলাম। পাহাড়ের ওপরে মায়ের মন্দিরের একটু আগে অটোয় পৌঁছনো গেল। লম্বা লাইন দিয়ে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে আলো-আঁধারি পরিবেশে মা কামাখ্যা দর্শনের অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম।

তৃতীয় দিন গুয়াহাটি পল্টনবাজার থেকে টাটা সুমো শেয়ারে ভাড়া করে ১০৩ কিলোমিটার দূরে চারঘণ্টার জার্নিতে শিলং পৌঁছলাম। ৪,৮৬২ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট শিলংকে বলা হয় খাসি পাহাড়ের রানি। সাহেবরা ভালোবেসে শিলংকে পূর্বের স্কটল্যান্ড বলতেন। শিলং আসতে উমিয়াম লেক পড়ে— যা স্থানীয় মানুষের কাছে বড়াপানি নামেই পরিচিত। এই বিশালকায় সরোবরের খ্যাতি তার প্রাকৃতিক শোভার জন্য। শিলংয়ের পুলিশবাজার এলাকায় একের পর এক হোটেল আছে, পর্যটন দপ্তরের কাউন্টার, বাসস্ট্যান্ড, ট্যাক্সিস্ট্যান্ড সবকিছুর সুবিধা আছে। শিলং শহরে পায়ে হেঁটে বেড়ানো এক আনন্দময় অভিজ্ঞতা। এখানে পদে পদে বৈচিত্র্য। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নানা ভাষাভাষী মানুষ।

চতুর্থ দিন প্রাইভেট গাড়িতে শিলং এবং চেরাপুঞ্জির দর্শনীয় স্থান দেখলাম। শিলংয়ে দেখার মধ্যে এলিফ্যান্ট ফলস, ফুলের বাগান লেডি হাইদারি পার্ক, ওয়ার্ডস লেক এবং শিলং পিক উল্লেখযোগ্য। গোটা শিলং জুড়ে রোদ ঝলমলে নীল আকাশ মনোমুগ্ধকর। এলিফ্যান্ট ফলসের অপরূপ সৌন্দর্য অপূর্ব। অবিভক্ত অসমের রাজ্যপালের স্ত্রীর নামে হায়দারি পার্ক রাখা হয়েছে। পার্কের ভেতর প্রবেশ করা মাত্র অজস্র বাহারি ফুলের শোভা খুবই সুন্দর।

এর ভেতরে রয়েছে মিনি চিড়িয়াখানা। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাসিন্দারা হল শজারু, পাম সিভেট ক্যাট, চমরী গাই, ভালুক, বিভিন্ন প্রকার পাখি এবং বিরল প্রজাতির ক্ষুদ্র লেজবিশিষ্ট বানর। রোদ ঝলমলে সুনীল আকাশ দেখতে শিলং পিকে (উচ্চতা ৬,৪৪৫ ফুট) পৌঁছলাম। যাওয়ার পথে খাসি পাহাড়ের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বেশ স্পষ্ট চোখে পড়বে। শিলং পিক থেকে চারপাশের দৃশ্য সত্যিই মনোমুগ্ধকর। শিলং পিকের ওপরেই রয়েছে বেশ কিছু দোকানপাট। শিলংয়ের দর্শনীয় স্থান দেখার পর আমরা চেরাপুঞ্জি পৌঁছলাম। উচ্চতা ৪,২৬৭ ফুট। শিলং থেকে চেরাপুঞ্জি যাওয়ার পুরো পথটাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা। চলার পথে চোখে পড়বে ছোট-বড় উপজাতীয় গ্রাম। চেরি, পিচ আর ন্যাসপাতির বাগানে খাসি নারী-পুরুষদের কাজ করতে দেখা যাবে। চেরাপুঞ্জির বিভিন্ন দর্শনীয় জায়গা— যেমন, মাওডক ভিউ পয়েন্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, সেভেন সিস্টার ফলস, মওসমাই কেভ এবং ইকো-পার্ক। ভিউ পয়েন্টে চোখে পড়বে কীভাবে জলভরা মেঘেরা বিরামহীনভাবে ভেসে এসে বাধা পাচ্ছে চেরাপুঞ্জির পর্বতপ্রাচীরে। শিলং এবং চেরাপুঞ্জি দেখে ওইদিন আমরা শিলংয়ের হোটেলে ফিরলাম।

পঞ্চম দিন শিলং থেকে তেজপুর এলাম অসম গভর্নমেন্টের বাসে। সকাল সাতটায় ছেড়ে সন্ধে পাঁচটায় তেজপুর পৌঁছলাম।

ষষ্ঠ দিন তেজপুর থেকে জোরহাট বা তিনসুকিয়াগামী যে-কোনও বাস যেটা কাজিরাঙার ওপর দিয়ে যায় সেটা ধরে কাজিরাঙায় পৌঁছলাম। যাওয়ার সময় তিন কিলোমিটার দীর্ঘ কালীয় ভোমরা সেতু অতিক্রম করার সময় ব্রহ্মপুত্রের শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বছরের এই সময় নদীতে জল কম, তাই নদীর বুকে বেশ কিছু ছোট-বড় বালুকাময় চর মাথা তুলেছে। কয়েকটি ছোট চরে মেছো বকেরা সারি দিয়ে বসে আছে জলের ধারে। স্থানীয় মৎস্যজীবীরা ইতিমধ্যেই নৌকা আর জাল নিয়ে জলে ভেসে পড়েছে।

কাজিরাঙা পৌঁছে জিপ সাফারির অনাবিল আনন্দ উপভোগ করলাম। প্রকৃতপক্ষে কাজিরাঙা হল ব্রহ্মপুত্রের প্লাবনভূমি যা বর্তমানে অসংখ্য ছোট ছোট জলা, ঘাসবন ও জঙ্গল নিয়ে গঠিত। বাঁদিকে মূল কাজিরাঙার ঘাসবন এবং ডানদিকে কার্বি আংলং পাহাড় ও বনভূমি। এই অরণ্যে একশৃঙ্গ গণ্ডার, এশিয়াটিক ওয়াটার বাফেলো, ভারতীয় হাতি, বন্যশূকর এবং অসমিয়া বানর উল্লেখযোগ্য। সামনাসামনি একশৃঙ্গ গণ্ডারের ছবি নেওয়া আমার কাছে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

কাজিরাঙা দেখে আমরা ওইদিনই তেজপুরে হোটেলে পৌঁছলাম।

সপ্তম দিন তেজপুর থেকে অটো করে বালিপাড়া এলাম। বালিপাড়া থেকে সমতল এলাকা দিয়ে সোজা উত্তরদিকে চলেছি। পথে ছোট ছোট গ্রাম। আরও কিছুটা যেতে জঙ্গল আরম্ভ হল। পথের ডানদিকের বনভূমি নামেরি ন্যাশনাল পার্ক এখন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অংশ। বালিপাড়া থেকে টাটা সুমো করে ভালুকপং একঘণ্টার মধ্যে পৌঁছলাম। অসম আর অরুণাচল প্রদেশের সীমানায় ভালুকপং। অরুণাচলের পার্বত্যভূমি থেকে আসা কামেং নদী সমতলে পতিত হওয়ার পর নতুন নাম পেয়েছে জিয়াভরলি। সমতলকে বিদায় জানিয়ে হিমালয়ের অন্দরমহলের দিকে এগিয়ে যাই। ডানদিকে নীচে চঞ্চলা জিয়াভরলি বোল্ডার আর নুড়ি ভরা দুই কূলের পাশে পাইনগাছের মিছিল। নদীর স্বচ্ছ প্রবাহ দূর থেকে ঘন নীল দেখাচ্ছে। ওইদিনই হোটেলে উঠে গাড়িভাড়া করে পাঁচ কিলোমিটার দূরে টিপি গেলাম। এখানে গড়ে উঠেছে অর্কিডোরিয়াম, প্রায় তিনশো প্রজাতির অর্কিডের সম্ভার, যার মধ্যে রয়েছে কিছু বিরল ও লুপ্তপ্রায় অর্কিড।

অষ্টম দিন ভালুকপং থেকে সুমো ভাড়া করে বমডিলা। ৮,৫০০ ফুট উচ্চতার বমডিলায় প্রকৃত ঠান্ডা অনুভব করলাম। বমডিলা যাওয়ার পথে শেরদুকপেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের গ্রাম রূপা দেখলাম। পথের দুপাশে পাইন, উইলো কিছু আপেলগাছ। পাহাড়ের ঢালে চরে বেড়াচ্ছে মিথুনের দল। হোটেলে এসে প্রথমবার রুমহিটারের সামনে এলাম।

নবম দিন বমডিলা থেকে সরাসরি তেজপুর এসে নওগাঁ হয়ে গুয়াহাটি এলাম তখন সন্ধে ছটা। শরীর ক্লান্ত, ট্যুর শেষ।

দশম দিনে ডাউন সরাইঘাট ধরে একাদশ দিনে হাওড়া এসে ট্যুর শেষ করলাম।

সোমনাথ ত্রিবেদী
৪৭, রাজা রোড, সুখচর
সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগনা

Wandervogel adventures

কবে যাবেন... কদিনের জন্য যাবেন... কতজন যাবেন... ঠিক করে চলে আসুন আমাদের কাছে... ভারতবর্ষের যে-কোনও জায়গায়... আমরা আপনার পছন্দমতন সফরসূচি তৈরি করে দেব... পছন্দমতন রিসর্ট বা হোটেল গাড়ি বুকিং করে দেব... ট্রেন বা বিমানের টিকিট কেটে দেব... নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়ুন নিজের মতন করে... গ্রুপের সঙ্গে মানিয়ে নেবার ঝামেলা নেই... হইচই নেই... আপনার ছুটি কাটুক আপনার মন যেমন চায় শুধু সেইভাবে... যেখানে যতক্ষণ খুশি গাড়ি থামান... ছবি তুলুন... অনেক কষ্টে পাওয়া ছুটি... উপভোগ করুন একেবারে নিজের মতন করে... এবার পুজোয় চলুন কাস্টমাইজড বা টেলরমেড প্যাকেজে... আপনার সঙ্গে বসে আপনার সফরসূচি তৈরি করবেন আমাদের অভিজ্ঞ ট্র্যাভেল কনসালট্যান্টরা... আপনার ভ্রমণ শুরু থেকে শেষ হবার দিন পর্যন্ত সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারে নজর রাখব এবং আপনার ভ্রমণের সব ঝক্কি-ঝামেলা সামলাব আমরা... আপনি শুধু বেরিয়ে পড়ুন...

এবার গরমের ছুটিতে চলুন

পূর্ব আর উত্তর-পূর্বে
● অরুণাচল প্রদেশ ● আসাম ● নাগাল্যান্ড ● ডুয়ার্স
● সিকিম ● মেঘালয় ● উত্তরবঙ্গ ● ত্রিপুরা

অনবদ্য প্রকৃতির সৌন্দর্যের খোঁজে
● গুজরাট ● মধ্যপ্রদেশ ● কেরালা ● রাজস্থান
● কর্নাটক ● তামিলনাড়ু ● গোয়া ● আন্দামান ● লাক্ষাদ্বীপ

হিমালয়ে
● কাশ্মীর ● লাদাখ ● কিন্নর লাহুল স্পিতি
● হিমাচল ● কুমায়ুন ● গাড়োয়াল

জঙ্গলে
● কানহা ● বান্ধবগড় ● করবেট ● রণথম্ভোর ● তাড়োবা ● পেঞ্চ
● কাবিনী ● বন্দিপুর ● কেওড়ি ● গির ● কচ্ছের রণ ● কাজিরাঙা
● মানস ● ডিব্রুসাইখোয়া ● মিশমি হিলস ● ঈগল নেস্ট

কর্নাটকে থাকুন
Jungle Lodges and Resorts-এ বুকিংয়ে স্পট ডিসকাউন্ট
Kabini, Bandipur, Devbagh, B.R.Hills, Doddamakali, Galibore, Bheemeshwari, Bannerghatta, River Tern Lodge, Dandili, Kali Adventure Camp, Blackbuck Resort

অজানা পথে
● **মধ্য অরুণাচল** (ইটানগর, জিরো, দাপোরিজো, পাসিঘাট, ডিব্রুগড়)
● **করবেটের**– টিকালা ● **কর্নাটকে**– ডান্ডেলি, গোকর্ণ, মুরুদেশ্বর, যোগফলস্, সাগুম্বে, কুদ্রেমুখ, কেম্মানগুড্ডি, বেলুড়, হ্যালেবিদ, হাম্পি
● **সিঙ্গালিলায়** (সান্দাকফু)– ট্রেকিং বা গাড়িতে

অন্যান্য সরকারি অনুমোদন
Beautiful Bengal · Kashmir

KOLKATA: 1/2 C, Ballygunge Place East, Kolkata-700 019. Mobile: 9831078347, 9007009063, 9007009061, 9007006794.
Landline: 6548-4337. E-mail: wildtoursindia@yahoo.com Website: www.wandervogeladventures.com

আমাদের কোনও শাখা নেই

গোরখে গ্রামে

ভার্ডিটার ফ্লাইক্যাচার

পাখি দেখতে গোরখে গ্রামে

লেখা ও ছবি: সঞ্জীব দাস

গ্রে ওয়াগটেল

মানেভঞ্জন থেকে সান্দাকফু হয়ে ল্যান্ডরোভার চলে যায় ফালুট পর্যন্ত। ফালুট থেকে ছবির মতো গোরখে গ্রাম ১৫ কিলোমিটারের হাঁটাপথ। তবে, চাইলে মানেভঞ্জন থেকে পুরো পথটাই হাঁটতে পারেন।

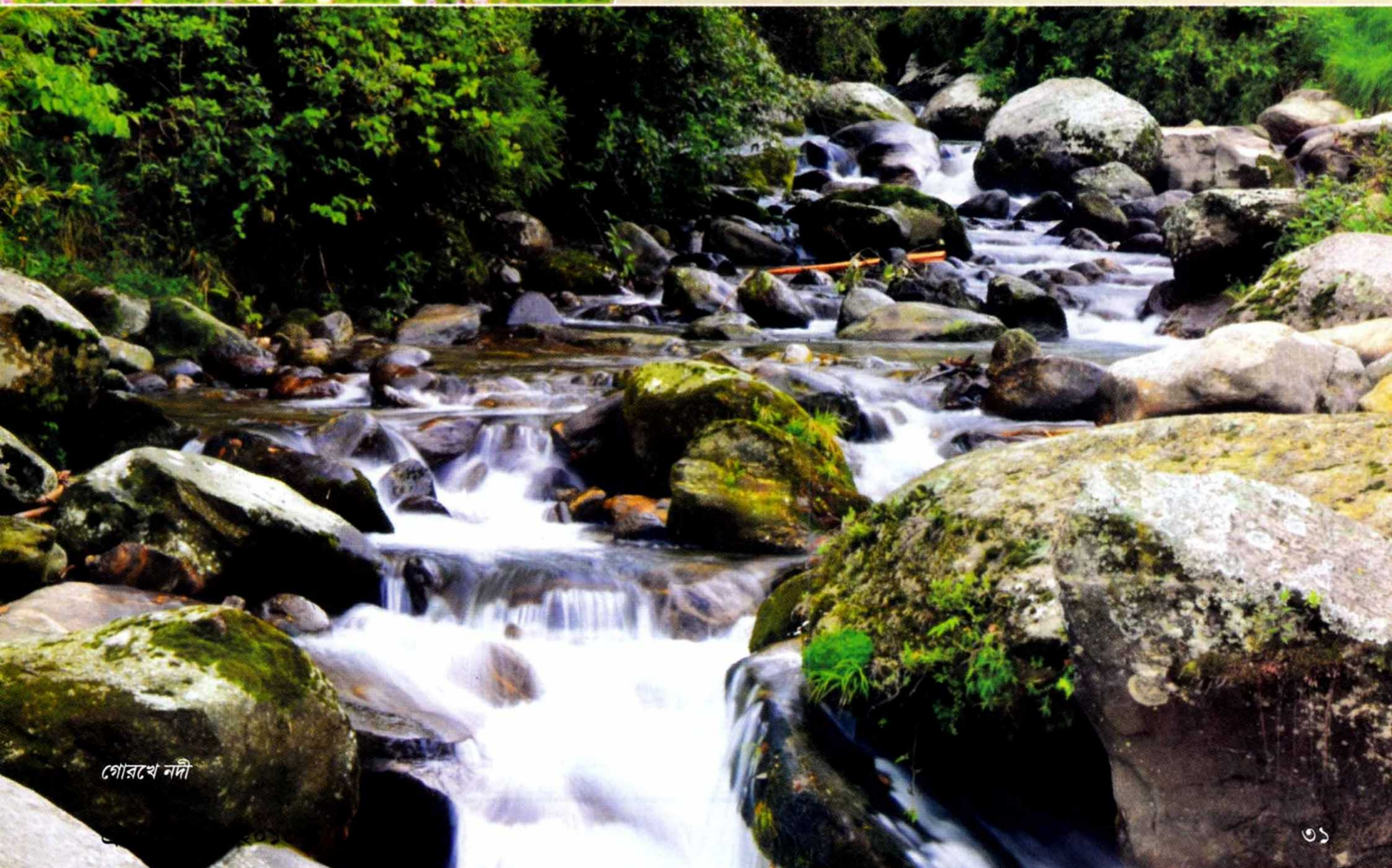

গোরখে নদী

একটা পাহাড়ি বাঁক ঘুরতেই দেখি সামনে পথের দুধারে রডোডেনড্রনের ঘন জঙ্গল। গাছের পাতা ঢেকে আছে লাল রডোডেনড্রন ফুলে। যা স্থানীয়দের কাছে 'গুরাস' নামে পরিচিত। লাল গুরাসের মাঝে উঁকি দিচ্ছে গোলাপি-সাদা ক্যামপানুলাটুস, সাদা ফালকোনারি ও আরও কত নাম-না-জানা গুরাসের প্রজাতি। সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্কের ২,০০০-৩,০০০ মিটার উচ্চতায় প্রায় ২০-২২ প্রজাতির গুরাসের দেখা মেলে। আর এই ফুলের মধু খেতে ভিড় জমিয়েছে রংবেরঙের অজস্র ছোট ছোট চঞ্চল পাখিরা।

ফালুট (১১,৭০০ ফুট) থেকে যাত্রা শুরু করে আমরা চলেছি গোরখের পথে। এখন মধ্য মে। গুগল সার্চ ইঞ্জিনে যতদূর হোমওয়ার্ক করেছিলাম তাতে জেনেছিলাম যে, দার্জিলিংয়ের এই পার্বত্য অঞ্চলে রডোডেনড্রন ফুলের দেখা পাওয়া যায় এপ্রিলের শেষ সময় পর্যন্তই। মে মাসে সূর্যের প্রচণ্ড তাপে ফুলের পাপড়ি ঝরে যায়। কিন্তু আমরা এখন আছি প্রায় সাড়ে এগারো হাজার ফুট উচ্চতায়। সূর্যের তাপ দূরস্থান, এই দিনের বেলাতেও মাথা উলের টুপিতে ও হাত গ্লাভসে ঢেকে হাঁটতে হচ্ছে। তাই হয়তো এই নয়নাভিরাম গুরাস ফুল এই সময়েও চারদিক আলো করে রেখেছে। কাঞ্চনজঙ্ঘাকে পাশে রেখে ফালুট থেকে সকাল নটায় যখন যাত্রা শুরু করেছিলাম, তখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে বছরের এই সময় গুরাসের দেখা পাব এত কাছ থেকে। ৪০ মিনিটের যাত্রাপথেই আমরা উপস্থিত হয়েছি এই বনানী-মাঝে। গুরাসের বিচিত্র রং ও রূপ, তার তীব্র গন্ধে আকৃষ্ট কীটপতঙ্গের সমাগম আর বনজুড়ে নাম-না-জানা পাহাড়ি পাখিদের কলকাকলি— হিমালয়ের এই অনিন্দ্যসুন্দর রূপে অবগাহন করছি আমরা কটা প্রাণী। এ যেন এক স্বর্গীয় অনুভূতি।

আমাদের গন্তব্য গোরখে গ্রাম, ফালুট থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে। সবে ১ কিলোমিটার পথ হেঁটেছি। এখনও বাকি অনেকটা রাস্তা। আবার শুরু হল পথচলা। কিন্তু এই ফুলশোভিত সমতল রাস্তা শেষ হল অল্পসময়েই। এখন রাস্তা বেশ উতরাই। বড় বড় পাথর অবিন্যস্তভাবে রাস্তায় পড়ে আছে। গতরাতের প্রবল বৃষ্টিতে সেই পাথরে কাদা লেপটে পথ আরও দুর্গম করে তুলেছে। পাথরগুলোর ওপর অতি সন্তর্পণে পা ফেলে আমরা ধীরে ধীরে নেমে চলেছি। একবার পা হড়কালেই সমূহ বিপদ।

ওদিকে দলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য তিন বছরের রূপসা আর হাঁটতে পারছে না। ব্যাকপ্যাকে চেপে ওর মায়ের পিঠে ঝুলে চলেছে। টিম ম্যানেজার সোমরাজদা তাঁর পাঁচ বছরের মেয়ে মাম্পুকে সঙ্গে নিয়ে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। সবাইকে অবাক করে মাম্পু এগিয়ে চলেছে বিরামহীন পদক্ষেপে। অনেক দূর পর্যন্ত ওদের আর দেখা যাচ্ছে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতা যেমন কমছে, পাশের গাছপালার প্রকৃতিও বদলে যাচ্ছে। ক্রমে রডোডেনড্রনের ঘনত্ব কমে ঘন বাঁশবনের অরণ্য শুরু হল। সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্কের উত্তর অংশের এই বনাঞ্চল রেড পাণ্ডাদের বাসভূমি। আর আছে লেপার্ড, কালো ভালুক, প্যাঙ্গোলিনের মতো স্তন্যপায়ীরা। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি জঙ্গলপথে প্রায় ঘণ্টাদুয়েক হাঁটার পর হঠাৎ দেখি ডানদিকের জঙ্গলে সোমরাজদা আর দ্বীপজয় কী যেন খুঁজে চলেছে। সহযাত্রীদের দেখা পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু ওরা ইশারায় আমাদের চুপ থাকতে বলল। হঠাৎ পিছন ঘুরতেই দেখি বড়সড় একটা মোনাল রাস্তা পার হচ্ছে। পিঠের রং ধাতব দ্যুতিময়, মাথা ও শিখা উজ্জ্বল সবুজ। দেহের স্থানে স্থানে সোনালি ছটা। চোখের নিমেষে অন্ধকার ঘন বাঁশবনে মিলিয়ে গেল।

সংক্ষিপ্ত বিরতি, চকোলেট মুখে দিয়ে আবার পথচলা। ইতিমধ্যে ক্যামেরায় ধরা পড়েছে রোজফিঞ্চ, বার-থ্রোটেড মিনলা, হোয়াইট ব্রাউট ফুলভেটা ও আরও কিছু অচেনা পাখি। হিমালয়ের এই পার্কে প্রায় ১২০ প্রজাতির পাখির বাস। পথের দুধারে ওক, দেবদারু গাছগুলো আকাশ ছুঁয়েছে। এখানে সূর্য স্পর্শ করে না মাটিকে। পাখির ডাকের সঙ্গে বনের শনশন শব্দ

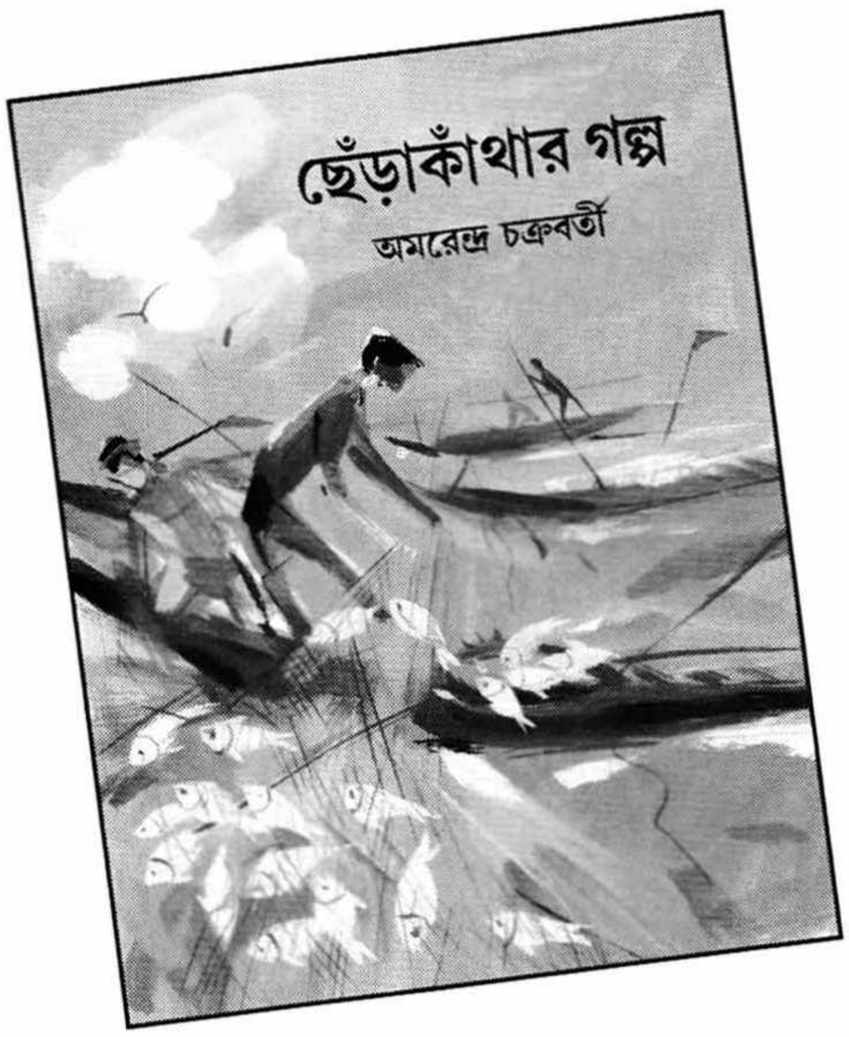

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ছোটদের বই
ছেঁড়াকাঁথার গল্প

দুই মলাটের মধ্যে পাঁচ পৃথিবীর পাঁচটি গল্প।
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত চিত্রিত।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৭৫

দেবুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও
অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** info@swarnakshar.in

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

বাতাসে। পথের একদিকে পাহাড় আর অন্যদিকে অতলান্ত সবুজের খাদ। এরই মধ্য দিয়ে পথচলা। তবে পথ নেই, আছে শুধু চলা। আর আছে স্যাঁতসেঁতে মাটি, শ্যাওলা জড়ানো বিশালাকার গাছ আর রাস্তার ওপর এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকা শাখামূলে হোঁচট খাওয়া। এইভাবে প্রায় সাত ঘণ্টা জঙ্গলপথে হাঁটার পর দেখি একটা

প্রয়োজনীয় তথ্য

কখন যাবেন

১৫ জুন থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্কে পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ থাকে। বর্ষায় ফালুট থেকে গোরখে যাওয়ার জঙ্গলরাস্তাও অতি দুর্গম হয়ে যায়। বছরের অন্য যে-কোনও সময়েই গোরখে গ্রামে যাওয়া যায়। তবে এখানে পাখির দেখা মিলবে সারাবছর।

কীভাবে যাবেন

গোখরে গ্রামে জিপ বা মোটরবাইক যাওয়ার কোনও রাস্তা নেই। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে মানেভঞ্জনের দূরত্ব প্রায় ৮০ কিলোমিটার। জিপে সময় লাগবে প্রায় ৫ ঘণ্টা। খরচ ২৫০০ টাকা। শেয়ার জিপে জনপ্রতি খরচ পড়বে ২০০ টাকা। মানেভঞ্জন থেকে ল্যান্ডরোভার গাড়ি যাবে ফালুট পর্যন্ত। দূরত্ব ৫২ কিলোমিটার। যাত্রাপথে গৈরিবাস, কালপোখরি বা সান্দাকফুতে রাত্রিবাস করা যেতে পারে। এযাত্রায় ল্যান্ডরোভারের খরচ পড়বে ৭,০০০ টাকা। প্রথম রাত থাকবার জন্য অতিরিক্ত দিতে হবে ৫০০ টাকা। পরবর্তী অতিরিক্ত রাত থাকতে রাতপ্রতি ১,০০০ টাকা খরচ পড়বে। ফালুট থেকে জঙ্গলপথে ১৫ কিলোমিটার হাঁটা-রাস্তা শেষে পড়বে গোরখে।

কোথায় থাকবেন

গোরখে নদী-সংলগ্ন **ইডেন লজ**-এ মাথাপিছু থাকার খরচ ২০০ টাকা। খাওয়ার খরচ আলাদা। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস নাগাদ ভাড়া বাড়বে। যোগাযোগ: পাসাং শেরপা (☎০৯০০২০-৬৭২০৭/০৯৫৯৩৭-৬৯৯০৫), পেম ডিকি তামাং (☎০৯৫৯৩৭-৬৯৯০৫)।

মনে রাখবেন

ফালুট থেকে গোরখে এই ১৫ কিলোমিটার হাঁটা-রাস্তায় কোনও বিশ্রামাগার এমনকি জলচটিও নেই। তাই সঙ্গে পর্যাপ্ত পানীয় জল ও চকোলেট-লজেন্স রাখা দরকার আর প্রয়োজন রেইনকোর্টের। এই গ্রামে বিদ্যুৎ না থাকায় ক্যামেরার জন্য অবশ্যই অতিরিক্ত ব্যাটারি সঙ্গে রাখবেন। সন্ধের দিকে কিছু কিছু জায়গায় ডিজেল জেনারেটর চালু হলে, ক্যামেরা এবং মোবাইলে চার্জ দিয়ে নেবেন। সেক্ষেত্রে ক্যামেরা প্রতি ৫০ টাকা এবং মোবাইল প্রতি ৩০ টাকা খরচ পড়বে।

একটা গ্রিন-ব্যাকড টিট নদী থেকে খাবার সংগ্রহ করে রাস্তার পাশের পাথরগুলোর ফাঁকে ঢুকে পড়ল। একটা ব্লু হুইসলিং থ্রাশ শ্যাওলা জড়ানো পাইনের ডালে বসে একনাগাড়ে ডেকে চলেছে। কিছুটা পথ হেঁটেই সম্মুখীন হলাম স্রোতস্বিনী গোরখে নদীর। চড়াইয়ের থেকেও ছোট আকারের একটা নীলচে প্লাম্বাস রেডস্টার্ট 'জিয়েট-জিয়েট' করে ডেকে নদীর ওপরে এপাথর-ওপাথরে উড়ে বেড়াচ্ছে আর তার কমলারঙা লেজটা ওপর-নীচে একনাগাড়ে নাচিয়ে চলেছে।

প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়িতে অপটু হাতে লেখা 'ওয়েলকাম টু গোরখে'। 'কিন্তু আমরা তো দাঁড়িয়ে জঙ্গলের মধ্যে, গ্রাম কোথায়?' আরও কিছুটা কঠিন উতরাই পথ পেরিয়ে একটা বাঁক ঘুরতেই দেখি অরণ্য শেষ হয়ে দেখা দিয়েছে এক উন্মুক্ত আকাশ। নীচে পাহাড়ঘেরা এক সবুজ জনপদ। পাহাড়ের গা দিয়ে বয়ে চলেছে দুটি খরস্রোতা নদী। অবশেষে দেখা পেলাম আমাদের গন্তব্য গোরখের। দার্জিলিংয়ের সীমান্ত গ্রাম। নদীর ওপার থেকে সিকিমের শুরু।

পড়ন্ত বিকেলে প্রবেশ করলাম গ্রামে। ঘরগুলোর জানলা থেকে গ্রামবাসীরা সন্দিহান দৃষ্টিতে একপলক দেখে নিচ্ছে অসময়ের আগন্তুকদের। গোরখের আকাশ এখন কালচে-ধূসর মেঘে ঢেকে আছে। অল্পসময়ের মধ্যেই ঝিরঝির বৃষ্টি নামল। আজ আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে ইডেন লজে। কাঠের তৈরি ছোট ছোট ঘরগুলো মন্দ নয়। সারাদিনে সেরকম কিছুই খাওয়া জোটেনি। লজের মালকিন পেম ডিকি তামাং রাতের খাবারে পরিবেশন করলেন গরম ভাতের সঙ্গে মুরগির ঝোল। বাইরে তখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

পরদিন নিরিবিলি গ্রামে ঘুম ভাঙল পাহাড়ি নদীর কলতানে। জানলার পর্দা সরিয়ে দেখি সামনের নিচু জমিতে ফুটে আছে অসংখ্য বেগুনি-সাদা-হলুদ পাহাড়ি ফুল। আর তার পিছন থেকেই শুরু হয়েছে পাহাড়। পাহাড়ের সমস্ত শরীর জুড়ে কালচে-সবুজ পাইনের সারি। গতরাতের বৃষ্টিতে পাইন পাহাড়ের গায়ে জমা মেঘগুলো ধুয়ে গিয়েছে। পুবের পাহাড় ডিঙিয়ে প্রভাতের প্রথম আলো পাইনের বনে আছড়ে পড়েছে। আর এই পাহাড়ের বুক চিরে নেমে এসেছে এক খরস্রোতা নদী। সরু রাস্তা ধরে বেরিয়ে পড়লাম নদীর দিকে।

একটা গ্রিন-ব্যাকড টিট নদী থেকে খাবার সংগ্রহ করে রাস্তার পাশের পাথরগুলোর ফাঁকে ঢুকে পড়ল। ও বোধহয় ওখানে বাসা বেঁধেছে। একটা ব্লু হুইসলিং থ্রাশ শ্যাওলা জড়ানো পাইনের ডালে বসে একনাগাড়ে ডেকে চলেছে। কিছুটা পথ হেঁটেই সম্মুখীন হলাম স্রোতস্বিনী গোরখে নদীর। পাইনে ছাওয়া পাহাড়ের বুক চিরে নেমে এসেছে। বর্ষায় এই নদী মোহময়ী রূপ নেয়। কিছু দূরেই গোরখে মিশেছে রাম্মাম নদীতে। চড়াইয়ের থেকেও ছোট আকারের একটা নীলচে প্লাম্বাস রেডস্টার্ট 'জিয়েট-জিয়েট' করে ডেকে নদীর ওপরে এপাথর-ওপাথরে উড়ে বেড়াচ্ছে আর তার কমলারঙা লেজটা ওপর-নীচে একনাগাড়ে নাচিয়ে চলেছে। বিশ্ব প্রকৃতি সংরক্ষণ সংস্থা (International Union for Conservation of Nature) এই পাখিকে বিপন্ন প্রজাতিরূপে চিহ্নিত করেছে।

সাঁকো দিয়ে নদীর ওপারে পা রাখলাম। রাস্তার বাঁদিকে হরেক রঙের ছোট ছোট ফুল ফুটেছে। হাওয়ায় দুলছে। এক নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক বাগান। অপরদিকে পাহাড়ের পাদদেশে সবুজের গালিচা বিছানো এক সমতল। বৃষ্টিভেজা ঘাসে সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ে সবুজের মায়াজাল রচনা করেছে। একে একে দেখা পেলাম ভার্ডিটার ফ্লাইক্যাচার, ওরিয়েন্টাল টার্টল ডাভ, লিটল স্পাইডার হান্টার পাখির। একটা গ্রে ওয়াগটেল কোথা থেকে যেন একটা পতঙ্গ শিকার করে আমাদের দিকে ড্যাবডেবিয়ে তাকিয়ে আছে।

ওদিকে টিম ম্যানেজার হাঁক ছাড়ল 'অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, এবার রওনা দিতে হবে'। রুকস্যাকগুলো গুছিয়ে নিয়ে ঘর ছাড়ছি, দেখি পেম তামাং সপরিবারে হাজির হয়েছে আমাদের বিদায় জানাতে। একদিনেই এই অচিন গ্রাম যেন আমাদের আপন করে নিয়েছে। একরাশ সুখস্মৃতি নিয়ে রাম্মামকে পাশে রেখে হাঁটা শুরু হল। আবার নতুনভাবে পথ চলা, নতুন কোনও গ্রামের খোঁজে। দূর থেকে গ্রামের ছোট্ট ছেলে জুপ সিরিংয়ের চিৎকার নদীর কলতানকে ছাপিয়ে ভেসে এল 'ফেরি আউনছৌ সাথি'।

পারাং লা পেরিয়ে রুপসু

লেখা ও ছবি: মৃগাঙ্ক দাস

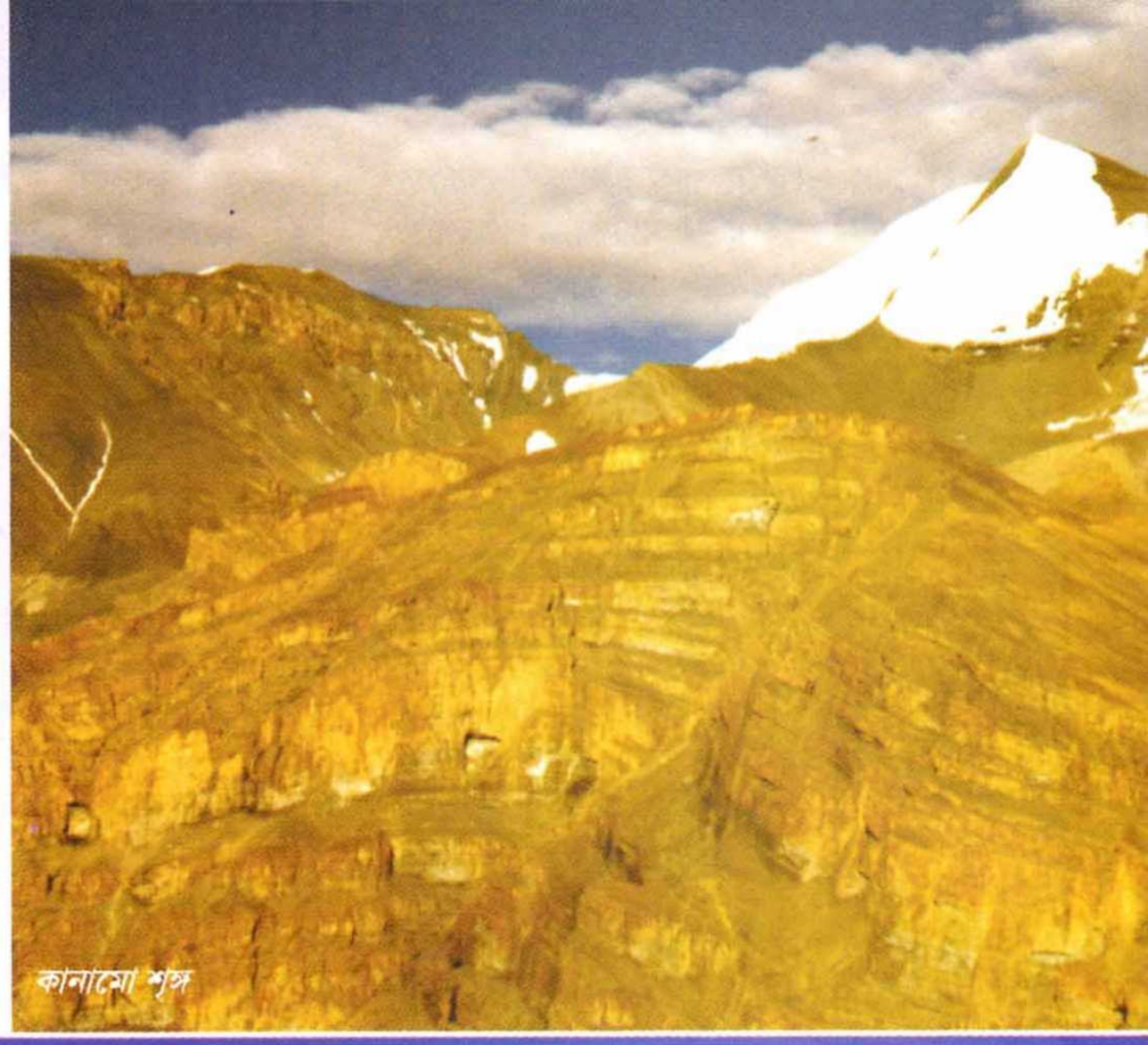

কানামো শৃঙ্গ

পারাংলা অতিক্রমের পর

হিমাচল প্রদেশের কিব্বের গ্রাম থেকে হাঁটা শুরু। হিমালয়ের গহনে পারাং লা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে অসীম সৌন্দর্যময় এই পদযাত্রা শেষ হয় কাশ্মীরের রুপসু উপত্যকার সোমোরিরি হ্রদের তীরে কোরজোক গ্রামে।

বোরোচেনের পথে

মানালি থেকে সারাদিনে মাত্র একটাই বাস যায় কাজায়। আসে কুলু থেকে। ২৪ জুলাই, ২০১২, বৃষ্টি মাথায় ভোর চারটেয় মানালির বাসস্ট্যান্ডে এসে আমরা হতবাক হয়ে গেলাম। বাসে তিল ধারণের জায়গা নেই। সেই প্রচণ্ড ভিড় দেখে আশা ছাড়লাম বাসের। একটা গাড়ি ভাড়া করে বেরিয়ে পড়লাম কাজার উদ্দেশে। বেহাল রাস্তা, সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি আর ঘন কুয়াশায় ঢাকা পথে দুহাত দূরের জিনিসও ঝাপসা দেখায়। রোটাং পাস পার করবার পর ধীরে ধীরে কাটতে শুরু করল দুর্যোগ। বাতালে বেলা ১১টা ৪০ মিনিটে দুপুরের আহার সেরে আবার শুরু হল রুক্ষ পাথুরে অঞ্চল দিয়ে গাড়িযাত্রা। এমনই এপথের আকর্ষণ যেন এক মুহূর্ত চোখ বুজলেই বঞ্চিত হতে হবে চিরনতুন কোনও সৌন্দর্যের দর্শন থেকে। এপথের বাঁকে বাঁকে লুকোনো সৌন্দর্যের খনি থেকে ক্ষণিকের জন্যও অসতর্ক হওয়া মানা। কাজা পৌঁছলাম বিকেল তিনটের সময়। পথে পার হয়ে এলাম পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মোটর চলাচলযোগ্য পথ— ১৪,৯৪০ ফুট উচ্চতার কুনজুম পাস।

কিব্বের গ্রামের পোস্টমাস্টার দোরজে সোরিং-এর সঙ্গে আগেই গাইডের ব্যাপারে কথাবার্তা বলা ছিল। কাজা পৌঁছতেই দোরজেজি হাজির আমাদের হোটেলে। চা খাওয়ার ফাঁকে আগামীদিনের যাত্রার যাবতীয় পরিকল্পনার শেষে তিনি ফিরে গেলেন কিব্বেরে।

পরদিন সকালেই কাজার এ ডি সি (অ্যাডিশনাল ডেপুটি কমিশনার)-র দপ্তর থেকে অনুমতিপত্র সংগ্রহ করলাম। ইতিমধ্যে আমাদের মূল গাইড তেনজিন লামা এসে যোগ দিয়েছেন আমাদের সঙ্গে। কাজা থেকে সংগৃহীত হল কেরোসিন তেল।

এবার যাত্রা কুড়ি কিলোমিটার দূরের কিব্বের গ্রামের উদ্দেশে। পথে গাড়ি থেকে দেখে নিলাম শতাব্দীপ্রাচীন কি-গুম্ফা। দোরজেজির ঠিক করে রাখা হোটেলে এসে উঠলাম পাঁচটা নাগাদ। আদিগন্ত নেড়া পাহাড়ে ঘেরা ১৪,৪৫৮ ফুট উচ্চতায় সুন্দর গোছানো কিব্বের গ্রামের সব সুবিধা সহ স্বল্প মূল্যের হোটেলে এমনিতেই কাটিয়ে দেওয়া যায় কয়েকটা দিন।

হালকা হিমেল হাওয়া বয়ে যাওয়া সকালে তোড়জোড় চলছে প্রথমদিনের হাঁটার প্রস্তুতির। ২৬ জুলাই সকাল নটায় শুরু হল পথচলা। কিব্বের গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া পথ ধরে একটু এগোতেই রাস্তা উঠে গিয়েছে ডানদিক বরাবর। মন ভালো-করা সবুজ খেতের মধ্য দিয়ে পাথুরে পথ ধরে এগিয়ে চললাম দ্রুত। উন্নত মানের মটরের জন্য বিখ্যাত এই গ্রামের খেতে তখন নতুন মটরের আগমন-বার্তা। বহু দূরে বাদামি পাহাড়ের কোলে সাদা খেলনার মতো সাজানো চিচাম গ্রামে তখন সকালের প্রথম সূর্যের তির্যক আলো ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। একটু চড়াই চড়েই শুরু হল নীচের দিকে নামা। প্রায় আধঘণ্টায় উতরাই পথ অতিক্রমের শেষে তীব্র গতির পারিলুম্বি নালার ওপর অস্থায়ী কাঠের

অল্প কুয়াশামাখা আলোয় অস্পষ্ট পথরেখা ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম সারিবদ্ধভাবে। প্রায় আধঘণ্টা চলার পরই এসে পড়লাম ঝুরো পাথরের এক বিস্তীর্ণ চড়াই অঞ্চলে। এ অংশে নির্দিষ্ট কোনও পথরেখা নেই বলে সুবিধামতো এগিয়ে যাওয়ায় কোনও বাধা নেই। দূর থেকে আবছা চোখে পড়ে ডানদিক-বরাবর নেমে এসেছে কয়েকটা আইস প্যাচ। এবছর কম তুষারপাতের ফলে পথ প্রায় বরফহীন। একটা বড় হাম্প পেরিয়ে অপেক্ষাকৃত উঁচু অঞ্চলে উঠতেই তেনজিন আঙুলের ইশারায় দেখিয়ে দেয় পারাং লা গিরিবর্ত্মটিকে।

ব্রিজ পেরলাম অতি সন্তর্পণে। সেতু টপকে শুরু হল তীব্র চড়াই। ওপর থেকে গিরিখাতের মধ্য দিয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলা পারিলুম্বি নালার অপরূপ ছন্দোময় চলন ভুলিয়ে দেয় কষ্টকর চড়াইয়ের ক্লান্তি। মাঝে মাঝে কাঁটা ঝোপের মাঝে ফুটে থাকা অজস্র নাম না-জানা ফুলের ওপর প্রজাপতিদের আপন মনে উড়ে বেড়ানো দেখতে দেখতে এগিয়ে চলা।

কিছুটা সমতল পথে হেঁটে একটা চড়াই টপকে রাস্তাটা হঠাৎই যেন ঝাঁপ মেরেছে ধূমল গ্রামের মধ্যে। গ্রামের সবুজ খেতের ওপর খেলছে হাওয়ার তরঙ্গ। অল্প খাওয়াদাওয়ার শেষে নতুন উদ্যমে হাঁটার শুরুতেই শ্যামলদা জানাল তার শারীরিক অসুস্থতার কথা। তবুও এগিয়ে চলল। গ্রামটাকে পিছনে রেখে পাথুরে পথরেখা ধরে শুরু হল চড়াই। মাঝে মাঝে রুক্ষ কাঁটাঝোপের জঙ্গল ছাড়া সবুজের লেশমাত্র চোখে পড়ে না এপথে। আর আছে রুক্ষ রঙিন পাহাড়ের বুকে আলোছায়ার মায়াময় খেলা। মাটি পাথরের তীব্র কষ্টকর চড়াই। প্রায় ঘণ্টাচারেক বাদে কমল এর তীব্রতা। প্রথম দিন। সুতরাং চড়াইটাকে মনে হয় আরও বেশি কষ্টকর। উচ্চতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে কিছুটা সময় তো লাগবেই। উত্তর-পূর্ব কোণ-বরাবর প্রায় সমতল পথে কিলোমিটার-দুয়েক এগিয়েই রাস্তাটা বহুধাবিভক্ত হয়ে ঝাঁপ মেরেছে পাহাড়ের কোল থেকে নীচের দিকে। দূর থেকে দেখা দিল আমাদের টেন্টটা, কানামো শৃঙ্গকে পশ্চাৎপটে রেখে বিকেলের হেলে পড়া সূর্যের তির্যক আলোয় উদ্ভাসিত চারদিক। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে আমরা নেমে এলাম ১৫,০০০ ফুট উচ্চতার থালডত চারণক্ষেত্রে। ১৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রমের শেষে এক গ্লাস গরম চা পেয়ে বেশ চনমনে লাগল।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগল শ্যামলদার অসুস্থতা। বারংবার বমি আর জ্বরের সঙ্গে মাথায় তীব্র যন্ত্রণায় কাহিল শ্যামলদাকে নিয়ে পুরো দলের রাত কাটল নিদ্রাহীন দুশ্চিন্তায়। সকাল হতেই বোঝা গেল শ্যামলদা উচ্চতাজনিত সমস্যার শিকার। স্বচেষ্টায় মিনিট পাঁচেকও দাঁড়ানোর ক্ষমতা হারানো শ্যামলদাকে কিব্বের গ্রামে ফেরত পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল জীবনহানির মতো বড় দুর্ঘটনা এড়াতে। তেনজিন আর প্রেম শ্যামলদাকে নিয়ে গেল কিব্বেরের উদ্দেশে। আমাদের এদিনের ঠিকানা রইল অপরিবর্তিত। প্রেম আর তেনজিন ফিরে এসে শ্যামলদার শারীরিক স্থিতিশীলতার খবর দেওয়ার পর দুশ্চিন্তা খানিক কমল।

২৮ জুলাই নতুন সকাল। একদিনের বিশ্রামে শরীর তরতাজা, মনও ফুরফুরে। শুরুতেই সামান্য উতরাই পথে কিছুটা নেমে দুপাশে কাঁটাঝোপের মাঝে তৈরি হওয়া পথ ধরে এগিয়ে চলি পূর্বদিক বরাবর। প্রায় আধঘণ্টা একটানা পথ চলে শুরু হল তীব্র উতরাই। এবড়োখেবড়ো, অবিন্যস্ত বিভিন্ন আকার আর আকৃতির নড়বড়ে পাথরের ভয়ঙ্কর পথ ধরে ক্রমাগত নেমে চলি সন্তর্পণে ৫০-৬০ ডিগ্রির ঢালু উতরাই পথে। প্রতি মুহূর্তে

দুর্ঘটনা ঘটার প্রবল সম্ভাবনা। মাঝেমধ্যেই পায়ের তলা থেকে পলকা ঝুড়ো পাথর সরে যাচ্ছে। ওপর থেকে সোজা দেখা যাচ্ছে পুতুলের আকারের এগোতে থাকা সহযাত্রীদের। মাঝে মাঝে সুবিধাজনক জায়গায় দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিয়ে আবার নামার পালা। চোখের সামনে একটা খচ্চর পাথরে ধাক্কা খেয়ে পা-পিছলে রসদসমেত ছিটকে পড়ে গেল প্রায় কুড়ি ফুট নীচে। অবশেষে পারিলুম্বি নালার তীরে একটা কাঠের তৈরি অস্থায়ী সেতুর পায়ের কাছে শেষ হল প্রায় চার কিলোমিটারের এই ঝুঁকিপূর্ণ সফর। সেতু টপকে চলে এলাম নালার ডানতটে। বিশাল বিশাল বোল্ডারের ফাঁক দিয়ে শরীরগুলোকে গলিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলতে চলতে সামনে পাওয়া পানযোগ্য জলধারার কাছে দুপুরের খাওয়ার বিরতি হল। পারিলুম্বির তীব্র জলধারা পাথরে ধাক্কা খেয়ে সগর্জনে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। ছিটকে আসা বিন্দু বিন্দু জলকণাগুলো চোখে মুখে দিয়ে দিচ্ছে হিমের পরশ। আধঘণ্টার বিরতি শেষে আবার চলা। এবার ডানদিক ঘেঁষে পথ ধীরে ধীরে উঠে গিয়েছে ওপরের দিকে। কখন যেন হারিয়ে গিয়েছে কাঁটাঝোপের অস্তিত্বটুকু।

শুধু পাথর আর বোল্ডারের রাজত্বে আমরা তখন চড়াই ভেঙে চলতে ব্যস্ত। নীল আকাশের বুকে ভেসে চলেছে সাদা মেঘেরা। ধীরে ধীরে পাহাড়ের অন্তরালে চলে গিয়েছে পারিলুম্বি। উঠে এসেছি যুগথা ক্যাম্প সাইটে। অনেক দলই এখানে ক্যাম্প করে, যদিও জল আনতে হয় অনেক নীচে পারিলুম্বির কাছ থেকে। বাড়তে থাকে চড়াইয়ের তীব্রতা, সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে শ্বাসকষ্ট। একটা উঁচু জায়গায় উঠে বাঁদিকে বাঁক নিতেই কিছুটা সমতল অঞ্চল। সেখানে বিশ্রাম নিয়ে কয়েকটা হাম্প পেরিয়ে বাঁদিকে ঘুরে যাওয়া পথ ধরে উঠতেই বিশাল এক সমতলভূমি। তার মাঝবরাবর প্রায় ২ কিলোমিটার পথ হেঁটে যখন পারাং লার মূল শিবির বোরোচেনে (১৭,০০০ ফুট) পৌঁছলাম, সন্ধে তখন বিদায়ের পথে। ছড়ানো-ছেটানো ক্যাম্পসাইটে কিচেন টেন্টে বসে কফির গরম গ্লাস হাতে শুরু হল আড্ডা। সারাদিনের ক্লান্তিকর হাঁটার শেষে এই আড্ডার মজা বোধহয় তাঁরাই উপলব্ধি করতে পারবেন যাঁরা এমন আড্ডার শরিক হয়েছেন। বাড়তে থাকে রাত, সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে ঠান্ডা। রাতের খাওয়ার শেষে আগামী কালের পাস অতিক্রমের চাপা উত্তেজনা বুকে নিয়ে ঢুকে পড়লাম স্লিপিংব্যাগের গরম আশ্রয়ে।

মাথার যন্ত্রণায় প্রায় বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে উঠে পড়লাম ভোর থাকতে। সকাল ছটায় শুরু হল চলা। অল্প কুয়াশামাখা আলোয় অস্পষ্ট পথরেখা ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম সারিবদ্ধভাবে। প্রায় আধঘণ্টা চলার পরই এসে পড়লাম ঝুরো পাথরের এক বিস্তীর্ণ চড়াই অঞ্চলে। এ অংশে নির্দিষ্ট কোনও পথরেখা নেই বলে সুবিধামতো এগিয়ে যাওয়ায় কোনও বাধা নেই। দূর থেকে আবছা চোখে পড়ে ডানদিক-বরাবর নেমে এসেছে কয়েকটা আইস প্যাচ। এবছর কম তুষারপাতের ফলে পথ প্রায় বরফহীন। একটা বড় হাম্প পেরিয়ে অপেক্ষাকৃত উঁচু অঞ্চলে উঠতেই তেনজিন আঙুলের ইশারায় দেখিয়ে দেয় পারাং লা গিরিবর্ত্মটিকে। বরফের ঢালু অংশটা সন্তর্পণে পেরিয়ে চলে এলাম ডানদিক-বরাবর পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চলে যাওয়া ফুট-দেড়েকের মাটি-পাথর বিছানো পথের ওপর। বাঁদিকে পঞ্চাশ-

বাঁদিক থেকে তীব্র বেগে নেমে এসে আমাদের যাওয়ার রাস্তাটাকে আড়াআড়িভাবে চিরে দিয়ে ঝরনাটা পারেচু নালার সঙ্গে মিশেছে, তীব্র স্রোতের সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলেছে বড় বড় পাথরের টুকরো। তেনজিন হাফপ্যান্ট পরে নেমে পড়ল সেই হিমশীতল জলে।

ষাট ফুটের গভীর খাদ। ঘণ্টাখানেক চলার পরই শুরু হল তীব্র চড়াই। এঁকেবেঁকে উঠে যাওয়া খাড়াপথে দু-পা এগোলেই দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। অক্সিজেনের অভাবে তখন বুকের ভেতর হাপর চলছে, সঙ্গে চলছে পাস অতিক্রমের জন্য তীব্র মানসিক লড়াই। কুড়ি-ত্রিশ ফুট দূরত্বকেও মনে হয় যেন অনতিক্রম্য এক অনন্তকালের যাত্রা। প্রথমে নবীন, তারপর স্বপনদা, প্রদীপদা, পরেশদা সহ আমরা সবাই ধীরে ধীরে উঠে এলাম পাসের মাথায়। ঘড়ির কাঁটা তখন দশটা ছুঁই ছুঁই। ১৮,৩০০ ফুট উচ্চতার পারাং লা গিরিবর্ত্মের মাথায় তখন তীব্র হাওয়ার দাপটে দাঁড়ানো দায়। সার্থক বহুদিনের স্বপ্ন; আমরা দাঁড়িয়ে পারাং লা গিরিবর্ত্মের শীর্ষে। একটা চোর্তেনের মাথায় রংবেরঙের কাপড়ের টুকরো দিয়ে তৈরি পতাকায় মোড়া অঞ্চলটাই মূলত পাস হিসেবে গণ্য হয়। চারদিকটা পাথরে ঘেরা। তেনজিন নারকেল ফাটিয়ে পুজো দিল তাদের আরাধ্য ইষ্ট দেবতাকে, সঙ্গে উচ্চারিত মন্ত্রে তখন দেবস্থানের গাম্ভীর্যের সঙ্গে নম্রতা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, পবিত্রতা মিলেমিশে একাকার।

যখন চালু হয়নি উন্নত মানের যাতায়াত-ব্যবস্থা, তখন মূলত এই পারাং গিরিবর্ত্ম পেরিয়েই ব্যবসা-বাণিজ্য চলত স্পিতি ও পিন উপত্যকার সঙ্গে রুপসু উপত্যকা আর তিব্বতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের। সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক ভাবনার আদানপ্রদানে উভয় অঞ্চলের সমৃদ্ধিলাভের যোগসূত্র ছিল এই পাস। পাসের দক্ষিণ দিকে স্পিতির বড়া শিগরি অঞ্চলে হিমাচলের নাম না-জানা অসংখ্য শৃঙ্গ, মাথায় বরফের অলঙ্কার নিয়ে সগর্বে দণ্ডায়মান। আর উত্তরদিকে এক বিরাট গ্লেসিয়ার অঞ্চল ছাড়িয়ে রুপসু উপত্যকার বিস্তার। তীব্র হাওয়ার মধ্যে সেরে নেওয়া হল অল্প খাওয়াদাওয়া। আর দু-চোখ ভরে দেখে নেওয়া প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টিকে। 'জলদি চলিয়ে' তেনজিনের সতর্ক বাণীতে ফিরে আসে সম্বিৎ। নয়তো সূর্যের তাপে বরফ গলা শুরু হলেই ঘনিয়ে আসবে দুর্ভোগ। মালসমেত খচ্চর নিয়ে গ্লেসিয়ার পেরনো হয়ে উঠবে দুঃসাধ্য। গ্লেসিয়ারের ডানদিক ঘেঁষে বিশাল ঢাল বেয়ে লাঠির সাহায্যে শরীরের ভারসাম্য বজায় রেখে শুরু হল অবতরণের কঠিন লড়াই। পায়ের চাপে মচ মচ করে ভাঙতে থাকে শক্ত বরফের আস্তরণ। ইতিমধ্যে রোদের পরশে গলতে শুরু করেছে বরফের স্তর। কুল কুল বেগে বয়ে চলেছে পায়ের নীচ দিয়ে। দুয়েকটা ক্রিভাস সতর্কতার সঙ্গে পার করে পিছনে তাকাতেই দেখি খচ্চরগুলো প্রায় হাঁটু-সমান বরফের মধ্য দিয়ে অতিকষ্টে নেমে আসছে। তেনজিন-এর তীব্র শিসের ইশারায় আমরা শুরু করলাম বাঁদিক ঘেঁষে নামা। বাঁদিক দিয়ে অপেক্ষাকৃত সহজ পথে গ্লেসিয়ারের বরফাবৃত অঞ্চল এড়িয়ে নামার উদ্দেশ্যে পা ফেলতেই মাটি-পাথরসুদ্ধ পা ঢুকে গেল হাঁটু পর্যন্ত। অনুভব করলাম পায়ের নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে জল। ওপরের নরম মাটি-পাথরের আস্তরণের ওপর পা পড়তেই এই বিপত্তি। কোনওমতে পাথর আঁকড়ে ধরে শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে ওপরে তুলে উদ্ধার পেলাম এই বিপত্তি থেকে। আবার উঠে এলাম গ্লেসিয়ারের ওপর। ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে গ্লেসিয়ারের শেষ প্রান্ত থেকে শুরু হওয়া বিস্তীর্ণ অঞ্চলটা। গলে যাওয়া পিচ্ছিল বরফে বার বার

কোরজোকের পথে

পড়ে যেতে যেতে সামলে নিচ্ছি। এখন দাঁড়ানো মানা। ছোট্ট একটা নালা পেরিয়ে চলে এলাম বাঁদিকের বড় বড় বোল্ডারের রাজত্বে। এই নালাটাই আসলে নেমে আসছে মাটি পাথরের তলা দিয়ে, তারই ফাঁদে পড়ে আমাদের বিপত্তি ঘটেছিল খানিক আগে, দূর থেকে পিছন ফিরে দেখে নিলাম পারাং লা-কে শেষবারের মতো। গভীর নীল আকাশ আর শ্বেতশুভ্র বরফের পটভূমির মধ্য দিয়ে বিন্দুর মতো নেমে আসছে প্রদীপদা আর পরেশদা। এই বিশাল প্রকৃতির পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করা যায় আমরা কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য।

দুপুর দুটোয় নেমে এলাম একটা ঝরনার পাশে। ক্ষণিকের বিশ্রামের ফাঁকে হালকা খাওয়াদাওয়া সারা হল। এবার ঝরনাটা পেরোবার পালা। বাঁদিক থেকে তীব্র বেগে নেমে এসে আমাদের যাওয়ার রাস্তাটাকে আড়াআড়িভাবে চিরে দিয়ে ঝরনাটা পারে চু নালার সঙ্গে মিশেছে, তীব্র স্রোতের সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলেছে বড় বড় পাথরের টুকরো। তেনজিন হাফপ্যান্ট পরে নেমে পড়ল সেই

হিমশীতল জলে। দেখল জলের তীব্রতা, মেপে নিল তার গভীরতা। তারপর প্রেম আর আবরূপের সহযোগিতায় আমাদের পিঠে করে একে একে দায়িত্বের সঙ্গে পার করিয়ে দিল সেই ঝরনাটা। পারে চু নালাকে ডানদিকে রেখে এবার এগিয়ে চলা সামনের দিকে। প্রায় ঘণ্টাখানেক সহজ পথে হেঁটে ছোট একটা চড়াই চড়ে বাঁদিকে ঘুরতেই প্রকৃতির আপন নিয়মে অদৃশ্য হয়ে গেল পিছনে ফেলে আসা আস্ত গ্লেসিয়ারটা। সামনেই টাঙানো আমাদের টেন্ট। কোনও এক নাম না-জানা পাহাড়ের কোল বেয়ে নেমে আসা স্বচ্ছ পানীয় জলের সরু ধারাটাকে কেন্দ্র করেই খারচা কোমাতে আজ টানা হয়েছে যাত্রার ইতি। প্রচুর কাঁটা-ঝোপের জঙ্গল পেয়ে খচ্চরগুলো মনের আনন্দে উদরপূর্তিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে পৌঁছনো মাত্র।

১৭,৩০০ ফুট উচ্চতার খারচা কোমা থেকে রওনা হলাম সকাল সকাল। ভোরের হিমেল হাওয়ার শিরশিরানি গায়ে মেখে নেমে পড়লাম পারে চু নালার হিমশীতল জলে। দশ-বারোটি ধারায় বিভক্ত এই স্রোতস্বিনী প্রায় আধঘণ্টায় পেরিয়ে যখন তার ডানতটে পৌঁছলাম মনে হল যেন হাঁটু পর্যন্ত অস্তিত্বহীন। নদীর ডানতট ধরে সোজা সমতল পথ চলে গিয়েছে উত্তর দিকে। ধীরে ধীরে সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত হতে লাগল পুরো উপত্যকা। মাঝে মাঝে ফুটে থাকা দুয়েকটা জংলি ফুল জানাচ্ছে সবুজের ক্ষীণ অস্তিত্ব। নুড়ি পাথরের ফাঁক থেকে উঁকি মারা পাহাড়ি ছোট্ট গিরগিটি মুখ লুকিয়ে নিচ্ছে পাথরের খাঁজে। অস্পষ্ট পথরেখা কখনও। কখনও চলার পথে নদীটা বিশাল বাঁক নিয়ে দূরে সরে গিয়ে আবার চলে আসছে সামনে। নদীর বাঁ-তীরে দূর থেকে দেখা বিশাল সবুজ

ময়দান যেন মন ভালো করে দেওয়া মরূদ্যান। চলতে চলতে সামনে পথ আগলে দাঁড়াল পাহাড়। একটু এগিয়ে ডানদিকে ঘুরতেই আবার পাওয়া গেল স্পষ্ট পথরেখা। একটা হাম্প পেরিয়ে নেমে এলাম একটা প্রায়-সমতল অংশে। বৃষ্টিহীন এ অঞ্চলে মেঘের গর্জনে হঠাৎ যেন বৃষ্টির পূর্বাভাস। ধীরে ধীরে নীল আকাশের দখল নিল কালো মেঘপুঞ্জ। শুরু হল হালকা বৃষ্টি। হাঁটতে থাকি দ্রুতগতিতে। তেনজিন অভয়বাণী শোনায়— এটা ক্ষণস্থায়ী। প্রেম আর আবরূপ ঝোড়ো হাওয়া শুরু হওয়ার আগেই টেন্ট টাঙাবে বলে এগিয়ে গিয়েছে বহুদূর। বিস্তীর্ণ এই নুড়ি পাথরের বাঁদিকের ঢালু অংশটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তেনজিন দেখিয়ে দেয় তাংলাং লা যাওয়ার পথ উঠে গিয়েছে ধূসর ঝুরো পাথুরে পাহাড়টার গা বেয়ে। ৮ কিলোমিটার হেঁটে মাতাংয়ে উমাতে (১৬,৬০০ ফুট) যখন টেন্ট টাঙালাম, বৃষ্টি-শেষের মেঘমুক্ত নীল আকাশে তখন সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিমে।

পরদিন সকাল। ফেলে আসা ঢালু পথের পিছনে নীল আকাশের বুক চিরে উঁকি মারছে সদ্য বরফ পড়া দুটো নাম না-জানা শৃঙ্গ। সকাল আটটায় উতরাই পথে নেমে এলাম অনেকটা। ডানদিক থেকে নেমে আসা একটা নালা পেরিয়ে নুড়ি বিছানো নদীপথের ডানদিক ঘেঁষে এগিয়ে চলি। চারদিকের চোখধাঁধানো সৌন্দর্যে মন ভরে ওঠে অনাবিল আনন্দে। হাওয়া, সামান্য বৃষ্টি, তীব্র রোদের তেজ আর রাতের দিকে কমে যাওয়া তাপমাত্রার জন্য সংকোচন-প্রসারণের ফলে পাহাড়ের বিভিন্ন অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে এক অপরূপ শিল্পকর্মের। মনে হয় কোনও দক্ষ শিল্পী তার নিপুণ হাতে তিল তিল করে গড়ে তুলেছে এই শিল্পকর্ম, যেন কোনও ধ্বংসপ্রাপ্ত গুম্ফা অথবা রাজপ্রাসাদ। পারে চুর জলে আকাশের প্রতিচ্ছবি। এ পথ অসাধারণ সৌন্দর্যের খনি। প্রায় ১০০ ফুটের একটা চড়াই চড়ে উঠে এলাম পারে চু নালার তীর থেকে অনেক ওপরে। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকা রোদে তখন হালকা পোশাকও গায়ে রাখা দায়। সামনে এগোতেই দেখি যেন রাস্তাটা কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। পারে চুর তীব্র স্রোত গিলে নিয়েছে গোটা রাস্তাটাই। আধঘণ্টার চেষ্টায় নেমে এলাম নদীর কোল-বরাবর। আবরূপ আর প্রেম নেমে পড়ল আইস অ্যাক্স হাতে রাস্তা তৈরির কাজে। চল্লিশ মিনিটের অক্লান্ত পরিশ্রমে তৈরি রাস্তার প্রথম যাত্রী হলাম আমরাই। কোনওমতে একটা পা রাখার মতো বানানো রাস্তায় সামান্য অসতর্কতায় পা হড়কালেই পারে চু নালাতে পতন অনিবার্য।

দিনের তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি ছুঁই ছুঁই, রাতে প্রায় শূন্যের কাছাকাছি। প্রায় প্রত্যেকেরই নাক দিয়ে রক্ত পড়া শুরু হয়েছে দু-দিন আগে থেকেই। কায়িক শ্রমের শেষে এখানে বসেই সেরে নেওয়া হল হালকা খাওয়াদাওয়া। এপথে বোল্ডারের রাজত্ব অধিকার করেছে মাটি। ধীরে ধীরে পিছনের আকাশটা ছেয়ে গেল কালো মেঘে। মুহুর্মুহু বিদ্যুতের ঝলকানি, মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জন আর প্রবল বৃষ্টি মাথায় নিয়ে খাপ্পা ভুজের সুন্দর টেন্টিং গ্রাউন্ডে আমরা আস্তানা গাড়লাম আজকে রাতের মতো। উল্টোদিক থেকে আসছিল ফ্রান্স থেকে আগত জোনাথন নামে একটি ছেলে। কয়েকটা বই, কিছু ম্যাপকে সঙ্গী করে বেরিয়ে পড়েছে একাই। আমাদের আতিথ্য নিল। আদ্যন্ত বৌদ্ধধর্মপ্রাণ তেনজিন রোজকার মতো আজও দুলে দুলে মিঠে সুরে পড়তে শুরু করেছে বৌদ্ধ উপাসনা গ্রন্থ। গরম গরম লুচি তরকারি খেতে খেতে আড্ডা মেরে ১৫,৮০০ ফুট উচ্চতার টেন্টে যখন স্লিপিং ব্যাগে ঢুকছি, রাত তখন নটা।

তেনজিনের গুড মর্নিং সম্ভাষণে ঘুম ভেঙে দেখি জোনাথন খাওয়াদাওয়া সেরে প্রস্তুত সকাল সকাল হাঁটা শুরু করবার জন্য। ওকে বিদায় আর সাফল্যের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা তোড়জোড় শুরু করলাম এগিয়ে যাওয়ার জন্য। সকাল আটটা, ডানদিক থেকে রুক্ষ পাহাড়ের বুক চিরে বয়ে আসা নালাটা পেরিয়ে যখন হাঁটতে শুরু করলাম, সারিবদ্ধ পাহাড়ের ঢেউয়ের ফাঁক দিয়ে তির্যক আলো এসে খেলা শুরু করেছে পারে চুর ঢেউয়ের ওপর। নদীর ডানতট ধরে এ এক আনন্দময় পদযাত্রা। নীল আকাশে সাদা মেঘের সম্ভারে শরতের ছোঁয়া। রুক্ষ জমিতে হলুদ-সাদা ফুলের এক অপরূপ প্রাকৃতিক বাগানের মধ্য দিয়ে পথ গিয়েছে পূর্বদিক-বরাবর। পারে চু-কে বাঁদিকে রেখে উঠে আসি অনেকটা উঁচুতে ডানদিক-বরাবর। দূরে বাঁদিকের পাহাড়ে কোথাওবা শ্যাওলা রঙের আধিক্য আবার কোথাও তা বাদামি অথবা হালকা খয়েরি রঙের দখলে। এ এক রঙিন বৈচিত্রময় পাহাড়ের রাজত্ব, সমগ্র ভূ-ভারতে তা বিরল। সবুজহীন পাহাড়ের এমন আকর্ষণ উপেক্ষা করবে কার সাধ্য! ট্রেকিং করতে এসে সৌন্দর্য-খোঁজা মানুষদের কাছে এ জায়গা আদর্শ। বহু দূর থেকে নজরে আসে কিছু টেন্ট। কাছে যেতেই দেখা হয় আগের দিন বিকেলে পরিচিত হওয়া দলটার সঙ্গে। মা, বাবা আর তাদের একমাত্র ছেলে এসেছে ইংল্যান্ড থেকে। গতকাল বিকেলে চা-বিস্কুট সহযোগে ওরা আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করেছিল, আজ তা ফিরিয়ে দিতে চায় এই সুযোগে। চা খেয়ে ওদের ধন্যবাদ দিয়ে এগিয়ে চলি সামনের দিকে।

ঘণ্টাখানেক হাঁটার পরই আকাশে ধূসর মেঘের আবির্ভাব। গোটা দল থমকে দাঁড়াল পারে চু নালার তীরে। জায়গাটার নাম নরবোসুমদো। এখানে থেকেই পারে চু নালাকে পেরিয়ে হিমাচল প্রদেশকে বিদায় জানিয়ে আমরা প্রবেশ করব জম্মু-কাশ্মীরের রুপসু উপত্যকায়। ডানদিকে বাঁক নেওয়া পারে চু-র গন্তব্য চুমুর হয়ে চিন। সুমদো অর্থাৎ দুটো পথের মিলনস্থলে নদী ভাগ হয়ে গিয়েছে সাতটি ধারায়। প্রথম পাঁচটা কোনওমতে পেরিয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম শেষদুটোর ক্ষেত্রে। কোমর পর্যন্ত জলের পাহাড়ি স্রোতস্বিনী নদীর তীব্র স্রোত, টের পেলাম জলে নেমে। সারাদিনের তীব্র রোদে বরফ গলে পড়ন্ত বিকেলে নদীকে করে তুলেছে পূর্ণযৌবনা। একে অপরের হাত শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম। পা ফেলতেই নীচ থেকে সরে যাচ্ছে পাথর। হিমশীতল জলের দুর্বার গতি যেন ছিটকে ফেলে দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে আমাদের। প্রকৃতির সঙ্গে এই অসম লড়াই জিতে উঠে এলাম তীরে। প্রবল বেগে প্রবাহিত জলস্রোত একটা খচ্চরকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রায় ত্রিশ ফুট দূরে ডাঙায় এনে তুলল। গাইডের প্রসন্ন, চিন্তাহীন হাসিখুশি মুখ দেখে অনুমান করা যায় এ পথের শেষ বড় বাধাটাও আমরা অতিক্রম করলাম এইমাত্র। দূর থেকে হরিণজাতীয় তিনটি প্রাণী দেখে এগিয়ে চললাম দ্রুত। এগোতেই বুঝি ওগুলো কিয়াং। যেন রুপসুতে আমাদের স্বাগত জানাতে দণ্ডায়মান। ভারতবর্ষের মাত্র কয়েকটা জায়গাতেই দেখা যায় সুঠাম চেহারার এই বুনো গাধাকে।

এদিকে আচমকাই দমকা হাওয়া আর টুপটাপ বৃষ্টির সঙ্গে নেমে এল অকাল-সন্ধ্যা। কোনওমতে বর্ষাতি চাপিয়ে চলতে থাকি বাঁদিকে। কিয়াংগুলো অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আমাদের দিকে। মিনিট ত্রিশেক হাঁটার পরই বিস্তীর্ণ সবুজ উপত্যকার নরবোসুমদোতে আজকের যাত্রাবিরতি। ১৫,২৯৮ ফুট উচ্চতার এই ঢেউখেলানো উপত্যকা যেন সবুজ কার্পেটে মোড়া। ফুটে আছে অসংখ্য ছোট ছোট নাম না-জানা রঙিন ফুল। বৃষ্টিস্নাত নির্মল বিকেলে গর্তের ভেতর থেকে উঁকিঝুঁকি মারা মার্মোটের দল যেন তাদের জগতে বিনা অনুমতিতে প্রবেশকারীদের পরখ করে নিচ্ছে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে।

আজ ২ আগস্ট বৃহস্পতিবার, পূর্ণিমার নিটোল চাঁদ তার স্নিগ্ধ আলোকমালায় চরাচর ভাসিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে এল পাহাড়ের কোল থেকে। রুপসু উপত্যকা তখন তার রূপ, রং, রস, গন্ধ, বর্ণের ছটায় এক মায়াবী স্বপ্নের জগৎ। জগতের বাইরে এ-এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের সমারোহ। বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি মোহাবিষ্ট হয়ে। এবার খাবার খেয়ে ঢুকে পড়া

স্লিপিংব্যাগের উষ্ণ আশ্রয়ে।

দক্ষিণ-পূর্ব লাদাখের রুপসু উপত্যকায় দেখা পাওয়া যায় আদিম জনজাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধি চাংপাদের। জাঁসকার গিরিশিরা আর সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চলের এই অংশে অস্থায়ী তাঁবু বানিয়ে কিছুদিনের জন্য সংসার পাতে এরা। যদিও আমরা তাদের দেখা পাইনি, তবে, বহু জায়গায় এদের অস্থায়ী বসবাসের চিহ্ন রয়েছে।

সবুজ প্রান্তর ছাড়িয়ে এগিয়ে চললাম পরদিন। শুরু হল নুড়ি পাথরের বিস্তীর্ণ উপত্যকা। সেটি ধীরে প্রসারিত হতে থাকায় হাতের কাছে থাকা রঙিন পাহাড়গুলো দূরে সরতে লাগল। অনন্তের মাঝে পথ হারানো পথিকের মতো এগিয়ে চলি তেনজিনকে অনুসরণ করে। এরই মাঝে উল্টোদিক থেকে আসা কয়েকজনের সঙ্গে তেনজিন বসে সেরে নিল ঘোড়া কেনাবেচার আলোচনা। ঘণ্টাতিনেক চলার পর সহসা একফালি সবুজের মাঝে চরে বেড়াতে দেখলাম খানদশেক কিয়াংয়ের একটা দলকে। তারই পিছনে নীল জলরেখা দেখে দাঁড়িয়ে পড়ি। অবশেষে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে সোমোরিরি। ১৪,১২৭ ফুট উচ্চতায় এক আশ্চর্য কাব্যময়তা নিয়ে হিমালয়ের কোলে বিরাজমান প্রাকৃতিক বিস্ময় সোমোরিরি। কল্পনায় এঁকে রাখা সোমোরিরির ছবি ছাপিয়ে এ এক নতুন আবিষ্কার। রংবেরঙের পাহাড়ের পায়ের গোড়া থেকে তীব্র তুঁতে রঙের এই বিপুল জলরাশি এক বিস্ময়ের ভাণ্ডার। মনে হল, সার্থক জীবন, এতদিনের শ্রম যেন শেষ মুহূর্তে পেল তার পূর্ণতা। মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে গিয়ে পরিযায়ী পাখিদের আলতোভাবে সোমোরিরির জলে ভেসে পড়া যেন এক কল্পনার জগতের ছবি। ৩৫ কিলোমিটার লম্বা আর সর্বোচ্চ ১২ কিলোমিটার চওড়া সোমোরিরির পূর্বতটে চমসের কাংরি আর লামসের কাংরি বরফ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে স্ব-মহিমায়। বাঁদিক থেকে বয়ে আসা বহুধাবিভক্ত ফিরসে ফু নালার জলে পরিপুষ্ট সোমোরিরি। নালাটা পার করেই পড়েছে আমাদের তাঁবু। পড়ন্ত বিকেলের মায়াবী আলোয় সোমোরিরির ঢেউ গুনতে গুনতে খেয়ালই করিনি বিকেল গড়িয়ে সন্ধের আগমন। তীব্র হাওয়ার দাপটে দোদুল্যমান টেন্টের দরজা খুলে চেয়ে থাকি সরোবরের দিকে। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে ঠান্ডা হাওয়া, গভীর হয় রাত, শুধু কাটতে চায় না বিস্ময়ের ঘোর।

সকালে রোদ ওঠার আগেই বেরিয়ে পড়ি। কিয়াংদাম (১৪,৯২৭ ফুট) থেকে কোরজোক পর্যন্ত নেই কোনও পানীয় জলের উৎস। সরোবরের পশ্চিমতীর ধরে এগিয়ে চলি উত্তর দিকে। পিছনে পড়ে থাকে বিস্তীর্ণ নুড়ি বিছানো রুক্ষ উপত্যকা। পশ্চিমতীরে মাতাশৃঙ্গকে ছাড়িয়ে ঢুকে পড়ি বালির রাজত্বে। কাটতে থাকে সময় আর সোমোরিরির বুকে চলতে থাকে রং বদলের খেলা। তটে আছড়ে পড়ে ঢেউ। স্বচ্ছ জলের তলায় নুড়ি পাথরের অস্তিত্ব চোখে পড়ে বহুদূর পর্যন্ত। উঠে যাই খাড়া একটা পাহাড়ে। আগে নীচ দিয়ে পথ থাকলেও আজ তা সোমোরিরির গর্ভে। ওপর থেকে দেখলে আরও ভালো বোঝা যায় জলের রঙের বৈচিত্র। কোনও আগাম সংকেত না দিয়েই কোথা থেকে জুটে গেল কালো মেঘ, শুরু হল বৃষ্টি। বাঁদিকের পাহাড়ের কোল বেয়ে নেমে আসতে থাকল ঘোলা জলধারা। সোমোরিরির জল তখন নিকষ কালো। বড় বড় স্লেটপাথরে গৌতম বুদ্ধের খোদাই করা বাণীর স্তূপ চোখে পড়ে মাঝে মাঝেই। আবরূপ দূর থেকে দেখিয়ে দেয় উড়ন্ত লাল পতাকা। ওটাই কোরজোক গ্রামের শুরু। একটা চড়াই চড়ে উঠে আসি পতাকাটার সামনে। পিছন ফিরে দেখে নিই আমাদের ফেলে আসা পথটাকে।

এখানে গাড়ি যাতায়াত করে নিয়মিত। ছোট্ট সাজানো-গোছানো কোরজোক গ্রাম যেন দাঁড়িয়ে আছে ছবির মতো। ডানদিকে সবুজ খেত আর বাঁদিকে রুক্ষ পাহাড়ের বুক চিরে চলে যাওয়া পথ ধরে এগিয়ে একটা ব্রিজ পেরিয়েই পড়েছে আমাদের তাঁবু। বিকেল সাড়ে চারটে। একে অপরকে আলিঙ্গনের মাধ্যমে শেষ হল ট্রেক। ফোনে খবর পেলাম শ্যামলদা লে শহরে পৌঁছে গিয়েছে সুস্থ শরীরেই।

পরদিন চলে এলাম লে। একদিন ওখানে কাটিয়ে এবার যাত্রা কার্গিল, শ্রীনগর, জম্মু।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কখন যাবেন

জুলাই-আগস্ট ট্রেকের জন্য আদর্শ সময়।
মানালি থেকে কাজা পর্যন্ত রাস্তা অসাধারণ। এপথের সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করাই শ্রেয়।
কোরজোকে ট্রেক শেষ করার পরই শুরু করুন লে যাওয়ার জন্য গাড়ি খোঁজার কাজ। এপথে বাস চলে মাসে মাত্র দু-দিন।
আই এম এফ পারমিশন আবশ্যিক।

অনুমতির জন্য

এ ডি সি-র কাছ থেকে অনুমতিপত্রের জন্য তিনকপি পাসপোর্ট অথবা স্ট্যাম্প সাইজের ছবি এবং ভোটার পরিচয়পত্র, ইনার-লাইন পারমিট অবশ্যই সঙ্গে রাখতে হবে (ওরিজিনাল এবং জেরক্স)।

মনে রাখবেন

যাবতীয় জিনিসপত্র মানালি থেকে কিনে নেওয়াই ভালো। কাজাতেও প্রয়োজনীয় সব জিনিসই পাওয়া যায়। যদিও দাম অনেকটাই বেশি। কিব্বের গ্রামে একদিন কাটিয়ে আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে তবেই যাত্রা শুরু করা ভালো। এই ট্রেক কিব্বের অথবা কোরজোক দু-দিক থেকে শুরু করা গেলেও কোরজোকের দিক থেকে গাইড ও পোর্টার পাওয়া অসুবিধার। কিব্বের থেকে শুরু করে শেষে সোমোরিরির মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতিটাই আলাদা।
প্রতিনিয়ত যাতায়াতের পথ পরিবর্তন হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ করে পাস ক্রস করার পরে।
খচ্চরের পিঠে যাবতীয় মাল চাপিয়ে খালিহাতেও করা যায় এই ট্রেক।

সঙ্গে রাখবেন

কোকা (হোমিওপ্যাথি) এবং ডায়ামক্স (অ্যালোপ্যাথি) ওষুধ দুটো শ্বাসকষ্টের জন্য সঙ্গে রাখুন।
কিচেন টেন্ট আবশ্যই সঙ্গে রাখবেন।

গাইডের জন্য যোগাযোগ

TANZIN CHHERING LAMA
V.P.O.: KIBBER, TEH-KAZA
DIST: LAHUL AND SPITY
HIMACHAL PRADESH-172 114
☎ 019062-00378, 094187-19247

গরমে আমরা ফুল বিক্রি করি
শীতে করি বরফ

Endeavour TOURS

Authorised booking Agent of Sikkim Govt. Hotel

'সিকিম নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করছেন সিকিম পর্যটনের প্রাক্তন অফিসার শ্যামলকুমার ভৌমিক। তাঁর সংস্থা 'এন্ডেভার ট্যুরস' সিকিম স্পেশ্যালিস্ট'

NORTH SIKKIM PACKAGES
Available Daily
1N /2 Days (Yumthang) - 1600/- per head.
2N /3 Days (Yumthang, G-Dongmar) - 3200/- per head.
3N /4 Days Available for exclusive package only.

Hotel & Resort of Sikkim

Gangtok	Biksthang	Uttarey
Ravangla	Rinchenpong	Yoksom
Pelling	Kaluk	Okhrey
Rumtek	Hee	Versay
Borong	Bermiok	Soreng
Namchi	Chayataal	Temi Tea Garden

BHUTAN Phuntsholing, Thimpu, Paro, Punakha
ORISSA, KERALA
WEST BENGAL Darjeeling, Kalimpong, Lava, Lolegaon, Rishyap, Dooars
Contact for: Family Packages, Transport, Sikkim Silk Route Tour.

Contact: S. K. Bhaumik
Swati Bhaumik
Member TAAB
1, Indra Roy Road, Bhawanipur
Opp. Indira Cinema, Kol-700 025.
Ph: (033) 2486-0583, 98364 64632
98311 07246, 98303 06159
Email: endeavourtour@yahoo.co.in
Website: www.endeavourtour.net

ITC
100
Inspiring Years

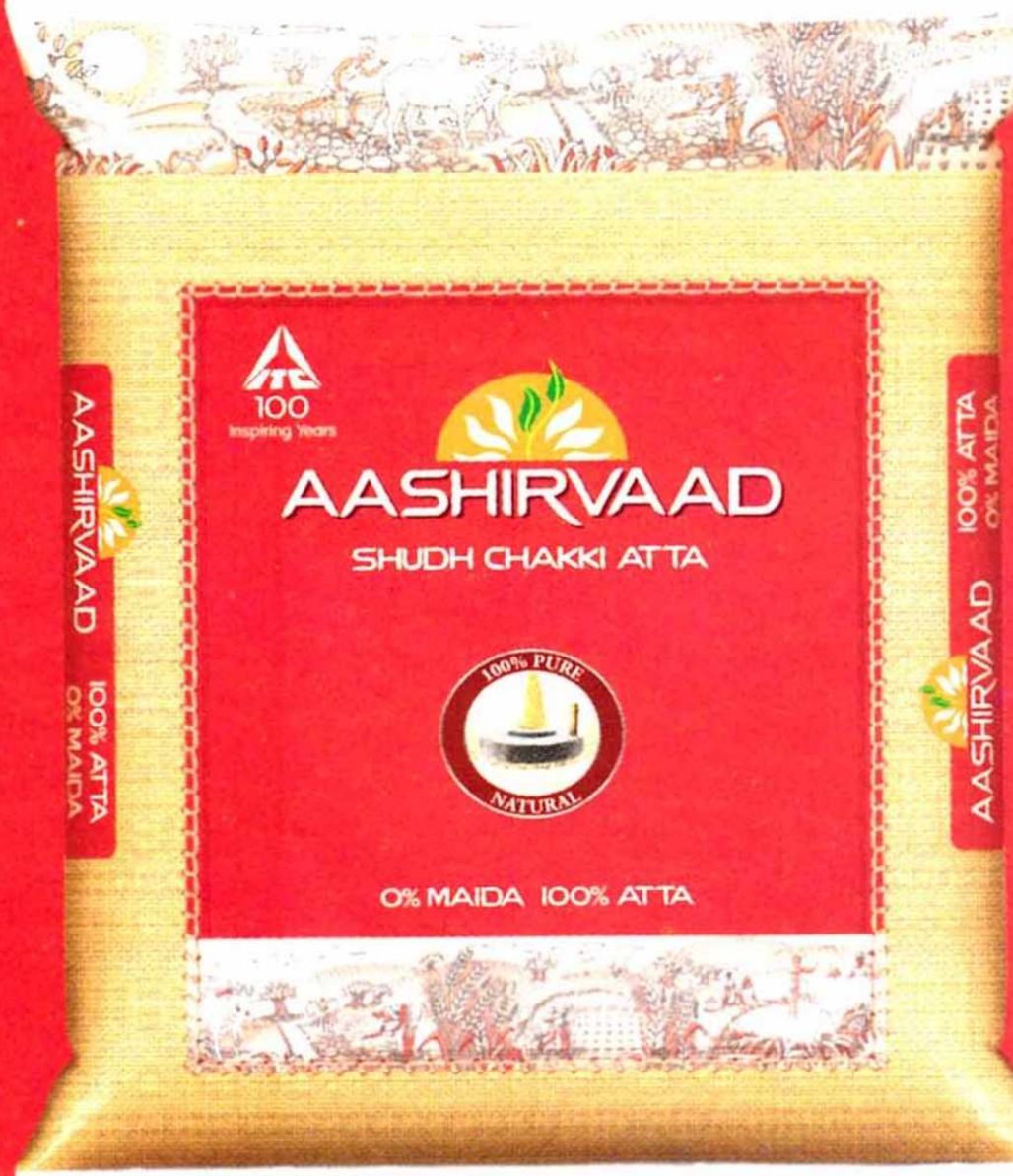

*All India (Urban) Market Share based on Nielsen Retail Audit MAT February 2013

India's No.1* Atta

AASHIRVAAD

সর্বসেরা আপনার প্রাপ্য

আমরা বুঝি যে আপনি নিজের পরিবারকে সবথেকে ভাল জিনিস দেওয়ার জন্যে অধিক যত্ন নেনা আর সেইজন্যেই আমরা সবরকম ভাবে আপনাকে নিশ্চিত করছি যে আপনি সবথেকে ভালটাই পাবেন।

বাছাই করা গম সারা ভারতের 4000 এরও বেশী ITC গম সোর্সিং সেন্টার থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

সেরা মান বজায় রাখতে উন্নত পদ্ধতিতে তিনবার পরিষ্কার করা হয়।

নরম এবং সুস্বাদু রুটি যা আপনাকে রাখবে সুস্থ ও সবল।

@ Visit us at www.Aashirvaad.com f Like us at www.facebook.com/Aashirvaad

ভ্রমণজিজ্ঞাসা

এবছর জয়পুরে তীজ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ৯-১০ আগস্ট।

□ এবার পুজোর ছুটিতে নিজেদের উদ্যোগেই ত্রিপুরা ভ্রমণে যাব। ঊনকোটিতে থাকার কি কোনও সরকারি ব্যবস্থা আছে? আগরতলা থেকে পিলাক যাওয়ার জন্য কি বাস পাওয়া যাবে? এখানে থাকার কি ব্যবস্থা আছে?

□□ ঊনকোটিতে রাত্রিবাসের কোনও ব্যবস্থা নেই। ঊনকোটি থেকে জেলাসদর কৈলাশহর মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে। এখানে থাকার জন্য রয়েছে **ঊনকোটি ট্যুরিস্ট লজ**। এখানে নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৫০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৭০০ টাকা, এ সি ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৮৫০ টাকা, এ সি স্যুইটের ভাড়া ১,৫০০ টাকা। এছাড়া আগরতলা থেকে সকালের ট্রেনে ১৪১ কিলোমিটার দূরবর্তী ধর্মনগর এসে ধর্মনগর থেকে গাড়িভাড়া করে ঊনকোটি দেখে আবার ধর্মনগর ফিরে সেখানেই রাত্রিবাস করা যায়। ধর্মনগর থেকে ঊনকোটির দূরত্ব ২০ কিলোমিটার। ধর্মনগরে রাত্রিবাসের জন্য রয়েছে পর্যটন দপ্তরের **জুরি ট্যুরিস্ট লজ**। এখানে নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৫০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৭০০ টাকা, এ সি ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৮৫০ টাকা। আগরতলা থেকে সরাসরি গাড়িভাড়া করে পিলাক যেতে পারেন। এছাড়া পিলাক যেতে হলে আগরতলার নাগেরজেলা বাসস্ট্যান্ড থেকে সাব্রুমগামী বাসে উঠতে হবে আর নেমে পড়তে হবে জোলাইবাড়ি নামের জায়গায়। জোলাইবাড়ি থেকে পিলাকের দূরত্ব মাত্র দুই কিলোমিটার। জোলাইবাড়িতে রয়েছে ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের **পিলাক ট্যুরিস্ট লজ**, এখানে নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৪৫০ টাকা, ছয়শয্যার ডর্মিটরির শয্যাপ্রতি ভাড়া ১০০ টাকা। ত্রিপুরা ভ্রমণসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

ট্যুরিস্ট ইনফর্মেশন অফিসার
ত্রিপুরা ভবন
১, প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২৮২-৫৭০৩, ২২৮২-০৬২৪

এছাড়া প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের আগরতলার অফিসে, যার অবস্থান কুঞ্জভবন এলাকায়, রাজভবনের বিপরীতে (☎০৩৮১-২৩২৫৯৩০)।

□ শিলিগুড়ি থেকে কীভাবে বার্সে গেলে সুবিধা হবে? এখানে কোথায় থাকব, এব্যাপারে জানালে উপকৃত হব?

□□ শিলিগুড়ি থেকে জোড়থাং, সোমবারিয়া হয়ে ওখরে বা হিলে চলে আসুন। হিলে থেকে সাড়ে ৪ কিলোমিটার ট্রেক করে বার্সে। সাধারণ ট্রেকপথ, চড়াই সেরকম নেই বললেই চলে। তবে শিলিগুড়ি থেকে একদিনে বার্সে না এসে ওখরে বা হিলেতে একরাত থেকে পরদিন বার্সে আসাই ভালো।

বার্সেতে থাকার জন্য রয়েছে **গুরাসকুঞ্জ** (☎৯৮৩৬৪-৬৪৬৩২), অ্যাটাচড বাথ সহ দুটি দ্বিশয্যার ঘর আছে। এখানে থাকা-খাওয়া নিয়ে দুজনের খরচ পড়বে ২,২০০ টাকা প্রতিদিন। এছাড়া ২৮টি শয্যা সহ ডর্মিটরিতে থাকা-খাওয়া নিয়ে জনপ্রতি খরচ পড়বে ৭৭০ টাকা। এছাড়া কাছেই আছে **ফরেস্ট ব্যারাক** (☎৯৭৩৩০-৬৫৯৩৭)। এখানে অ্যাটাচড বাথ সহ একটি দ্বিশয্যার ঘর আছে। থাকা-খাওয়া নিয়ে দুজনের খরচ পড়বে ২,২০০ টাকা প্রতিদিন। এছাড়া চারটি (নন-অ্যাটাচড বাথ) ঘর আছে। থাকা-খাওয়া নিয়ে জনপ্রতি ভাড়া ৭৭০ টাকা।

□ এবছর জয়পুরে তীজ উৎসব কবে অনুষ্ঠিত হবে? এই শহরের অন্যান্য দ্রষ্টব্যস্থানগুলি কী কী? জয়পুর থেকে আজমিরের দূরত্ব কত? এপথে বাস পাব? আজমির থেকে কি দিনে দিনেই পুষ্কর ঘুরে আসা যায়?

□□ এবছর জয়পুরে তীজ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ৯-১০ আগস্ট। পিঙ্ক সিটি জয়পুরের দ্রষ্টব্য অনেক। প্রথমেই দেখুন সিটি প্যালেসের চোখধাঁধানো স্থাপত্যশৈলী। প্রাসাদের মহলগুলি আজ মিউজিয়ামে রূপান্তরিত। একাংশে আজও থাকেন রাজপরিবারের সদস্যরা। প্রাসাদের কাছেই রয়েছে যন্তরমন্তর মানমন্দির। এখানে দেখবেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধরণের যন্ত্র। জয়পুরের হাওয়ামহল প্রাসাদ শহরের ল্যান্ডমার্ক। এখানেও একটি সংগ্রহশালা রয়েছে। শহরের অন্যান্য দ্রষ্টব্য জলমহল, কনকবৃন্দাবন মন্দির, অ্যালবার্ট হল মিউজিয়াম, বিড়লা মন্দির, স্বর্গশূলী মিনার। শহরের দ্রষ্টব্যস্থানগুলি ঘুরে দেখতে গাড়ি বা অটো ভাড়া করে নিতে পারেন। রাজস্থান ট্যুরিজমের কন্ডাক্টেড ট্যুর রয়েছে শহর ঘোরার জন্য। শহরের বাইরে দেখবেন অম্বর দুর্গ, জয়গড় দুর্গ ও নাহারগড় দুর্গ। এই তিন দুর্গ দেখতেও গাড়ি বা অটো ভাড়া করে নিন। মাওটা হ্রদ-লাগোয়া টিলার মাথায় অম্বর দুর্গের অবস্থান। ভেতরের মহলগুলি দেখার মতো। এছাড়াও রয়েছে শিলামাতার মন্দির। পাহাড়ের মাথায় জয়গড় দুর্গে দেখবেন জয়বান কামান। এটি প্রায় ২০ ফুট লম্বা। অম্বরের পাশেই এই দুর্গের অবস্থান। নাহারগড় দুর্গটিও পাহাড়ের ওপর বানানো। জয়পুর থেকে আজমির ১৩২ কিলোমিটার। হরদম বাস যাচ্ছে এই পথে। ট্রেনও আসছে জয়পুর থেকে আজমিরে। বাসস্ট্যান্ড থেকে স্টেশন ২ কিলোমিটার দূরে। আজমির থেকে সড়কপথে পুষ্কর ১১ কিলোমিটার দূরে। এই পথে বাস, অটো, গাড়ি যাচ্ছে। আজমির থেকে দিনে দিনেই পুষ্কর ঘুরে আসতে পারেন।

□ অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে পেঞ্চ অরণ্যে যেতে চাই। ঔরঙ্গাবাদ থেকে নাগপুর যাওয়ার কী কী ট্রেন আছে? নাগপুর থেকে পেঞ্চ অরণ্যের দূরত্ব কত? গাড়িতে কত সময় লাগে? পেঞ্চে থাকার জন্য কয়েকটি ভালো হোটেলের সন্ধান দিলে উপকৃত হব।

□□ ঔরঙ্গাবাদ থেকে ১১০৪৫ দীক্ষাভূমি এক্সপ্রেস (শুক্রবার) বিকেল ৫টা ২৫ মিনিটে ছেড়ে নাগপুর পৌঁছয় পরদিন সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে। এছাড়া ১১৪০১ নন্দীগ্রাম এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঔরঙ্গাবাদ থেকে প্রতিদিন রাত ১১টা ৪০ মিনিটে ছেড়ে নাগপুর পৌঁছয় পরদিন বিকেল ৪টে ১৫ মিনিটে। নাগপুর থেকে পেঞ্চ অরণ্য মোটামুটি ৯৫ কিলোমিটার। গাড়িতে আড়াই ঘণ্টা মতো সময় লাগে। পেঞ্চে থাকার জন্য রয়েছে মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের **হোটেল কিপলিংস কোর্ট** (☎০৭৬৯৫-২৩২৮৩০/৫০), এয়ারকুলড ঘরের ভাড়া ৩,৬৯০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৪,৬৯০ টাকা, এ সি ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৫,৬৯০ টাকা, ১২ শয্যার ডর্মিটরির শয্যাপ্রতি ভাড়া ১,০৯০ টাকা। (ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনারের খরচ ধরা আছে)। এছাড়া রয়েছে বনবিভাগের বাংলো (☎০৭৬৯২-২২৩৭৯৪), ভাড়া ১,২০০-২,০০০ টাকা।

প্রাইভেট হোটেল: **জঙ্গল হোম** (☎৯৮৩০৩-৭১৭৪৪), ভাড়া ৮৫০০ টাকা (ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে) থেকে ১৫,০০০ টাকা

(ব্রেকফাস্ট, ডিনার এবং জাঙ্গল সাফারির খরচ ধরা আছে)। **মোগলিজ ডেন** (☎০৭৬৯৫-২৩২৮৩২), ভাড়া ২,৮০০ টাকা (ট্যাক্স অতিরিক্ত)। **জঙ্গল ক্যাম্প** (☎০৭৬৯৫-২৩২৮১৭), থাকা-খাওয়া নিয়ে দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৮,০০০ টাকা এবং থাকা-খাওয়া নিয়ে টেন্ট ও কটেজের ভাড়া ৯,০০০ টাকা।

□ সেপ্টেম্বরের শেষে সপরিবারে উটি, কোদাইকানাল, কন্যাকুমারী বেড়াতে যাব। তামিলনাড়ু পর্যটনের হোটেলে থাকব। ভাড়া কীরকম?

□□ উটিতে রাজ্য পর্যটনের হোটেল তামিলনাড়ু-র দুটি ইউনিট আছে। **ইউনিট-১** (☎০৪২৩-২৪৪৪৩৭০-৭৭), দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৮০০ টাকা, ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,০০০ টাকা, স্যুইটের ভাড়া ১,১০০ টাকা, কটেজের ভাড়া ১,৫০০ টাকা, পেইন্ট হাউসের ভাড়া ১,৬০০ টাকা। **ইউনিট-২** (☎০৪২৩-২৪৪৩৬৬৫), দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৬৫০ টাকা, আটশয্যার ফ্যামিলি রুমের ভাড়া ১,০০০ টাকা, ডর্মিটরির শয্যাপ্রতি ভাড়া ১৪০ টাকা। কোদাইকানালে রয়েছে **হোটেল তামিলনাড়ু** (☎০৪৫৪২-২৪১৩৩৬—৩৯), দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৮০০ টাকা, ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,১০০ টাকা, কটেজের ভাড়া ১,৪০০ টাকা, স্যুইটের ভাড়া ১,৫০০ টাকা, পাঁচশয্যার ফ্যামিলি রুম কটেজের ভাড়া ১,৬০০ টাকা, সাতশয্যার ফ্যামিলি রুমের ভাড়া ১,৭০০ টাকা, কুরুঞ্জি কটেজের ভাড়া ২,০০০ টাকা, ডর্মিটরি (কমন টয়লেট) শয্যাপ্রতি ভাড়া ১৫০ টাকা (সঙ্গে ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে)। কন্যাকুমারীতে রয়েছে রাজ্য পর্যটনের **হোটেল তামিলনাড়ু** (☎০৪৬৫২-২৪৬২৫৭/৫৮), নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৪৫০-১,০০০ টাকা, নন-এ সি তিনশয্যার ফ্যামিলি রুমের ভাড়া ৮০০ টাকা, চারশয্যার ফ্যামিলি রুমের ভাড়া ১,০০০ টাকা, ছয়শয্যার ফ্যামিলি রুমের ভাড়া ১,৫০০ টাকা, দ্বিশয্যার স্যুইটের ভাড়া ১,৭০০ টাকা, এ সি টুইন কটেজের ভাড়া ১,৫০০ টাকা, সুপার ডিলাক্স কটেজের ভাড়া ২,৫০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৬০০ টাকা।

□ সপরিবারে দার্জিলিং যাব। দার্জিলিংয়ে থাকার কয়েকটি ভালো হোটেলের সন্ধান দিলে ভালো হয়।

□□ দার্জিলিংয়ে রয়েছে রাজ্য পর্যটনের **ট্যুরিস্ট লজ**। মেন বিল্ডিংয়ে ভাড়া ২,১৬০ টাকা থেকে ৩,০০০ টাকা। অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ে স্ট্যান্ডার্ড দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৯০০ টাকা থেকে ১,০০০ টাকা, চারশয্যাঘরের ভাড়া ১,১০০ টাকা থেকে ১,২০০ টাকা, পাঁচশয্যাঘরের ভাড়া ১,৩০০ টাকা।

ওয়েবসাইট: www.westbengaltourism.gov.in

এছাড়াও রয়েছে দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলের **ট্যুরিস্ট লজ** (☎৯৯৩৩৭-৯৯৩৮১), দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২,০০০ টাকা, পাঁচশয্যাঘরের ভাড়া ২,৬৫০ টাকা।

প্রাইভেট হোটেল: **দার্জিলিং প্যালেস** (☎৯৭৩৩০-৬৪৩৩৪), ভাড়া ২,০০০-৩,০০০ টাকা। **মোহিত**, ভাড়া ২,৮০০-৪,০০০ টাকা। **সানফ্লাওয়ার**, ভাড়া ২,০০০-৪,৫০০ টাকা। বুকিং: ☎৯৪৩৩৮-১৩৬৭৮

অ্যালপাইন, ভাড়া ৯০০-১,২০০ টাকা। **সোনালি**, ভাড়া ৮০০-১,৫০০ টাকা। বুকিং: ☎২২৩১-৮০১৯

মনোকামনা, ভাড়া ১,০০০-১,৮০০ টাকা। **রক ভিল**, ভাড়া ১,৪০০-২,০০০ টাকা। বুকিং: ☎৯৮৩০১-৮৯৭৭৮

আনন্দম, ভাড়া ৬৫০-১,০৫০ টাকা। **জোড়িয়াক**, ভাড়া ১,৪০০-১,৮০০ টাকা। বুকিং: ☎৯৮৩১-৭০৮২৮

ফেয়ার মন্ট (☎২২১২-৭৩০১), ভাড়া ১,৬৫০-২,৪৫০ টাকা।

□ দিন পনেরোর ছুটিতে আট সদস্যের একটি দল নিয়ে কাশ্মীর ভ্রমণে যাব। দলে তিনটি বাচ্চা ও একজন বৃদ্ধা আছেন। বৈষ্ণোদেবী দর্শনের খুব ইচ্ছা। একটি ভ্রমণসূচি তৈরি করে দিলে সুবিধা হয়।

□□ হাওড়া বা কলকাতা স্টেশন থেকে জম্মু যাওয়ার ট্রেন পাবেন। জম্মু থেকে ভ্রমণ শুরু করুন। যাত্রার তৃতীয় দিন জম্মু পৌঁছে বিশ্রাম নিতে পারেন অথবা এখানকার দ্রষ্টব্যগুলি ঘুরে নিতে পারেন। জম্মু লোকাল সাইট সিয়িংয়ের জন্য অটো বা মারুতি ভাড়া করাই ভালো। চতুর্থ দিন জম্মু থেকে বাস বা গাড়ি ধরে চলে আসুন কাটরা। দূরত্ব ৪৮ কিলোমিটার। কাটরা থেকে বেরিয়ে পড়ুন বৈষ্ণোদেবীর দিকে। পায়ে হেঁটে যেতে হবে ১৪ কিলোমিটার। এপথে হেঁটে যেতে পারেন, ঘোড়ার পিঠেও যেতে পারেন, অথবা ডুলিতেও যেতে পারেন। আবার কাটরা থেকে বৈষ্ণোদেবীর হেলিকপ্টার সার্ভিসও আছে। বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের সঙ্গে ভৈরোনাথের মন্দির এবং আঁধকুয়ারি মন্দিরও দেখে নিতে পারেন। বৈষ্ণোদেবী থেকে পঞ্চম দিন দুপুর নাগাদ নেমে আসুন কাটরায়। ষষ্ঠ দিন ভোরবেলা বাস বা গাড়ি ধরে শ্রীনগরের উদ্দেশে যাত্রা করুন। কাটরা থেকে শ্রীনগরের দূরত্ব ২৮৪ কিলোমিটার। বিকেলের দিকে পৌঁছবেন শ্রীনগরে। সন্ধেটা কাটিয়ে দিন ডাললেকের ধারে। সপ্তম দিন সকালে ডাললেকে শিকারা ভ্রমণ করুন। সেইসঙ্গে শ্রীনগর সাইট সিয়িংও করে নিতে পারেন। দেখে নিতে পারেন চশমাশাহি, নিশাতবাগ, টিউলিপ গার্ডেন, শালিমার বাগ, নাগিন লেক, হজরতবাল মসজিদ, শঙ্করাচার্য মন্দির ইত্যাদি। অষ্টম দিন চলে যেতে পারেন গুলমার্গ। গুলমার্গের মনোরম শোভা পুরোপুরি উপভোগ করতে হলে একটা রাত এখানে কাটাতে হবে। শ্রীনগর থেকে গুলমার্গের দূরত্ব ৪৭ কিলোমিটার। গুলমার্গ থেকে চলে যান ৪ কিলোমিটার দূরে খিলানমার্গে। এখানে দেখে নিতে পারেন রানি মন্দির, গল্ফ ক্লাব। নবম দিন গুলমার্গ থেকে যেতে পারেন পহেলগাঁও। পহেলগাঁওয়ের সবচেয়ে বড় আকর্ষণই হল লিডার নদীর জলতরঙ্গ। ঘুরতে ঘুরতে দেখে নিন মামলেশ্বর শিবমন্দির, সুন্দর গল্ফ কোর্স, দোকানপাট। পহেলগাঁও থেকে পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় চেপে চড়াই ভেঙে ৩ কিলোমিটার দূরে চলে আসতে পারেন বৈশরণ। পাইন-ফারের জঙ্গল, আর তার ওপরে হিমালয়ের মাথায় বরফের ছোঁয়া অসাধারণ সুন্দর এখানকার নিসর্গ। হাতে সময় থাকলে পহেলগাঁও থেকে দিনে দিনেই ঘুরে আসতে পারেন ১২ কিলোমিটার দূরে আরু। দেখে আসতে পারেন ১৬ কিলোমিটার দূরের চন্দনবাড়ি, এখান থেকেই শুরু হয় অমরনাথ যাত্রা। পরদিন শ্রীনগর ফিরে বিশ্রাম করুন। একাদশ দিনে ঘুরে আসতে পারেন ৮০ কিলোমিটার দূরে সোনামার্গ। পথে অতিক্রম করবেন গান্দেরবল, কংগন ও গুন্দ শহর। দেখুন সিন্ধ উপত্যকা। সোনামার্গ ঘুরে ফিরে আসুন শ্রীনগরে। দ্বাদশ দিনে ঘুরে আসুন শ্রীনগর থেকে ৪৮ কিলোমিটার দূরে যুসমার্গ। এখান থেকে নীলনাগ লেক কিংবা দুধগঙ্গা সফর করে আসা যায় ১ থেকে ৩ ঘণ্টায়। তেরোদিনের দিন শ্রীনগর থেকে জম্মু ফিরে ঘরে ফেরার ট্রেন ধরুন। পনেরো দিনের মাথায় কলকাতায় ফিরে আসুন।

□ নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ছায়াতালের দূরত্ব কত? কীভাবে গেলে সুবিধা হবে?

□□ নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে ছায়াতালের দূরত্ব ১৬৬ কিলোমিটার। শিলিগুড়ি-জোরথাং-সোরেং-কালুক হয়ে হি বাজারে পৌঁছে মূল রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকে চড়াই রাস্তা ধরে পৌঁছে যান ছায়াতালে। এপথে পুরো গাড়িভাড়া করে আসতে পারেন। এছাড়া শিলিগুড়ি এস এন টি বাসস্ট্যান্ড থেকে শেয়ার জিপে জোরথাং এসে, জোরথাং থেকে আবার শেয়ার জিপে ছায়াতাল চলে আসতে পারেন। চাইলে জোরথাং থেকে পুরো গাড়িভাড়া করে ছায়াতাল পৌঁছতে পারেন।

□ দিন সাতেকের ছুটিতে স্ত্রী, পুত্রকে নিয়ে গুয়াহাটি, শিলং বেড়াতে যাব। একদিন মাওলিনংয়ে থাকতে চাই। শিলং থেকে দূরত্ব কত? এখানে থাকার কীরকম ব্যবস্থা আছে?

□□ শিলং থেকে এশিয়ার সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন গ্রাম মাওলিনংয়ের দূরত্ব ৯০ কিলোমিটার। শিলং থেকে গাড়িভাড়া করে আসাই সুবিধাজনক। এখানে থাকার জন্য রয়েছে **মাওলিনং গেস্টহাউস** (☎৯৮৩০২-০৩৯৭৩), দ্বিশয্যার কটেজের ভাড়া ১,৮০০-২,২০০ টাকা।

এলিফ্যান্টা দ্বীপে

হ্যাভলকে তিনটে দিন

লেখা ও ছবি: তমাল ঘোষ

সমুদ্রের তীরে হেঁটে-বেড়িয়ে, সমুদ্রের জলে স্নান করে, সমুদ্রের তলায় ডুব দিয়ে—
আন্দামানের হ্যাভলকে তিনদিনের সমুদ্রযাপন।

হ্যাভলক দ্বীপে পর্যটক-আবাস

হ্যাভলকে

পোর্টব্লেয়ারের ফিনিক্স-বে জেটি থেকে আমাদের হ্যাভলকগামী জাহাজ এম ভি স্ট্রেট আইল্যান্ড রওনা হল ঠিক সকাল ছটায়। গত তিনদিনে পোর্টব্লেয়ার শহর ও সংলগ্ন দর্শনীয় স্থানগুলি মোটামুটি আমরা দেখে নিয়েছি। এবার আমরা চলেছি হ্যাভলক দ্বীপে।

শেষ ডিসেম্বরের মনোরম সকাল। রৌদ্রকরোজ্জ্বল পরিষ্কার দিন। তরতর জল কেটে আমাদের জাহাজ এগিয়ে চলেছে ছোট ছোট দ্বীপগুলোকে পাশ কাটিয়ে। জাহাজের আপার ডেকে দাঁড়িয়ে দেখি আদিম অরণ্যঘেরা সবুজ ছায়ামাখা টুকরো টুকরো সব দ্বীপ। ঘন সবুজ জঙ্গল ঘিরে সাদা বেলাভূমি। পাড়ের জল লুটিয়ে পড়ছে সেই বালুকাবেলায়। কালো জলের বুকে সাদা ফেনার ঢেউ ছড়িয়ে জাহাজ চলেছে বেশ দ্রুতই। জাহাজের আগে আগে জল থেকে লাফ দিয়ে উড়ে চলেছে উড়ুক্কু মাছের দল। সকালের তির্যক রোদ্দুর তাদের গায়ে পড়ে ঝিকমিকিয়ে উঠছে।

অগভীর সমুদ্র থেকে এখন আমরা আরও গভীরে। জলের রং সবুজ থেকে ঘন নীল হয়ে এখন মসিকৃষ্ণ। গভীরতার তারতম্যে সাগরের জলের এই রংবদল অসাধারণ লাগে। কাছের দ্বীপগুলো এখন দূরে দূরে। আবছা সবুজ-নীল দ্বীপগুলো কেমন যেন মনে হয় রহস্যে ঘেরা।

হ্যাভলক দ্বীপকে পাশে রেখে, জলের বুকে ভাসমান লাইট হাউসের গা ঘেঁষে ডানদিকে জাহাজ মোচড় নিতেই নজরে এল হ্যাভলক জেটি। সকাল নটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম হ্যাভলকে। সেখানে আন্দামান ট্যুরিজমের ডলফিন রিসর্টে দুটো দিন থাকব। জেটি থেকে রিকশায় ডলফিন রিসর্টের দূরত্ব অল্পই।

কলকাতা থেকে পোর্টব্লেয়ার আমরা এসেছি আকাশপথে। বিমানে দুঘণ্টার যাত্রাপথ জাহাজে এলে দাঁড়াবে প্রায় সাড়ে চারদিনে। আর এই কটা দিন নাগাড়ে জাহাজের সেই প্রচণ্ড দুলুনি হজম করা বেশ কষ্টকর। জাহাজ ভ্রমণের কিছুটা অভিজ্ঞতা হয়ে গেল পোর্টব্লেয়ার থেকে হ্যাভলকের মাত্র তিন ঘণ্টার এই জলযাত্রায়।

একটা জায়গা যে কতখানি সুন্দর হতে পারে, সাগরের জলে যে কত রং থাকতে পারে— এখানে না এলে জানা হত না। মাথার ওপর সূর্যকে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছলাম দ্বীপের অপর প্রান্তে সমুদ্রের ধারে নারকেল বীথিকায় ছাওয়া সুন্দর সাজানো ডলফিন রিসর্টে। রিসর্টের সামনে বিছিয়ে আছে অনন্ত সমুদ্র। পরতে পরতে তার গায়ে রকমারি সবুজের প্রলেপ। আসমানি-ফিরোজা-হালকা-ঘন সবুজ রঙের সে এক বিশাল ক্যানভাস। দূরের কালচে ঘন নীল ভাসতে ভাসতে পাড়ের কাছে এসে হয়েছে আসমানি, কোথাও সেটা হালকা নীল কিংবা গাঢ় সবুজ। কোথাও নীলচে সবুজ জল ছুঁয়ে যাচ্ছে পাড়, কোথাও ফিকে হলুদ রঙের ছোট ছোট ঢেউ এসে ভাঙছে, মিশে যাচ্ছে সাদা বালুকাবেলায়। সে এক অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য।

নারকেল গাছে ছায়াঘন বাগানের মাঝে কটেজগুলো কয়েকটা সারিতে পরপর সাজানো। লাগেজ ঘরে রেখে তাড়াতাড়ি

থরে থরে সাজানো রঙিন প্রবাল। ছোট, বড় আবার কোনওটা বিশালাকৃতি। যেন পাপড়ি মেলে রয়েছে রঙবাহারি ফুলের দল। আর সেই প্রবালপুঞ্জে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোট বড় রঙিন সব মাছ। বিদ্যুৎগতিতে তাদের ছোটাছুটি দেখে মনে হচ্ছে, যেন কেউ মুঠো মুঠো রং ছুড়ে দিচ্ছে।

আমরা পৌঁছলাম নির্জন সৈকতে। বড় বড় গাছের ছায়ায় বসে দেখি নরম সাদা বেলাভূমির বুকে আলপনা কাটছে জীবন্ত ঝিনুক। রৌদ্রস্নানে, অলস বিশ্রামে শুয়ে-বসে রয়েছে কিছু বিদেশি ও বিদেশিনী। সামনে অনন্ত সাগরের মায়াবী হাতছানি আমরাও উপেক্ষা করতে পারলাম না। চুটিয়ে সমুদ্রস্নান সেরে রিসর্টের সাজানো গোছানো ডাইনিং-এ তোফা লাঞ্চ। তারপর দুপুরটা কেটে গেল রিসর্টের বাগানে ঝোলানো হ্যামকে শুয়ে সমুদ্র দেখতে দেখতে।

হ্যাভলকের অন্যতম দ্রষ্টব্য অবশ্যই রাধানগর সৈকত। আর এখান থেকে সূর্যাস্তের দৃশ্য অসাধারণ। হ্যাভলক জেটি থেকে এখানকার বাজারের মোড় একটাই রাস্তা। তারপর ভাগ হয়ে একটা পথ এসেছে ডলফিন রিসর্টে আর অন্যটা পৌঁছে গিয়েছে প্রায় বারো কিলোমিটার দূরের রাধানগর সৈকতে। সকালের অটোরিকশাকে বলাই ছিল, বিকেল বিকেল বেরিয়ে পড়লাম সেই দিকেই। সঙ্গে নিয়ে নিয়েছি স্নানের পোশাক। সন্ধ্যার মুখে হলেও বলা যায় না সমুদ্রস্নানের ইচ্ছা যদি জেগে ওঠে। আধ ঘণ্টার সামান্য পথ। গ্রামবাংলার চেনা ছবির মতো ধানের খেত, লাউয়ের মাচা, মোচা ধরা কলাবাগান ছুঁয়ে রাধানগর সৈকত।

ছবির মতো সৈকত। ডানদিকে বহুদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। সোনালি প্রশস্ত বালুতট গিয়ে পৌঁছিয়েছে বড় বড় গাছে-ঘেরা গভীর বনানীতে। রাধানগর সৈকতের বাঁদিকে জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড় ঢুকে এসেছে সাগরের বুকে। সবুজ জঙ্গলে ঘেরা সোনালি তটের অশ্বক্ষুরাকৃতি এই সৈকত বড্ড সুন্দর। এখানে থাকাও যায়। বিশাল বিশাল গাছে ঘেরা মনোরম কটি কটেজ আছে। সূর্য তখন পাটে বসেছে। দিগন্তে লালের আভা ছড়িয়ে পড়েছে আকাশ থেকে জলের বুকেও। বড় বড় ঢেউ আর নির্জন সৈকত দেখে আমরা লোভ সামলাতে পারলাম না। একে একে নেমে পড়লাম জলে। মেতে উঠলাম সমুদ্র স্নানে। কমলা আগুনের গোলার মতো সূর্য পশ্চিম আকাশ রাঙিয়ে টুপ করে ডুব দিল বঙ্গোপসাগরে।

পরদিন ভোরে পাখির ডাকে ঘুম ভাঙল। নারকেল গাছের ফাঁকে অনবদ্য এক সূর্যোদয় তখন ওপাশে সাগরের জলে। তটভূমিতে নেমে দেখি, ভাটায় জল সরে গিয়েছে প্রায় আধ মাইল দূরে। সারা তটভূমি জুড়ে জেগে উঠেছে মৃত প্রবালের স্তূপ। তারই আনাচকানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে স্যান্ডপাইপার ও প্লোভারের দল। পায়ের পাতা ডোবা জলে হলুদ-সবুজ প্রবালকীট আর স্পঞ্জ। তাদের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে কাঁটাওলা আর্চিনের দল, সমুদ্রশসা ও বড় বড় ঝিনুক। গোটা তটজুড়ে ঠেসমূল, শ্বাসমূল নিয়ে ঘন জঙ্গল। ডলফিন রিসর্টের সীমানার শেষেই চোখে পড়ল নারকেল বীথির আড়ালে 'কোকোনাট গ্রোভ রিসর্ট' মূলত বিদেশি পর্যটকদের পছন্দের আবাস।

হ্যাভলক জেটি থেকে মোটরচালিত ডিঙি নৌকা নিয়ে ভেসে পড়লাম সাগরে। আমরা চলেছি এলিফ্যান্টায়, জলের নীচে প্রবালের

প্রয়োজনীয় তথ্য

কখন যাবেন

আন্দামান বেড়ানোর সেরা সময় নভেম্বর থেকে মার্চ। সারা বছরই অল্পবিস্তর বৃষ্টি হয় আন্দামানে। মার্চের পর থেকে আবহাওয়া প্রতিকূল হতে থাকে, তাকে এড়িয়ে যাওয়াই ভালো।

কীভাবে যাবেন

কলকাতা থেকে পোর্টব্লেয়ার যাওয়া যায় জাহাজ অথবা বিমানে। প্রতিদিন ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স, জেট এয়ারওয়েজ অথবা অ্যালায়েড এয়ারলাইন্সের উড়ানে ঘণ্টা দুয়েকের সফরে পৌঁছে যাওয়া যায় কলকাতা থেকে পোর্টব্লেয়ারে।
কলকাতা থেকে জাহাজে পোর্টব্লেয়ার যেতে সময় লাগে প্রায় চারদিন। মাসে তিনবার জাহাজ এই পথে যাতায়াত করে।
বিশদ তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে হবে:
শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া
'শিপিং হাউস'
১৩, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
☎(০৩৩) ২২৪৮-৪৯২১

জেনে রাখুন

পোর্টব্লেয়ার থেকে সড়কপথে রঙ্গত, মায়াবন্দর হয়ে ডিগলিপুর সরকারি বাসেও যাওয়া যায়।

কোথায় থাকবেন

হ্যাভলকে আন্দামান পর্যটনের **ডলফিন রিসর্ট** (☎০৩১৯২-২৮২৪১১)-এ সেমি ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,০০০ টাকা। ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,৫০০ টাকা। সুপার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ২,০০০ টাকা। (ট্যাক্স অতিরিক্ত)।
প্রাইভেট হোটেল: **হোটেল হলিডে ইন** (☎৯৮৩০১-৫২১৬৯), ভাড়া ১,৮০০-২,৫০০ টাকা। **দ্য ওয়াইল্ড অর্কিড** (☎০৩১৯২-২৩৩৩৫৮), এসি দ্বিশয্যার স্টাইল রুমের ভাড়া ৩,৮৬৭ টাকা (ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে)। **বেয়ারফুট রিসর্ট** (☎০৪৪-৪২৩১৬৩৭৯), নন এসি নিকোবরি কটেজের ভাড়া ৬,০০০ টাকা, এসি আন্দামান ভিলার ভাড়া ৭,০০০ টাকা, নন এসি ডুপ্লেক্স কটেজের ভাড়া ৮,৩০০ টাকা। (সঙ্গে ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে)।
বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন:
আন্দামান ভবন
৩এ, অকল্যান্ড প্লেস
কলকাতা-৭০০ ০১৭
☎(০৩৩) ২২৮৯-৪৮৯৯

রত্নভাণ্ডার চাক্ষুষ করতে। আমাদের বোটচালক সুখরঞ্জন। প্রায় এক ঘণ্টার এক সামুদ্রিক অভিযানের পর পৌঁছলাম গন্তব্যে। হ্যাভলক দ্বীপেরই অন্য প্রান্তে জঙ্গল-ঠাসা ছোট্ট সেই সৈকতে আমাদের জন্য তখন অপেক্ষা করছে দারুণ এক চমক। আমাদের মতো আরও কিছু মানুষজন এসেছেন স্নরকেলিং করতে। দেরি না করে আমরাও সঙ্গী বোটচালক সুখরঞ্জনের হাত ধরে স্নরকেলিংয়ের মুখোশ ও চশমা পরে এক এক করে ভেসে পড়লাম অনন্ত সাগরের গভীরে। লাইফ জ্যাকেট পরে রাবার টিউবে শরীর ভাসিয়ে, স্নরকেলিংয়ের নল মুখে লাগিয়ে মাথা ডোবালাম জলের নীচে।

এক মুহূর্তে চেনা পৃথিবীটা সরে গিয়ে চোখের সামনে ধরা দিল রূপকথার আশ্চর্য জগৎ। থরে থরে সাজানো রঙিন প্রবাল। যেমন তাদের অনিন্দ্যসুন্দর আকার তেমনই তাদের রকমারি রঙের বাহার। ছোট, বড় আবার কোনওটা বিশালাকৃতি। যেন পাপড়ি মেলে রয়েছে রঙবাহারি ফুলের দল। আর সেই প্রবালপুঞ্জে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোট বড় রঙিন সব মাছ। রামধনু রঙের প্যারট ফিশ, হলুদ নীলের ইয়োলো ড্যামসেল, ব্লু ড্যামসেল, সবুজ ক্রোমিস, তারার আকৃতির স্টারফিশ, নানান প্রজাতির ক্লাউন মাছ, সরু লম্বা ব্যারাকুডা, মিশমিশে কালো শজারুর মতো অর্চিন ফিশ, সি হর্স— কী নেই সেই মাছের জগতে! সূর্যের আলোয় ঝিকমিকিয়ে ওঠে তাদের গায়ের রং। বিদ্যুৎগতিতে তাদের ছোটাছুটি দেখে মনে হচ্ছে, যেন কেউ মুঠো মুঠো রং ছুড়ে দিচ্ছে। সমুদ্রের জল ভেদ করে যতদূর পর্যন্ত সূর্যের আলো এসে পড়ছে, পুরোটাই রাঙিয়ে উঠেছে রামধনু রঙে। যেন জলের তলায় ঘটে চলেছে কোনও ম্যাজিক। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে শুধু দেখে চলেছি জলের নীচের সেই স্বপ্নময় জলছবি। সুখরঞ্জনের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে জলের নীচে চোখ রেখে এগিয়ে চলেছি আরও গভীর সমুদ্রে। হঠাৎই একসময় সমস্ত প্রবাল জগৎ তলিয়ে যায় অতলস্পর্শী খাদে। সূর্যের আলো এসে পৌঁছয় না সেই গভীরে। শিরদাঁড়া বেয়ে বয়ে যায় এক হিমশীতল স্রোত, ভয়ে গুড়গুড় করে ওঠে বুক পেট। জল থেকে মাথা তুলে দেখি তীর থেকে অনেকদূরে, অনন্ত সাগরের মাঝে আমি একা। পাড়ের মানুষজনকে দেখাচ্ছে বিন্দুর মতো। সুখরঞ্জনের হাত ধরে একে একে আমরা সবাই দেখে এলাম সাগরের নীচের অফুরান রং, প্রবালপুঞ্জের প্রাচুর্য আর অবাক-করা মাছের জগৎ।

অনেকেই এসেছেন গভীর সমুদ্রের তলদেশের আশ্চর্য রঙিন জগৎ চাক্ষুষ করতে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে খুব কম জনই ওই গভীরে যাওয়ার ভরসা করছেন। পাড়ের কাছাকাছি ঘুরে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছেন। অনেককে উৎসাহ জোগালাম। যে অকল্পনীয় সৌন্দর্য অপেক্ষা করছে তা এতদূরে বেড়াতে এসে না-দেখা চূড়ান্ত বোকামি। ডলফিন রিসর্টে ফিরে বাকি দিনটা কাটিয়ে দিলাম হ্যামকে শুয়ে-বসে কিংবা রিসর্ট লাগোয়া সমুদ্র কিনারায় বসে জলের দিকে তাকিয়ে। জ্যোৎস্নালোকিত রাতে মাতাল হাওয়ায় অনেকক্ষণ কেটে গেল এমনি নির্ভেজাল বিশ্রামে।

হ্যাভলকে আমাদের দুদিন থাকার সময় প্রায় অতিক্রান্ত। সকালটা সমুদ্রের পাড়ে পায়ের পাতা ডোবা জলে রাশি রাশি মৃত প্রবালকীটের মাঝে রকমারি কড়ি, শাঁখ, ঝিনুক কুড়িয়ে কেটে গেল। হ্যাভলক থেকে রঙ্গতগামী ভেসেল বা জাহাজ বুধবার না থাকায় আমরা আরও একটা দিন হ্যাভলকে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। একটু বেলা হতে ডলফিন রিসর্টে চেক আউট করে চলে এলাম জেটির কাছাকাছি এক রিসর্টে। তা না করে হ্যাভলক থেকে জাহাজে পোর্টব্লেয়ার ফিরে বাস অথবা গাড়িতে যাওয়া যেত রঙ্গত। কিন্তু আমরা ঠিক করেছি জাহাজেই যাব রঙ্গত।

হাতে একটা গোটা দিন পড়ে রয়েছে হ্যাভলকে। নিশি ডাকের মতো তীব্র ঘোর-লাগা মন নিয়ে আবার আমরা পৌঁছলাম এলিফ্যান্টায়। জলের তলার মায়াবি দুনিয়াটার দুর্নিবার আকর্ষণে দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে সুখরঞ্জনের ডিঙি নৌকায় সওয়ার হয়ে ফের আমরা সেই নির্জন সৈকতে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল ছুঁইছুঁই। আজ আমরা ছাড়া নেই আর কেউ। একটু দূরে দুই বিদেশি ব্যস্ত স্কুবা ডাইভিং-এ। এ শুধু জলের ওপর ভেসে থাকা নয়, পিঠে অক্সিজেন সিলিন্ডার বেঁধে মাস্ক পরে এক ডুবে পৌঁছে যাওয়া সেই প্রবাল রাজত্বে। তবে সেই সাহস ও ক্ষমতা আমাদের নেই। আমাদের দৌড় জলের ওপর থেকেই যতখানি সম্ভব সেই সৌন্দর্য উপলব্ধি করা। সেই কল্পলোকের ঠিকানায় আবার পৌঁছলাম সুখরঞ্জনের হাত ধরে। সেই অফুরান প্রবালপুঞ্জ, রং-বেরঙের ঝাঁকে ঝাঁকে অজস্র মাছ আবার ভেসে উঠল চোখের সামনে। তারপর বিকেল গড়িয়ে নেমে আসে আঁধার। নির্জন জংলি সৈকতে তবু আমরা কজন বিভোর সমুদ্রস্নানে। তারপর অন্ধকারে তারার আলোয় পথ চিনে এক রোমাঞ্চকর সমুদ্রযাত্রায় পৌঁছলাম হ্যাভলক জেটি। আগামীকাল জলপথে আমরা যাব রঙ্গত।

রাজা টুম্ব

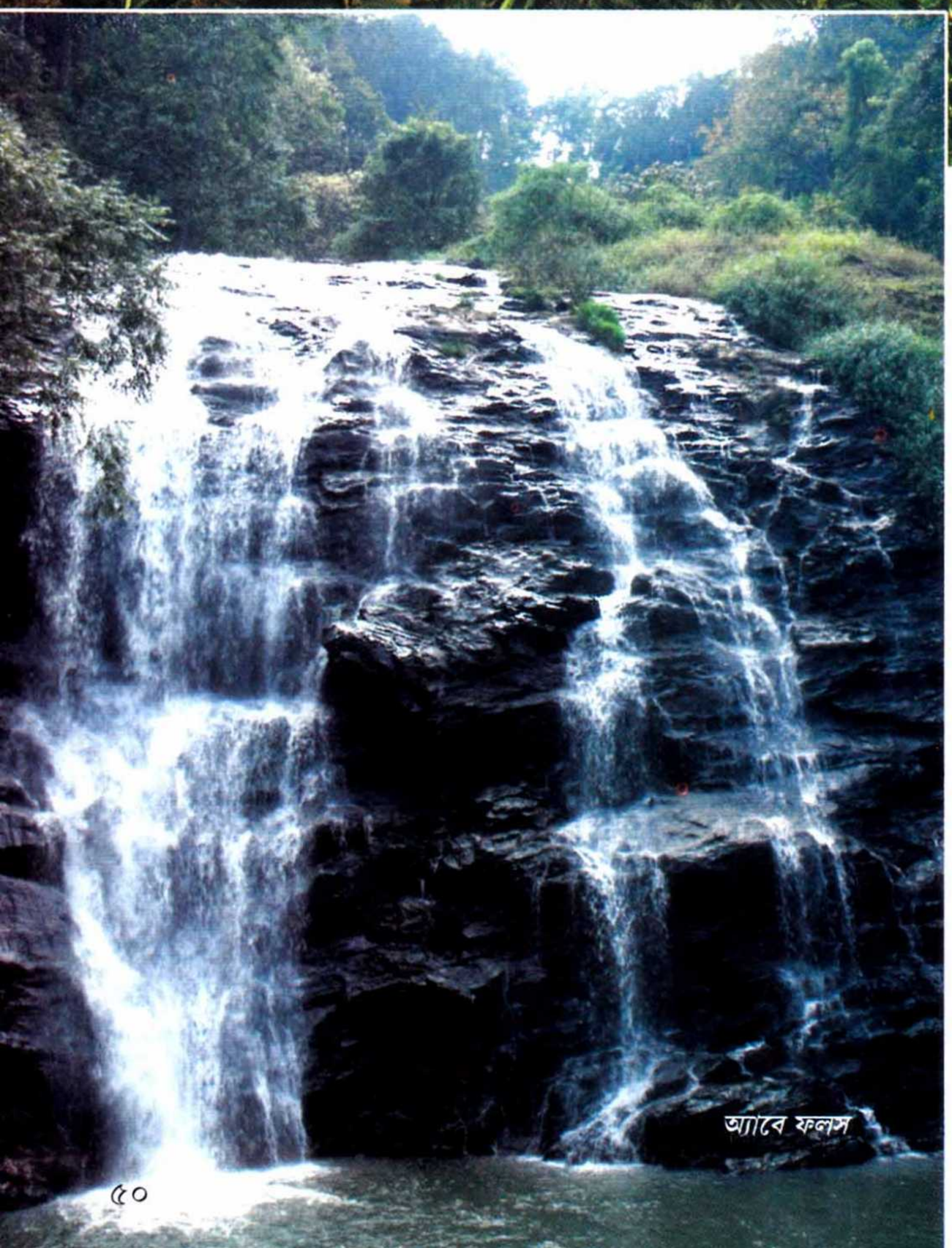

অ্যাবে ফলস

পশ্চিমঘাট পাহাড়ের কোলে

মাদিকেরি

লেখা ও ছবি: মহুয়া কাঞ্জিলাল

পাহাড়ি শহর মাদিকেরির কাছে-দূরে ছড়িয়ে আছে বৌদ্ধ গুম্ফা, প্রাচীন দেবস্থান, ঐতিহাসিক সমাধিমন্দির, পাহাড়-জঙ্গল, কফিবাগানের মধ্য দিয়ে বয়ে চলা কাবেরী নদী, কোথাও কাবেরী নদী ঝাঁপিয়ে পড়ে তৈরি করেছে তীব্র জলপ্রপাত, পশ্চিমঘাট পাহাড়ের আকাশ রাঙানো সূর্যাস্ত। সব মিলিয়ে প্রকৃতি ও ইতিহাস-প্রেমী পর্যটককে মুগ্ধ করার বিপুল আয়োজন। মহীশূর থেকে মাদিকেরি ১২০ কিলোমিটার।

ভাগাণ্ডেশ্বর মন্দির

নামড্রোলিং মনাস্ট্রি

মহীশূর থেকে গাড়ি চলেছে কুর্গের পথে। সকাল সাতটা নাগাদ মহীশূর এক্সপ্রেসে চেন্নাই থেকে এসে পৌঁছেছি মহীশূরে। গাড়ি ঠিক করাই ছিল আগে। গাড়ি অপেক্ষা করছিল রেলস্টেশনে। সোজা রওনা হব পাহাড়ি শহর মাদিকেরির উদ্দেশে। মহীশূর থেকে মাদিকেরির দূরত্ব ১২০ কিলোমিটার। কর্নাটকের পাহাড়ি জেলা কুর্গের পুরনো নাম ছিল কোডাগু। এটি ১৯ শতকে কুর্গ নামে পরিচিতি লাভ করে। কুর্গ জেলাটির ১,০৬১ মিটার উচ্চতায় জন্ম নিয়েছে সুন্দর শহর মাদিকেরি।

গাড়ি ছুটে চলেছে মহীশূর শহর ছেড়ে ঝকঝকে ম্যাঙ্গালোরগামী হাইওয়ে দিয়ে দূর পাহাড়ের দিকে। আমাদের যাত্রার সময় জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি। এই সময় পথের ধারের কফি গাছে ধরে রয়েছে প্রচুর কফি ফল। কোথাও তা গাছ থেকে পেড়ে মাটিতে শুকোতে দিয়েছে গ্রামের মানুষরা। কফির বাগান, কাবেরী নদী আর সবুজ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা চলেছি কুর্গের ঐতিহাসিক শহর মাদিকেরি। এই পথে গাড়ির ভিড় তেমন একটা নেই।

কুর্গে অতীতে দক্ষিণ ভারতের পান্ড্য, চাঙ্গালভাস, চোল প্রভৃতি রাজবংশের রাজারা রাজত্ব করে গিয়েছেন। নবম ও দশম শতকে চাঙ্গালভাসরাই কুর্গের প্রধান শাসক ছিলেন। কিন্তু এই রাজত্বও বেশিদিন চলেনি। আবার ১৬ শতকে কুর্গে পালেরি রাজত্বকালের শুরু হয়। এই রাজত্ব চলে প্রায় ২০০ বছর।

পালেরি রাজত্বকালের প্রথম রাজা ছিলেন বীর রাজা। এই রাজত্ব ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বেশিদিন রাজা ছিলেন বীর রাজার নাতি মাদুরাজা। তিনি প্রায় ৫৪ বছর শাসক ছিলেন। তিনিই ১৬৮১ সালে মাদিকেরি শহরটিকে জেলাসদর করেন। তাঁর সময় মাদিকেরি শহরটি মাদুরাজা কেরি নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে এই জনপদ মাদিকেরি নামে পরিচিতি লাভ করে।

পালেরি রাজত্বের পরবর্তী রাজাদের রাজত্বের সময় কুর্গ জায়গাটি নজরে পড়ে হায়দার আলির। তিনি কুর্গ আক্রমণ করেন। ১৭৮০ সালে প্রথম লিঙ্গরাজা মারা যাওয়ার পর কুর্গ হায়দার আলির অধীনে আসে। তিনি কুর্গের জন্য সচিব নিয়োগ করেন। এরপর ১৭৮৮ সালে পরবর্তী কুর্গের রাজা ডোডা বিরা রাজেন্দ্র টিপু সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধ করেন ব্রিটিশদের সাহায্য নিয়ে। মারকারা দুর্গে সেই যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে টিপুর পরাজয় ঘটে। এরপর কুর্গ শহরটিকে দখল করে ব্রিটিশরা। ভারতের স্বাধীনতার পরেও এই শহরটি স্বশাসিত অঞ্চল ছিল। ১৯৫৬ সালে এই পাহাড়ি শহরটি কর্নাটক রাজ্যের অংশ হিসেবে যুক্ত হয়।

কর্নাটক রাজ্যে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সহ্যাদ্রি অংশের শীতলতম স্থান কুর্গ। এই পাহাড়ি অঞ্চলে আসার উপযুক্ত সময় হল সেপ্টেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে। শীতের সময় এখানকার আবহাওয়া বেশ শীতল থাকে। গরমের সময়ও আবহাওয়া বেশ মনোরম।

মহীশূর থেকে কুর্গের মাদিকেরি গাড়িতে পৌঁছতে সময় লাগল ঘণ্টাপাঁচেক। মাদিকেরি শহরে প্রবেশ করার আগেই আমরা পথেই দেখে নিলাম বেলাকুপের বিখ্যাত বৌদ্ধমনাস্ট্রি নামড্রোলিং মনাস্ট্রি। বেলাকুপেতে রয়েছে তিব্বতি শরণার্থীদের বাসস্থান। এখানকার আরও দুই মনাস্ট্রি 'সেরা যে' ও 'সেরা মে'- ও দেখলাম। নামড্রোলিং গুম্ফায় রয়েছে সোনার পাতে মোড়া ৪০ ফুট উঁচু বুদ্ধের মূর্তি, যা এখানকার বিশেষ আকর্ষণ। এছাড়াও মনাস্ট্রির মধ্যে রয়েছে বৌদ্ধগুরু পদ্মসম্ভবের মূর্তি। এখানকার আরেকটি অন্যতম দর্শনীয় স্থান তাসি লুম্পো মনাস্ট্রি। আমরা এরপর রওনা হলাম দুবারে এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে।

কফি বাগানের মধ্য দিয়ে রাস্তা গিয়েছে দুবারেতে। এখানে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে কাবেরী নদী। বর্ষাকালে নদীতে জল বেশি থাকলে তখন এখানে নদীর জলে র‍্যাফটিং হয়ে থাকে। দুবারেতে রয়েছে চন্দন, বাঁশ ও আরও বিভিন্ন গাছের জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে হাতির ক্যাম্প। সেখানে হাতির রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। এখানে রাত কাটানোর জন্য রয়েছে হোম-স্টে, কটেজ ও রিসর্ট। কাবেরী নদীর ধারে জঙ্গলের সবুজ শান্ত পরিবেশে একটি রাত অনায়াসেই কাটানো যেতে পারে।

কফি বাগানের মধ্য দিয়ে রাস্তা গিয়েছে দুবারেতে। এখানে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে কাবেরী নদী। বর্ষাকালে নদীতে জল বেশি থাকলে তখন এখানে নদীর জলে র‍্যাফটিং হয়ে থাকে। দুবারেতে রয়েছে চন্দন, বাঁশ ও আরও বিভিন্ন গাছের জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে হাতির ক্যাম্প।

মাদিকেরি শহরে প্রবেশ করার আগেই কুর্গ শহরের বাইরের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখতে দেখতে আমরা এসে পৌঁছলাম কুশলনগরের নিসর্গধামে। এটি মহীশূর থেকে ৯৫ কিলোমিটার ও কুর্গ থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি কাবেরী নদীতে ঘেরা জঙ্গলে ছাওয়া দ্বীপভূমি। জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে ডিয়ার পার্ক। এছাড়া এখানে হাতি চড়ে জঙ্গল ঘুরে দেখার ব্যবস্থা রয়েছে। কাবেরী নদীতে বোটিং করার ব্যবস্থা রয়েছে। পুরো জঙ্গলটি ঘিরে রয়েছে কাবেরী নদী। নিসর্গধাম জায়গাটি খুবই সুন্দর। জঙ্গল দর্শন করার জন্য আমাদের প্রবেশমূল্য দিতে হল। জঙ্গলের মধ্যে কাবেরী নদী বয়ে চলেছে আপন ধারায়। একটি ছোট্ট ব্রিজ পেরিয়ে আমরা প্রবেশ করলাম আরণ্যক দ্বীপের মধ্যে। সুন্দর শান্ত পরিবেশে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল।

মাদিকেরি হল কুর্গের জেলাসদর। আমরা শহর থেকে দূরের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে রওনা হলাম শহরের দিকে। কফি আর বিভিন্ন মশলার বাগান পেরিয়ে আমাদের গাড়ি চলল মাদিকেরির পথে। পথের দুধারেই রয়েছে কফি বাগানের সারি।

বিকেলের আগেই আমরা এসে পৌঁছলাম মাদিকেরি। ছোট্ট সুন্দর পাহাড়ি শহর। মনোরম ঠান্ডা আবহাওয়া। চারপাশে সবুজের আলপনা। শহরের মধ্যে রাজা টুম্ব দেখতে গেলাম। এগুলি বহু পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের সমাধিসৌধ। বানানো হয়েছে ১৯ শতকে। টুম্বগুলিকে ঘিরে রয়েছে চমৎকার ফুলের বাগান। পাহাড়-ঘেরা এই শহরটির প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখলে মন জুড়িয়ে যাবে। সৌধ দর্শন করার পর আমরা মাদিকেরি শহরের মধ্যেই একটি হোটেলে পৌঁছলাম। এখানে পাহাড়ের ঢালে রয়েছে কয়েকটি ভালো হোটেল।

মালপত্র রেখেই আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম রাজা সিট ও মিউজিক্যাল ফাউনটেন দেখতে। এখান থেকেই দেখা যায় পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বুকে অপরূপ সূর্যাস্ত। সূর্যাস্ত দেখার জন্য জমায়েত হয়েছে প্রচুর মানুষ। জায়গাটি অসাধারণ ভিউ পয়েন্ট। এখানে অতীতে রাজারা বসে পাহাড়ি প্রকৃতি আর সূর্যাস্ত দেখতেন। এখান থেকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার ঢেউ খেলানো রূপ অসাধারণ

লাগে। দিগন্তবিস্তৃত সবুজ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থেকে সময় কখন যে পেরিয়ে যাবে তা টের পাওয়া যায় না। সূর্যাস্ত দেখার পর এখানে দেখলাম মিউজিক্যাল ফাউনটেন। সন্ধের পর মাদিকেরিতে শীত অনুভব হল বেশ ভালোই। রাতের অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের সর্বত্র জ্বলে উঠল জোনাকির মতো আলো। তখন পাহাড়ি মাদিকেরির রূপ মাদকতায় মোড়া। মাদিকেরি শহরে রয়েছে প্রচুর মশলা আর কফির দোকান। এছাড়াও এখানকার মধু আর ইউক্যালিপটাস পাতার তেলের যথেষ্ট পরিচিতি রয়েছে। সন্ধেবেলা বাজারে ঘুরে বেরিয়ে রাতের আহার সেরে হোটেলে ফিরলাম।

পরদিন আমরা মাদিকেরি শহরের মধ্যেকার আর দূরের দ্রষ্টব্যগুলি দেখে রওনা হব মহীশূরের উদ্দেশে। খুব সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়লাম। মাদিকেরি শহরেই রয়েছে শিব ও বিষ্ণুর ওঙ্কারেশ্বর মন্দির। মন্দিরে একই সঙ্গে শিব ও বিষ্ণুর পুজো হয়ে থাকে। জলাশয়ে ঘেরা এই মন্দিরটি মুসলিম স্থাপত্যশৈলীর আদলে বানান ১৮২০ সালে দ্বিতীয় লিঙ্গরাজেন্দ্র। চতুষ্কোণবিশিষ্ট গম্বুজাকৃতি এই হিন্দু মন্দিরটির মূল প্রবেশপথের সামনেই রয়েছে শিবলিঙ্গ। এরপর আমরা রওনা হলাম মাদিকেরি দুর্গের উদ্দেশে। সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে তৈরি এই দুর্গে বর্তমানে মিউজিয়াম, সরকারি অফিস আর পুলিশ-থানা রয়েছে। পুরনো মন্দির আছে ভেতরে।

এবার আমরা রওনা হলাম মাদিকেরি শহর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরের অ্যাবে জলপ্রপাত দর্শন করতে। মাদিকেরি থেকে অ্যাবে ফলস যাওয়ার রাস্তাটা বেশ খারাপ। পাহাড়ের গা বেয়ে উঁচুনিচু প্রায়-ভাঙা রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলল অ্যাবে ফলসের দিকে। গাড়ি এসে থামল জলপ্রপাত যাওয়ার রাস্তার সামনে। জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের খাদের নীচে নেমে গিয়ে জলপ্রপাত দেখতে হবে। পাহাড় কেটে সিঁড়ি বানানো হয়েছে। সেই রাস্তা ধরেই আমাদের নীচে নামতে হল। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে আমরা নীচে নেমে চললাম জলপ্রপাত দর্শন করতে। অনেকটা নেমে দেখলাম পাহাড়ের মাথা থেকে কাবেরী নদীর একটি অংশ জলপ্রপাত হয়ে ঝরে পড়ে আবার একটি ছোট নদীতে পরিণত হচ্ছে। বর্ষার সময় এই জলপ্রপাতের তীব্রতা অনেক বেড়ে যায়। অ্যাবে ফলসের ছোট এই নদীটির ওপর দিয়ে রয়েছে একটি ঝুলন্ত ব্রিজ। পাহাড়ি জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে কফি বাগান। অ্যাবে জলপ্রপাতের মনোরম জলোচ্ছ্বাস দেখতে দেখতে মন ভরে গেল। সূর্যের আলোয় জলপ্রপাতের জল রুপোর মতো চকচক করে উঠছে।

এরপর আমাদের গাড়ি চলল কুর্গের প্রসিদ্ধ পুণ্যস্থান বাগামান্ডালা ও তালকাবেরীর পথে। বাগামান্ডালা স্থানটি মাদিকেরি থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে। এখানে রয়েছে তিনটি নদীর মিলনস্থল। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে বেরিয়ে আসা তিনটি নদী হল কাবেরী, সুজোতি ও কণিকা। এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে প্রচুর দর্শনার্থী স্নান করে পুণ্যলাভ করেন। কুর্গ যখন টিপু সুলতানের অধীনে ছিল, তখন বাগামান্ডালার নাম বদলে এই স্থানটির নাম রাখা হয় আফিসালাবাদ। কিন্তু পরবর্তীকালে ১৭৯০ সালে কুর্গ ডোডা বিরা রাজেন্দ্রর সময় স্বাধীন হলে এই স্থানটিও আবার নিজের পুরনো নাম ফিরে পায়। বাগামান্ডালায় এই ত্রিবেণী সঙ্গম ছাড়াও রয়েছে ভাগাণ্ডেশ্বর মন্দির। কেরল-মন্দিরকলার স্থাপত্যশৈলীতে মন্দিরটি নির্মিত হয় ১১ শতকে চোল রাজবংশের রাজত্বকালে। মন্দির কমপ্লেক্সে রয়েছে কতকগুলি দেব-দেবীর মন্দির। মূল মন্দিরটিতে অধিষ্ঠান করছেন মহাদেব। এখানে মহাদেব পূজিত হন ভাগাণ্ডেশ্বর সুব্রহ্ম নামে। এছাড়াও রয়েছে মহাবিষ্ণু ও গণেশের মন্দির। সব মন্দিরের মধ্যেই রয়েছে প্রচুর শিল্পকলার নিদর্শন। মন্দির চত্বরটিতে রয়েছে পোড়া মাটির ও কাঠের বিভিন্ন কারুকার্য। মন্দিরের ভেতরের ছবি তোলা নিষিদ্ধ।

বাগামান্ডালা দর্শন করে ওই পথেই আমরা এগিয়ে চললাম তালকাবেরীর উদ্দেশে। এটিও তীর্থস্থান। মাদিকেরি থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে তালকাবেরী। পাহাড়ের চড়াই পথ দিয়ে গাড়ি চলেছে। একই রাস্তায় প্রথমে বাগামান্ডালা তারপর তালকাবেরী। তালকাবেরীতেই কাবেরী নদী ব্রহ্মগিরি পর্বতের কোল থেকে জন্ম নিয়েছে। নদীর উৎসস্থানে ছোট মন্দির তৈরি করে পুজো হচ্ছে কাবেরী নদীর। কাবেরীর জন্মকুণ্ডটিতে জ্বালানো রয়েছে প্রদীপ। প্রচুর দর্শনার্থীর ভিড় হয় এখানে। রুপোর তৈরি মন্দিরটি। মন্দির দর্শন করার জন্য বেশ কয়েকটি সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে পাহাড়ের ওপর কাবেরী নদীর উৎসস্থানে পৌঁছলাম। এই মন্দির-চত্বরটিতে আরও দুটি মন্দির রয়েছে। অন্য মন্দিরগুলি মহাদেব ও গণেশের। এরপর পাহাড়ের মাথায় খাড়াই সিঁড়ি বেয়ে ব্রহ্মগিরি পর্বতের মাথায় পৌঁছে দেখতে পেলাম এক অপরূপ শোভা। চারপাশে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা। তালকাবেরী দর্শন করার পর এবার আমাদের মহীশূর ফেরার পালা। গাড়ি ছুটে চলল হাইওয়ে দিয়ে মহীশূরের পথে। সন্ধেবেলা এসে পৌঁছলাম মহীশূরে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

মহীশূর থেকে নিয়মিত বাস যাচ্ছে মাদিকেরি। দূরত্ব ১২০ কিলোমিটার। তবে মহীশূর থেকে এই পথে গাড়িভাড়া করে গেলে একযাত্রায় যাত্রাপথের দ্রষ্টব্যগুলি দেখে নেওয়া যাবে।

কোথায় থাকবেন

মাদিকেরিতে রাজ্য পর্যটনের **হোটেল ভ্যালি ভিউ** (☎০৮২৭২-২২৮৩৮৭), নন-এ সি এক্সিকিউটিভ ঘরের ভাড়া ২,০০০ টাকা, নন-এ সি ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২,৮০০ টাকা, এ সি স্যুইটের ভাড়া ৩,৬০০ টাকা।

প্রাইভেট হোটেল: **চিত্রা** (☎২২৫৩৭২), ভাড়া ৭২৮-৯৩৬ টাকা।

হাইটন (☎২২৩১৩১), ভাড়া ১,০৩০ টাকা। **কাবেরী** (☎২২৫৪৯২), ভাড়া ৮৮৪-১,৩৮৫ টাকা।

রাজদর্শন (☎২২৯১২৪২), ভাড়া ১,২৫০-১,৬৭০ টাকা।

কুর্গ বেড়াতে গাড়িভাড়ার জন্য যোগাযোগ করুন মহীশূরে রবি-র সঙ্গে (☎০৯৮৪৫৩-৯৪৯৭৪/০৯৭৪১২৬৬৬৮৮)।

মাদিকেরির এস টি ডি কোড: ০৮২৭২।

কন্টিনেন্টাল

172, Lenin Sarani, Kol-700 013.
Ph: 2212-7715/4090
Mobile: 98747 63053/98303 08705

সরকারি/বেসরকারি হোটেল বুকিং

কাশ্মীর	সিকিম
পশ্চিমবঙ্গ	কুমায়ুন
রাজস্থান	মধ্যপ্রদেশ
কেরালা	মেঘালয়
অরুণাচল	গাড়োয়াল
হিমাচল প্রদেশ	তামিলনাড়ু
লে-লাদাখ	অন্ধ্রপ্রদেশ
ওড়িশা	অসম
দক্ষিণ ভারত	গুজরাট
উত্তরপ্রদেশ	মহারাষ্ট্র-গোয়া

Spl. Discount
ON LINE BOOKING
www.continental travels.co.in

-: Branch :-

Lalbazar-9831125446
Gariahat-9830111999 Kasba-9433604299
Jadavpur-9883205816 Belghoria-8420057891
Krishnanagar-9233972873 Naihati-9874763053
Kalyani-9433351219 Budge Budge-9831735373
Kalna-9932252423 Durgapur-9851105701
Jamshedpur-9835183717 Gangulibagan-9830981388
Siliguri-9836006067 Jalpaiguri-9800311833
North Kolkata-9830177944

কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান

লেখা ও ছবি: বসন্ত সিংহ রায়

সপ্তম পর্ব

২০১০-এর ১৭ মে এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণের পরের বছরই বসন্ত সিংহ রায় পৌঁছে যান কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গে। ২০১১-এর ২০ মে। এই দুঃসাহসী হিমালয়-অভিযাত্রীর কলমে কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গাভিযানের ধারাবাহিক ধারাবিবরণী।

প্রথম শিবিরে যাওয়ার পথে

২১ এপ্রিল, ২০১১

প্রথম শিবিরে ঘুম ভাঙল সকালবেলা। উঠে দেখি তাঁবুর ভেতরে বরফ লেগে রয়েছে। স্লিপিং ব্যাগ ভিজে একশা। সারারাত ভালো ঘুম হয়নি। পাসাংয়ের হাতে তৈরি চা খেয়ে তৈরি হয়ে নিলাম। আকাশ আজ ঝকঝকে। ঠিক সাড়ে সাতটায় নামা শুরু হল। র‍্যাপলিং পদ্ধতিতে নামা। বরফের দেওয়াল ধরে নামতে শুরু করলাম। বেশ কষ্টকর। দড়িতে বরফ লেগে মোটা ও শক্ত হয়ে গিয়েছে, ডিসেন্ডার দিয়ে ঠিকমতো সরছে না। হাত দিয়ে ঠেলতে হচ্ছে। কিছুটা নামার পর দেখি সেভেন সামিট-এর শেরপারা উঠে আসছে। ওরা বলল, সকাল ছটায় বেরিয়েছে মূল শিবির থেকে।

ধীরে ধীরে নামছি। অনেকটা নীচে এসে বেশ জোরে বইতে থাকা হাওয়া পেলাম। বরফ উড়ে গায়ের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। নীচে আমাদের মূল শিবির দেখা যাচ্ছে। ঠিক ৯টা ৪০ মিনিটে ফিরে এলাম মূল শিবিরে। একটা পর্ব শেষ হল। এসে দেখি ফরাসি দলটাও এসে পড়েছে। আমাদের পাশেই ওদের তাঁবু টাঙিয়েছে। ওরা সবথেকে শেষে মূল শিবিরে এল। ফলে সবথেকে অপছন্দের জায়গা পেয়েছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে ওদের তাঁবু লাগানো হয়েছে। সদস্যসংখ্যা ছয় আর ওদের সঙ্গে আছে মাত্র তিনজন শেরপা। ওদের দলের একজনের সঙ্গে পরিচয় হল। বললেন, 'আমাদের ডাইনিং টেবিল লাগানো হয়ে গেলে তোমাদের আসতে বলব'। ওঁর পূর্ব-অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাই। চার-পাঁচটা ৮,০০০ মিটার শৃঙ্গের নাম নিলেন যেগুলো ইতিমধ্যেই আরোহণ করেছেন।

ওপর থেকে নেমে এসে শরীরটা প্রথমে বেশ দুর্বল লাগছিল। একটা সময় মনে ভয় হল, এরপর পারব তো আবার ওপরে যেতে? প্রথম শিবিরে মাত্র একরাত কাটিয়ে এসেই যদি এই

অবস্থা হয় তাহলে পরে কী হবে? এদিকে পেম্বার গলার অবস্থা ভালো নয়। খুব কাশছে। বলছে ইয়ামফুদিন নেমে যাবে। বেশ আতঙ্কিত গলায় বলল, ওর মতো এই একই লক্ষণ ও উপসর্গ কয়েকদিন আগেই ওর এক পরিচিত ব্যক্তিরও দেখা গিয়েছিল। তাকে শেষমেষ হেলিকপ্টার করে নীচে নামাতে হয়। আমাদের কাছে কাশির ট্যাবলেট ছিল। তা আগে ওকে দিয়েছি। কিন্তু এখন গতিক দেখে মনে হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক না পড়লে সারবে না। এবারে যে কারণেই হোক, আমাদের ওষুধের ভাঁড়ারও খুব উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। সেদিন অনেক খুঁজে একটা ব্যান্ড-এড পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

দুপুরে খাওয়ার পর তাঁবুর মধ্যে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। যথাসময়ে চা এল, সঙ্গে মুড়ি-মাখা। ধীরে ধীরে শরীরের দুর্বলতাও কেটে গেল। এখন মনে হচ্ছে, আবার ওপরে যেতে পারব। সন্ধেবেলা অনেকক্ষণ কিচেনে কাটালাম। দেখি লীলা মোমো তৈরি করছে। পুর হচ্ছে টুনা মাছ (টিনের) আর নিউট্রিলা দিয়ে।

আজ বাড়িতে ফোন করে কথা বললাম। সেই মূল শিবিরে আসার পরদিন ফোন করেছিলাম, তারপর এই। রমিত জিজ্ঞেস করল, আবার কবে ফোন করবে? রোজই তো ফোন করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু খরচের কথা ভেবে বিরত থাকি।

২২ এপ্রিল, ২০১১

সকালে চা-পর্ব শেষ করে তাঁবুর বাইরে এসে দেখি তাসি আর পাসাং বেরিয়ে গিয়েছে। আপশোস হল ওদের সঙ্গে দেখা হল না বলে। একটু পরেই অবশ্য দূরে ওদের আরোহণ করতে দেখলাম। এখান থেকে দেখাচ্ছে খুব ছোট দুটো অবয়ব। চেনার উপায় নেই। পেম্বার খবর নিলাম। একইরকম আছে। ও যদি নীচে চলে যায় তাহলে পাসাং ও তাসির পক্ষে পুরো ব্যাপারটা সামলানো খুব কঠিন হবে। ৮,০০০ মিটারের কোনও শৃঙ্গ অভিযানে এই প্রথম এসেছে তাসি। আর পাসাং-এরও বয়স হয়েছে। এভারেস্টে দেখেছি বেশ কাহিল হয়ে পড়তে। পেম্বাকে যতটুকু চিনেছি, তাতে বেশ বুঝতে পারি তার মনও নিশ্চয় গভীর চিন্তাগ্রস্ত। দায়িত্ববোধ বলে একটা ব্যাপার আছে। তার ওপর সে যদি ফিরে যায়, তাহলে তা চতুর্দিকে প্রচারিত হবে। সেটা হবে ওর পক্ষে মহা-বিড়ম্বনার বিষয়। আমি এবার রাহাদার ওষুধের কথা ভাবতে লাগলাম। ডাঃ সঞ্জীব রাহা আমাদের পারিবারিক বন্ধু এবং ক্লাব-সদস্য। একটা তরল ওষুধের ছিপি খুলে গিয়ে ওষুধের বিবরণ লেখা সেই কাগজটা ইতিমধ্যেই ধেবড়ে গিয়েছে, তা সত্ত্বেও আবছা পড়া যাচ্ছে। একটাতে লেখা আছে টনসিল-এ ব্যবহৃত হয়। পেম্বাকে দিলাম। বললাম, আগামীকাল থেকে খেয়ো।

বিকেল থেকে পেম্বা কিছুটা ভালো আছে বলে জানাল। ওষুধ চলছে। এদিকে পাসাংরা সকাল এগারোটার মধ্যেই প্রথম শিবিরে পৌঁছে গিয়েছে। ওয়াকিটকিতে কথা হল। এক সেট ওয়াকিটকি লোবেন পাঠিয়েছে। আমরাও প্রথম শিবির থেকে মূল শিবিরে সেদিন কথা বলেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, পাসাংরা এত তাড়াতাড়ি যখন বেরিয়েছে, নিশ্চয় দ্বিতীয় শিবিরে যাবে। কিন্তু পেম্বা বলল, আজ ওরা প্রথম শিবিরেই থাকবে। আজ আমাদের গোটা সকালটা কেটেছে ল্যাপটপে সিনেমা দেখে, বই পড়ে, তাস খেলে। দুপুরে লাঞ্চের পর লীলা রসগোল্লা খাওয়াল। কাঠমান্ডুতে পাওয়া যায় না

ওপর থেকে নরম তুষারের ধস নেমে এল। আঘাত লাগল না বটে, কিন্তু প্রচুর তুষার শরীর স্পর্শ করে নীচে নেমে গেল। গলার ফাঁক দিয়ে বেশ কিছুটা শরীরের ভেতরে ঢুকে গেল।

বলে লীলা দার্জিলিং থেকে রসগোল্লার টিন কিনে এনেছে। বিকালে অনেকক্ষণ দেবাশিসের সঙ্গে রামি খেললাম।

২৩ এপ্রিল, ২০১১

একটা করে দিন কাটছে আর আমরা কর গুনছি। দশদিন হল আমরা এসেছি মূল শিবিরে। আজ পাসাং আর তাসি দ্বিতীয় শিবিরে যাবে। তারপর তাসি ফিরে আসবে। পাসাং আগামীকাল তৃতীয় শিবিরের পথ খুলতে যাবে অন্য শেরপাদের সঙ্গে। এখানে এখন আমরা ছাড়া আছে ফ্রান্সের ছজন, দুজন সুইস আরোহী এবং তাদের সঙ্গে তিনজন শেরপা। এই গ্রুপেই আছি আমরা দুজন আর আছে প্রেস্টিজ গ্রুপ নামে এক তিন সদস্যের দল। আমাদের সঙ্গে শেরপার সংখ্যা তিন আর প্রেস্টিজ গ্রুপেও আছে তিন শেরপা। কেবল রাশিয়ানদের দলে মোট ৯ জন, কিন্তু সঙ্গে কোনও শেরপা নেই। 'সেভেন সামিট' গ্রুপের সদস্যসংখ্যা ১৩, দুয়েকজন বাদে সকলের সঙ্গেই একজন করে শেরপা আছে। সেই আমেরিকান ভদ্রমহিলার সঙ্গে তো তিনজন শেরপা। ওই একই গ্রুপে আবার তিনজন চাইনিজ অভিযাত্রী আছে যারা এখান থেকে হেলিকপ্টার করে মাকালু সামিট করতে যাবে। অন্তত ১৫ মে-র মধ্যে ওদের সামিট করতে হবে। তা না হলে মাকালু সামিটে ওদের দেরি হয়ে যাবে।

এদিকে পেম্বা আজ অনেকটাই সুস্থ। ফলে আমার দুশ্চিন্তাও অনেকটা দূর হয়েছে। যদিও ওকে সাবধানে থাকতে বলেছি। বিকেলে তাসি ফিরে এল। ওর কাছে শুনলাম আগামীকাল তৃতীয় শিবিরের পথ খোলা শুরু হবে। পাসাং এই কাজে সাহায্য করবে অন্য শেরপাদের। তাসি জানাল, আমাদের প্রচুর জিনিস দ্বিতীয় শিবিরে পৌঁছে গিয়েছে। বাকি শুধু অক্সিজেন।

২৪ এপ্রিল, ২০১১

আজ আবহাওয়া মোটামুটি। চারদিকের বরফ শুকিয়ে গিয়েছে। ব্রেকফাস্ট সেরে দেবাশিস আর আমি গেলাম একটু পায়চারি করতে। অন্য দলের তাঁবু ঘুরে দেখলাম। তাদের কার্যকলাপ দেখছি। রাশিয়ান গ্রুপের যে শেরপারা বেস ক্যাম্পের দায়িত্বে আছে তাদের সঙ্গে দেখা হল। জিজ্ঞেস করল, কফি খাব কিনা। ওদের এক শেরপাকে দেখে চেনা মনে হওয়ায় পেম্বাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, ছেলেটি ওয়াংদির ভাই। এই ওয়াংদি আমাদের প্রথম কামেট অভিযানে কুক-এর কাজ করেছিল। পনেরো বছর আগের কথা। ডাইনিং টেন্টে বসা যায় না, প্রচণ্ড ঠান্ডা। তবু সেখানেই কোনওরকমে বসে পেম্বার সঙ্গে নানারকম আলোচনা করছি অভিযান নিয়ে। ওকে বললাম, 'তুমি চতুর্থ শিবির থেকে সামিটের রাস্তা খুলতে যেও না।' ও হেসে বলল, তাহলে পরে অন্য শেরপারা বলার সুযোগ পাবে পেম্বা ফাঁকি দিল। কর্মজীবনে সেই কলঙ্কের দাগ সে লাগাতে রাজি নয়।

ঠিক হল আমরা আগামীকাল অথবা পরশু সরাসরি দ্বিতীয় শিবিরে যাব। তার পরদিন যাব তৃতীয় শিবিরে। অবশ্য যদি তৃতীয় শিবিরের পথ খোলা হয় তবেই। তারপর আবার সরাসরি মূল শিবিরে ফিরে আসব। সবকিছুই নির্ভর করবে আবহাওয়ার ওপর।

ইতিমধ্যে চারদিক মেঘলা হয়ে এল। পেম্বা বলল, 'আজ আমি মাটন নিয়ে এসেছি।' 'কোথায় পেলে?' ও বলল, 'সেভেন সামিট গ্রুপকে বললাম, আমার মেম্বাররা ডিম ছাড়া কোনও আমিষ খাবার পাচ্ছে না। কারণ ইয়াক, মোষ, শুয়োর কোনও মাংসই ওরা খায় না। কাঁচা সবজিও শেষ। তোমাদের মেম্বাররা তো সব খায়। আমরাও মোষ, ইয়াক খাই। তাই তোমাদের যে মাটন আছে, তা আমাদের একটু দাও।' ওরা তারপর প্রায় আড়াই কেজি খাসির

মাংস দিয়েছে। তবে দাম নিয়েছে আমাদের টাকায় ২,৫০০ টাকা। সেটাও সস্তাই। কারণ, ওরা গোটা খাসি কেটে সেই ইয়ামফুদিন থেকে এতটা পথ বয়ে নিয়ে এসেছে। পেম্বার এই আন্তরিকতায় ওর প্রতি ভালোবাসা আরও বেড়ে গেল। সবজি নেই, সেই কবে মাটন বা চিকেন খেয়েছি, তাও আর মনে নেই। লীলা সকালে বলেছিল, দুপুরে আমাদের জন্যে চাউমিন বানিয়ে দেবে। পরে মাংস আসাতে বলল, দুপুরে আমাদের জন্য মেনু— মাটন আর ভাত। তবে, ওরা মাটন খাবে না। ওদের শুকনো মোষের মাংস আছে। তাছাড়া ওরা টিনফুডও ভালো খায়। এদিকে, দুপুর থেকেই শুরু হয়ে গেল তুষারপাত। ঠিক হল আগামীকাল পেম্বা আর তাসি যাবে দ্বিতীয় শিবিরে। ওরা আবার ফিরে আসবে।

পাসাং ফিরল বিকেলে। ওর কাছ থেকে জানতে পারলাম, প্রায় ৯০০ মিটার দড়ি লাগানো হয়েছে। তৃতীয় শিবিরে পৌঁছতে হলে আরও ৩০০ মিটার দড়ি লাগাতে হবে। তার মানে দ্বিতীয় শিবির থেকে তৃতীয় শিবিরের পথ অনেক লম্বা, আর উচ্চতাও বেশি। সব শেরপাই নেমে এসেছে। আবার পরে যাবে আবহাওয়া ভালো হলে। তার মানে যতক্ষণ না তৃতীয় শিবির প্রস্তুত হচ্ছে তার আগে আমাদের ওপরে উঠে লাভ নেই।

সন্ধেবেলা অনেক গল্প হল কিচেনে বসে। কে যেন বলছিল বউকে ভয় পাওয়ার কথা। কপট গম্ভীর হয়ে পেম্বা বলল— 'বউকে ভয় পাওয়ার কী আছে? আমি বউকে একদম ভয় পাই না। আমার বউ আমায় ঝাপটা দিয়ে বলেছে, আমায় একদম ভয় পাবে না।' সকলেই হাসতে লাগল। এই তিন শেরপা-ভাই খুব হাসিখুশি। লীলাও তাই। সবসময় হাসে বলেই কি ওদের হার্ট এবং লাংস এত মজবুত!

আলোচনা থেকে চোখ আর মন ফিরিয়ে নিয়ে দেখি চারদিক বরফে ঢেকে গিয়েছে। নরম বরফ। পা দিলেই পা বসে যায়। সকালে এখানে বরফ প্রায় ছিল না। আর এখন সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। চারদিকে শুধু সাদা আর সাদা। দু-তিন দিন হল রাতে বেশ ঠান্ডা লাগছে। বুঝতে পারছি না কেন। শোওয়ার পরে নিশ্চয়ই কোথাও ফাঁক থাকছে, সেখান দিয়েই ঠান্ডা হাওয়া ঢুকছে। স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ইনার দিয়ে শুলে, ঠান্ডা লাগার কথা নয়। এয়ার ম্যাট্রেসটাতে হাওয়া থাকছে না।

২৫ এপ্রিল, ২০১১

সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ। সকালবেলাতেই পেম্বা আর তাসি বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে গেল ফ্রান্স দলের ছজন। ওরা আজ প্রথম শিবিরে থাকবে। আমাদের যাওয়ার প্রশ্নই নেই। পেম্বারা আজ অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে গিয়েছে। আর বেশি কিছু ওপরে নিয়ে যেতে হবে না। অল্প বাসনপত্র লাগবে, ব্যবহার হবে গ্যাস, ছোট ছোট গ্যাস সিলিন্ডার— দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা জ্বলে। এদিকে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। তুষারপাত শুরু হয়েছে। কিছুক্ষণের জন্য সূর্যের আলো ছিল। কিন্তু কিছু পরেই মেঘ তাকে ঢেকে দিয়েছে। যদিও উত্তাপ ঠিক ছড়িয়ে যাচ্ছে। তাঁবুর মধ্যে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা। বারোটার সময়ই লাঞ্চ দিয়ে দিল। খেতে বসে জানতে পারলাম পেম্বারা প্রথম শিবিরে জিনিসপত্র রেখে নেমে এসেছে। তুষারপাত হচ্ছে বলে আর দ্বিতীয় শিবিরে ওরা যায়নি। ভালোই করেছে। আজও আমরা মাটন দিয়ে ভাত খেলাম। তারপর অনেকক্ষণ ডাইনিং তাঁবুতে বসে থাকলাম। এই প্রথম ডাইনিং তাঁবুর মধ্যে শীত লাগছে না। মনে হয় মেঘলা আবহাওয়ার জন্য একটা ভ্যাপসা গরম, ফলে শীত কম লাগছে। বাইরে রোদ থাকলে কিন্তু ভেতরে ঠান্ডায় বসা যেত না। আজ আর সিনেমা দেখা হচ্ছে না। কারণ সোলার চার্জার ঠিকমতো চার্জ দিতে পারছে না। অগত্যা আবার তাঁবুর মধ্যে আশ্রয়। আমাদের পাশের তাঁবুর পড়শিরাও নেই। ওরা আজ ওপরে গিয়েছে। তাই ওদের কথাও শুনতে পাচ্ছি না। নিঝুম, নিস্তব্ধ বেস ক্যাম্প। মাঝে মাঝে দুয়েকটা হিমালয়ান চপ-এর ডাক আর মেঘের গর্জনের মতো

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

প্রথম উপন্যাস

বিষাদগাথা

দুই শতাব্দী যাপনের জীবন্ত আঁকিবুঁকি। মূল্য ২০০ টাকা

২৫ আগস্টের মধ্যে ১২৫ টাকা পাঠিয়ে দিলে আমাদের খরচে ক্যুরিয়ারে
ঘরে বসেই বই পাবেন। চেক পাঠাতে হবে নীচের ঠিকানায়।
সঙ্গে আলাদা কাগজে নিজের নাম-ঠিকানা লিখতে ভুলবেন না।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019

অনলাইন কেনার জন্য ▶ www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448 **E-Mail:** info@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণকাহিনি

দুচাকায় দুনিয়া

বিমল মুখার্জি

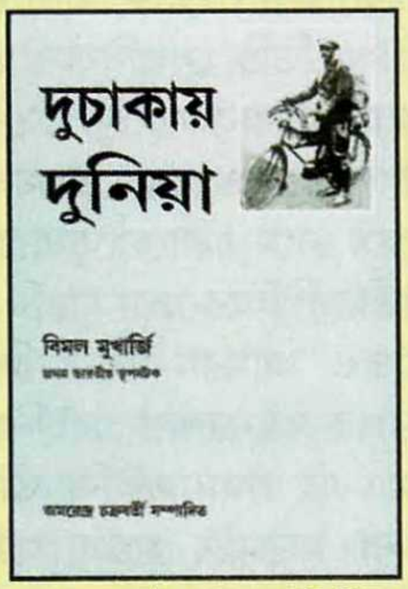

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
পঞ্চম মুদ্রণ ₹১৫০

ভ্রমণের নবনীতা

নবনীতা দেব সেন

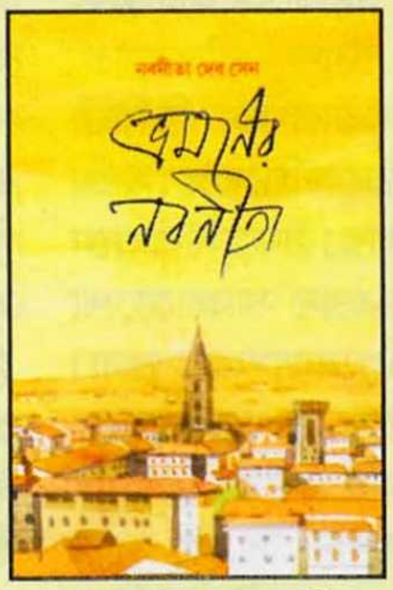

নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ ₹৯০

দেশে দেশে

প্রতাপকুমার রায়

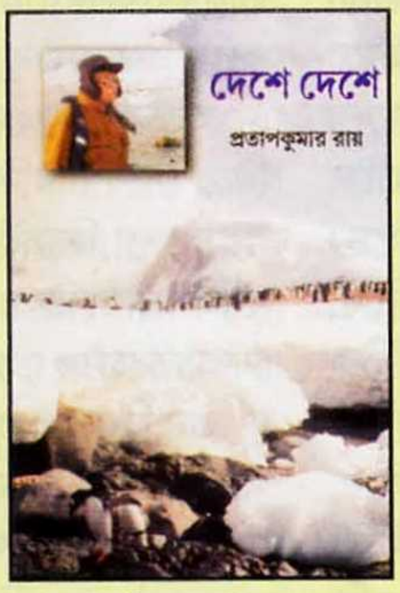

প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা **₹৭৫**

ইছামতীর মশা

শঙ্খ ঘোষ

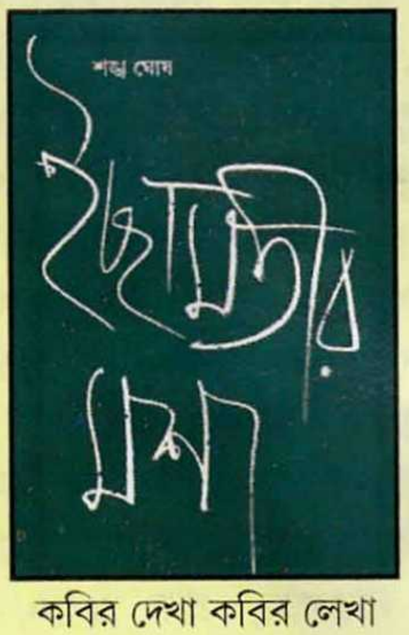

কবির দেখা কবির লেখা একগুচ্ছ অসাধারণ ভ্রমণকথার সংকলন।
পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ ₹১৫০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনি।
ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।
মজবুত বোর্ড বাঁধাই।

প্রথম খণ্ড | ৩য় মুদ্রণ ₹৩৫০ **দ্বিতীয় খণ্ড** | ২য় মুদ্রণ ₹২৭৫

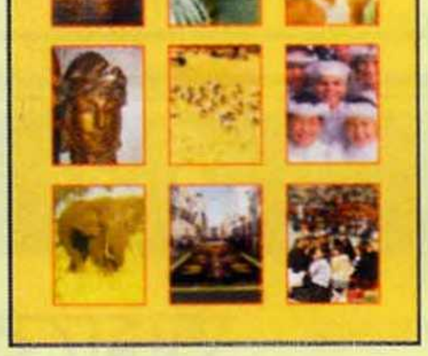

বন্ধুভরা বসুন্ধরা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য।
সঙ্গে রঙিন ছবি।
ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১২০

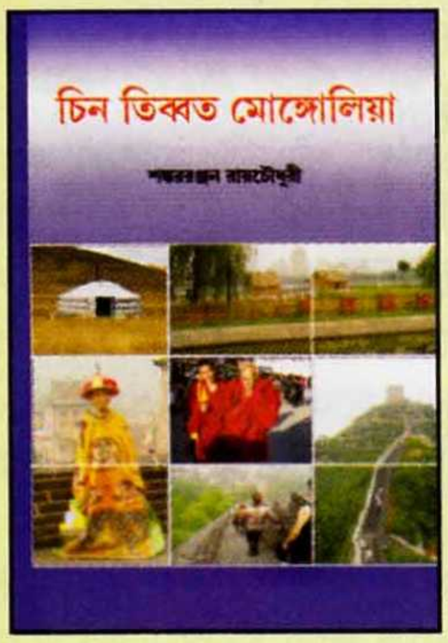

চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া

শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া—
ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা **₹৬০**

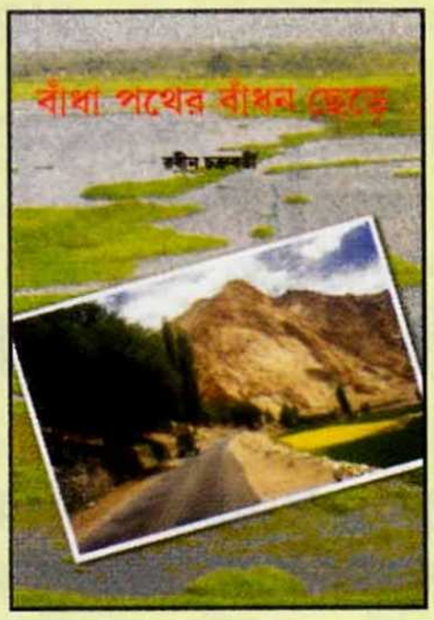

বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে

রবীন চক্রবর্তী

উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য।
₹৬০

অনলাইনে পেতে www.swarnakshar.in লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর

SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283 2320 **Fax:** 2287 6448
E-mail: info@swarnakshar.in

দেবুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

তুষারধসের আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। সন্ধে পর্যন্ত তাঁবুর মধ্যেই থাকলাম। বই পড়ে কাটালাম। ভাগ্যিস দেবাশিস কিছু বইপত্র এনেছিল। আমি তো কুলির খরচ বেশি হবে বলে কোনও বই আনিনি। শোওয়ার আগে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। আকাশ পরিষ্কার। তবে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে মেঘলা করে আছে। খুব সামান্য তুষার পড়ছে। নীচে আবার কোরীয় দলের মূল শিবির দেখতে পাচ্ছি। ওরা এসেছে জানু পূর্ব শৃঙ্গ আরোহণ করতে।

২৬ এপ্রিল, ২০১১

ঝকঝকে আকাশ। তবে বেলা এগারোটা পর্যন্ত। তারপর আবার তুষারপাত। বাইরে বেরিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল একটা ছোট পাখি। ওর কয়েকটা ছবি তুললাম। আজ আমাদের কেউ ওপরে যায়নি। কারণ ওপরে পাঠাবার মতো জিনিস আর নেই। আর পূর্বাভাস বলছে আজও আবহাওয়া খারাপ থাকবে। আগামীকাল পেম্বা যাবে। আমরাও যেতে পারি। কিন্তু গিয়ে কী লাভ? তৃতীয় শিবির স্থাপন করা না গেলে আমরা তৃতীয় শিবিরে যেতে পারব না। আমাদের উদ্দেশ্য তৃতীয় শিবিরে একটা রাত কাটিয়ে আসা। আজ পাঁচদিন হল কোনও কাজ নেই। কী করা যাবে! আবহাওয়ার ওপর আমাদের হাত নেই।

বিকেল থেকে তুষারপাত শুরু হল। অনেকক্ষণ গল্পের বই পড়লাম। তারপর সন্ধেবেলা কিচেনে গিয়ে বসলাম। লীলা আজও মাংস-ভাত খাওয়াল। কষা মাংস, বেশ স্বাদ হয়েছে, অনেকটা ভাত খেয়ে নিলাম। তারপর আবার তাঁবুর মধ্যে।

২৭ এপ্রিল, ২০১১

পূর্বাভাস অনুযায়ী আবহাওয়া ভালো থাকার কথা, কিন্তু আমার ঘুম ভাঙল মাথার যন্ত্রণা নিয়ে। রাতেই শুরু হয়েছে। অভ্রুতাঞ্জন লাগালাম, তাতেও কমল না। আজ পেম্বা ভেবেছিল একা দ্বিতীয় শিবিরে যাবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত কোনও শেরপা ওপরে যাচ্ছে না বলে ও ওপরে গেল না। তবে দুজন সুইস আরোহী আজ ওপরে গেল। আমাদের যাদের সঙ্গে জয়েন্ট পারমিট আছে সেই ছজন ফরাসির সঙ্গে দুজন সুইস আছে। ফরাসিরা পরশু ওপরে গিয়েছে। আজ সুইসরা গেল। আগামীকাল আমরা যাব, কিন্তু আমার শরীর নিয়ে আমি চিন্তিত। কেমন যেন একটা অস্বস্তি। মনে হচ্ছে কাল যেতে পারব না। পায়ে কোনও জোর নেই। কিন্তু তাও সব গুছিয়ে নিলাম। রাহাদার দেওয়া একটা ওষুধ খেলাম, আর্সেনিক অ্যালবাম। যদি কিছু কাজ হয়। এই প্রথম ওষুধ খেলাম এই অভিযানে এসে। তারপর দুপুরে আবার মাংস-ভাত। তাতে মনে হল, লীলা আমাদের শরীরের শক্তিবৃদ্ধির দায়িত্ব নিয়েছে। তারপর পেম্বার সঙ্গে যা কথা হল তা এরকম: কাল আমরা পাঁচজন সরাসরি যাব দ্বিতীয় শিবিরে। দুদিন থাকব সেখানে। তার পরদিন তৃতীয় শিবিরে যাব। একরাত থেকে আবার নেমে আসব মূল শিবিরে। এভাবে শরীরকে পরিবেশের সঙ্গে সইয়ে নেওয়া হবে। এরপর পেম্বারা চেষ্টা করবে তৃতীয় থেকে চতুর্থ শিবিরের পথ তৈরি করতে। যদি পারে, তাহলে কয়েকদিন বেসক্যাম্পে বিশ্রাম নিয়ে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখে সরাসরি আমরা পৌঁছব দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ শিবির, একেক দিনে। তারপর সামিট করতে যখন যাব, তখন অন্য শেরপা এবং পেম্বারা আগে আগে দড়ি লাগাতে লাগাতে যাবে আর পিছনে সদস্যরা আরোহণ করবে। এই হল পরিকল্পনা।

বিকেল থেকে শুরু হল আবার অল্প তুষারপাত, অবশ্য রোজই এটা হচ্ছে। শরীরও ভালোর দিকে, টের পাচ্ছি। রাতে লীলা আবার মাংস রান্না করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ওকে বারণ করলাম। সন্ধের পরে আবারও তুষারপাত। রাতে আর কোনও তুষার পড়েনি।

২৮ এপ্রিল, ২০১১

একমাস আগে এইদিনটিতেই আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। মনে বেশ আনন্দ, আজ বেরিয়ে ওপরের ক্যাম্পের দিকে রওনা হব। ৩নং ক্যাম্প পর্যন্ত যাওয়ার পরিকল্পনা আছে আগামী দু-তিন দিন। তারপর আবার ফিরে আসার পর মাত্র আর একবার ওপরে যেতে হবে। বেশ সকালে চা দিয়ে গেল দাওয়া। তারপর মুখ ধোওয়া আর ব্রেকফাস্ট। আমরা তৈরি। চেনা পথ প্রথম শিবির পর্যন্ত। তারপর অবশ্য জানি না। ধীরে ধীরে ওপরে উঠছি। মাঝামাঝি পথে দেখি সবাই বসে আছে, কেউ আগে যেতে চাইছে না। প্রচুর স্নো ডিপোজিসন হয়েছে। যে আগে যাবে তাকেই প্রায় কোমর সমান নরম বরফ ঠেলে এগোতে হবে। কী আর করা যাবে। পেম্বা আর তাসি আরম্ভ করল। পিছে পিছে সকলে। আমি, দেবাশিস আর পাসাং সকলের পিছনে। পেম্বারা অনেকটা উঠে গিয়েছে। পাসাং হঠাৎ বলল তাড়াতাড়ি আমাদের যেতে হবে তা নাহলে ওপর থেকে পেম্বাদের পায়ের চাপে তুষারধস নেমে আসবে। চেষ্টা করলাম তাড়াতাড়ি এগনোর, কিন্তু পারলাম না। সম্ভবও নয়, দড়ি ধরে আড়াআড়িভাবে এগিয়ে যাওয়া। নীচের দিকে ঢাল অনেক বেশি। গড়িয়ে পড়লে মৃত্যু অনিবার্য। ওপর থেকে নরম তুষারের ধস নেমে এল। আঘাত লাগল না বটে, কিন্তু প্রচুর তুষার শরীর স্পর্শ করে নীচে নেমে গেল। গলার ফাঁক দিয়ে বেশ কিছুটা শরীরের ভেতরে ঢুকে গেল। এরপর সবাই পড়লাম এক অস্ট্রিয়ান মহিলা-আরোহীর পাল্লায়, উনি আগে যাচ্ছেন আর ওঁর শেরপাদের বলছেন পরে এসো। কারণ ওই আইস ওয়ালে এক রোপে অনেকে আসছেন। যদি দড়ি খুলে যায় বা ছিঁড়ে যায় তাহলে সবাই মারা যাবে সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে উনিও যে মারা যাবেন এটাই তাঁর চিন্তার কারণ হবে। এই ভয়ে উনি যতক্ষণ না এক রোপের শেষে পৌঁছচ্ছেন ততক্ষণ আর কেউ ওই দড়ি ব্যবহার করলেই চিৎকার-চেঁচামেচি করছেন। রাগ হলেও কিছু বলছি না। ধীরে ধীরেই এগোতে লাগলাম। এতে হল কী, আমাদের প্রথম শিবিরে পৌঁছতে দেরি হয়ে গেল। আজ আমাদের দ্বিতীয় শিবিরে সরাসরি যাওয়ার কথা ছিল। সেভেন সামিটের দলটাও আর দ্বিতীয় শিবিরে যেতে চাইল না। তবে ফরাসি দলের কয়েকজন চলে গেল দ্বিতীয় শিবিরের উদ্দেশে। পেম্বা অন্যদলের তাঁবুতে থাকতে চাইছিল। আমি বললাম, দরকার নেই, একই তাঁবুতে সকলে থেকে যাব আর ৪টে স্লিপিং ব্যাগ ৫ জনে ভাগ করে নেব। ডিনারে খেলাম সেই লীলার পাঠানো রুটি আর বাটার পনিরের তরকারি। কদিন আর শক্ত খাবার পাওয়া যাবে না। পাহাড়ের এই নিয়ম। তবে এভারেস্টে আমরা দ্বিতীয় শিবিরে ভাত-ডাল-তরকারি রুটি সব পেতাম। যেখানে যেমন আর কী! এক তাঁবুতে পাঁচজন সমস্ত জিনিস সমেত থাকা খুবই কষ্টের।

ক্রমশ

TREKS & TOURS

সমগ্র লাদাখ	(৭/১৫/২০ দিন)	23/8,12/10
কৈলাস ও মানস	(গাড়িতে/হেলিকপ্টারে)	Aug. & Sept.
মুক্তিনাথ / সমগ্র নেপাল		20/10, 26/10
অরুণাচল		11/10, 14/10
উত্তর ও পূর্ব সিকিম		14/10
লাহুল-স্পিতি, কিন্নর		18/9
দামোদর কুণ্ড	(নারায়ণ শিলা দর্শন হেলিকপ্টারে)	May to Sept.
লাসা, রংবুক ও বেজিং	(গাড়িতে/হেলিকপ্টারে)	May to Sept.
সমগ্র কুমায়ুন	(৩৭টি স্থান)	13/9, 8/12
লাক্ষাদ্বীপ	(৩/৭টি দ্বীপ)	Oct. to Apr.
নাগাল্যান্ড ও মণিপুর / মিজোরাম ও ত্রিপুরা		17/11

ট্রেকিং: কালাপাথর, ফোকসুমদো লেক, ল্যাংট্যাং, গোঁসাইকুণ্ড, অ্যারাউন্ড অন্নপূর্ণা, অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প, আদি কৈলাস, মিলাম, পিণ্ডারি, মণিমহেশ, ভ্যালি অব ফ্লাওয়ারস, পঞ্চচুল্লি, রূপকুণ্ড

কর্পোরেট, অফিস, স্কুল, কলেজ অথবা ফ্যামিলি যে-কোনও ধরণের গ্রুপ, ট্যুর প্যাকেজ প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা করা হয়।

9, Lalbazar Street, Marcantile Building, 1st Fl. Block-E, Kolkata-700001
37, Deshpran Sasmal Road, Howrah-1
Web: www.treksandtours.com
E-mail: treksandtours@gmail.com
9433073745 • 2119-9000
9432369253 • 2643-9253

আলাখুয়েলা বাসস্ট্যান্ডে

কোস্টা রিকা

লেখা ও ছবি: শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

লাতিন আমেরিকার ছোট দেশ কোস্টা রিকার ছোট্ট শহর স্যান জোস।
দুটোদিন শহরের মধ্যে হেঁটে বেড়ানো আর শহরের বাইরে লেগুন,
আগ্নেয়গিরি দেখে বেড়ানোর কাহিনি।

আলাখুয়েলা বাসস্ট্যান্ডে

আমেরিকার চিকাগো শহর থেকে আমার এবারের ভ্রমণ শুরু। ২০১০-এর ৭ জুলাই থেকে শুরু করে পরবর্তী পনেরো দিনে একে একে ইলিনইসের চিকাগো, সাউথ ডাকোটার মাউন্ট রাশমোর, কলোরাডোর ডেনভার, এরিজোনার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ঘুরতে ঘুরতে একেবারে দক্ষিণের রাজ্য টেকসাসের ডালাস শহরে এসে দুরাতের বিরতি। তারপর দুটো ভালো মিউজিয়াম আর রাষ্ট্রপতি কেনেডি হত্যার অকুস্থল দেখে ডালাস থেকে ডেনভার হয়ে লাতিন আমেরিকার দিকে উড়ে চলেছি।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিলে এবারের ভ্রমণসূচিতে আছে সব লাতিন আমেরিকার দেশ। প্রকৃতপক্ষে লাতিন আমেরিকা বলতে বোঝায় সেই দেশগুলোকে যেখানে এসপানিওল (স্প্যানিশ) ও পর্তুগিজ ভাষা প্রচলিত। লাতিন আমেরিকার এই সংজ্ঞা মেনে নিলে মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো থেকে শুরু করে দক্ষিণ আমেরিকার তথা আর্জেন্তিনার একেবারে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত লাতিন আমেরিকার বিস্তৃতি। মধ্য আমেরিকার ৮টি, দক্ষিণ আমেরিকার ১০টি আর ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের ২টি— এই কুড়িটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রকে একত্রে মিলিয়ে বলা হয় লাতিন আমেরিকা বা হিসপানো আমেরিকা— যেখানে স্পেন পর্তুগালের উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল ইংরেজদের সাম্রাজ্য বিস্তারের অনেক আগে। প্রাকৃতিক বৈচিত্রে ভরা এই বিশাল ভূখণ্ড দেখার বাসনা নিয়ে এসপানিওল ভাষার প্রাথমিক পাঠ নিয়ে রেখেছিলাম অনেক আগে। চর্চার অভাবে কালের প্রবাহে তার অধিকাংশই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছে। তাই কোনও রকমে কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য সঙ্গে এনেছি একটা স্প্যানিশ-ইংলিশ-স্প্যানিশ ডিকশনারি আর সেই পুরনো দিনের ক্লাশের নোট বই,পথ চলতে চলতে সুযোগমতো ভুলে যাওয়া শব্দগুলো দেখে নেওয়া যাবে এই আশায়।

কোস্টা রিকার স্যান জোস বিমানবন্দরে নামলাম সকাল পাঁচটায়, ২৩ জুলাই, ২০১০। কোস্টা রিকা মধ্য আমেরিকার একটি ছোট্ট স্বাধীন দেশ। এর আয়তন ১৯,৭৩০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ২৭ লক্ষ। শিক্ষিতের হার শতকরা ৯০।

ক্রিস্টোফার কলম্বাস এ দেশ আবিষ্কার করেন ১৫০২ সালে, যখন এই অঞ্চলে বাস করত বোরুকা, ক্যারিব, চোরোটেগা, কোরোবিসি, নাহুয়া প্রভৃতি ছোট ছোট গোষ্ঠী। প্রত্যেক গোষ্ঠীই ছিল স্বাধীন এবং পরাক্রান্ত। এদের বশীভূত করে একটা স্থায়ী উপনিবেশ গড়ে তুলতে স্পেনীয়দের ৬০ বছর সময় লেগেছিল। কোস্টা রিকায় স্থানীয় শ্রমিকের অভাবে ছোট ছোট কৃষিখামার তৈরি হয়েছিল, কিন্তু বড় আকারের ধনী ভূস্বামী ছিল না কোনও দিন। খনিজ সম্পদের অভাবের জন্য অঞ্চলের উন্নতিসাধনে ঔপনিবেশিক শাসকের কোন আগ্রহ ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন স্পেন মধ্য আমেরিকার অন্যান্য দেশগুলির উন্নতিবিধান করেছিল, তখন কোস্টা রিকা ছিল নিকারাগুয়ার অধীন। ১৮২১ সালে মেক্সিকো ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে, তখন কোস্টা রিকা কয়েকটি ছোট ছোট রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে মেক্সিকোর সঙ্গে সাময়িক ভাবে যুক্ত হয়। ১৮২৩ সালে কোস্টা রিকা মধ্য আমেরিকার দেশগুলিকে নিয়ে মৈত্রীর ভিত্তিতে রাষ্ট্র-জোট গঠনে সাহায্য করেছিল। কিন্তু সেই মিলিত গোষ্ঠীর দেশগুলির সঙ্গে বিবাদের ফলে একাকীত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে কোস্টা রিকা ১৮৩৮ সালে রাষ্ট্র-জোটের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে স্বেচ্ছানির্বাসনে গেল। ১৮৯০ সালের নির্বাচনে জোসেফ জোকিন রডরিগজ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। এই নির্বাচন ছিল সমগ্র মধ্য আমেরিকায় প্রথম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্বাধীন ও নিষ্কলুষ নির্বাচন। তাই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সমগ্র মধ্য আমেরিকায় কোস্টা রিকার খ্যাতি এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত। যদিও ১৯১৭ এবং ১৯৪৮ সালে বিপ্লব ঘটেছিল, কিন্তু দুটো বিপ্লবই ছিল ক্ষণস্থায়ী। দেশের প্রচারমাধ্যম মত প্রকাশে, বিশেষ করে রাজনৈতিক মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে।

কোস্টা রিকা আসতে হলে ভিসা আগাম করে নিয়ে আসতে হয় না। বিমানবন্দরে এসে অভিবাসন দপ্তর থেকে এ দেশে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া যায়। কোনও বেগ পেতে হল না অনুমতি পেতে। শুধু একটা প্রশ্নের জবাব দিতে হল— কতদিন থাকব এদেশে। শুল্ক বিভাগের সবুজ রেখা পার হয়ে বাইরে এলাম। এখন প্রথম কাজ এ দেশের টাকা সংগ্রহ করা। সামনেই ব্যাঙ্ক অব কোস্টা রিকা। এদেশের টাকার নাম কোলোন। ২০ ডলার ভাঙিয়ে পেলাম ৯১৮৫ কোলোনেস, বিনিময় হার ১ ইউ এস ডলার= ৪৫৯.২৫ কোলোনেস। বাইরে আসতেই ট্যাক্সি ড্রাইভাররা ঘিরে ধরল।

'চলুন, কুড়ি ডলারে ডাউন টাউন নিয়ে যাব।'

ওদের ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পেরেছি। বাস চলাচলের রাস্তা খুঁজে বের করে নিতে হল।

কাউকে কিছু না জিজ্ঞেস করেই একটা বাসে উঠে পড়লাম। তারপর ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, 'পাসেও দে স্তুদিয়েন্তে এই বাস যাবে?'

ড্রাইভার বলল, 'এখান থেকে কোনও বাসেই পাসেও দে স্তুদিয়েন্তে যাওয়া যাবে না। ডাউন টাউনে গিয়ে বাস পাল্টাতে হবে।'

একমুঠো খুচরো পয়সা ড্রাইভারের সামনে ধরে বললাম, 'দয়া করে আমাকে ডাউন টাউনে নামিয়ে দেবেন।' ড্রাইভার ৪৫০ কোলোনেস তুলে নিল। আধঘণ্টার মধ্যে বাস একেবারেই থেমে গেল। সব যাত্রী নেমে গেল। ড্রাইভার বলল, 'এটাই ডাউন টাউন।'

ব্যস্ত শহর। যানবাহনের ভিড়, পথচারীদের ব্যস্ততা। জনে জনে জিজ্ঞেস করি, পাসেও দে স্তুদিয়েন্তে কোন বাস যাবে? পরপর অনেকগুলো বাস স্টপেজ। এক-একজন এক-একটা স্টপেজে দাঁড়াতে পরামর্শ দেয়। এক স্টপেজ থেকে আর এক স্টপেজে ঘুরপাক খাচ্ছি। অবশেষে উদ্ধার করলেন এক প্রৌঢ়। 'আপনি আমার সঙ্গে আসুন।'

তার পিছন পিছন রাস্তা পার হয়ে এলাম। একটা বাস স্টপেজে এসে তিনি বললেন, 'এখানে যে বাস এসে দাঁড়াবে সেটাতেই উঠবেন। ২৫০ কোলোনেস দিয়ে টিকিট নেবেন। ড্রাইভারকে বলবেন পাসেও দে স্তুদিয়েন্তে নামিয়ে দিতে।'

অল্প সময়ের মধ্যে যে বাসটি এসে দাঁড়াল সেটাতে উঠে পড়লাম। কাগজে লেখা ঠিকানা দেখাতে ড্রাইভার বলল, 'পাসেও দে স্তুদিয়েন্তে স্যান জোস শহরের প্রধান রাজপথ, অনেক বড়। ঠিক কোথায় নামবেন বলুন।'

'আমার তো জানা নেই। আজই এ দেশে প্রথম এলাম।' অসহায়ের মতো চেয়ে আছি তার দিকে।

খোলা জায়গাটাতে প্রচুর পায়রা জড়ো হয়েছে। যাদের হাতে খাবারের ঠোঙা তাদের হাতের ওপর উঠে আসছে, কাঁধে উঠে বসছে খাবারের সন্ধানে। শিশুরা পায়রা ধরার জন্য ছুটোছুটি করছে। একটি মেয়ে ল্যাপটপ খুলে বসেছে। দুটো পায়রা এসে বসল তার ল্যাপটপের ওপর।

ড্রাইভার তার পছন্দ মতো এক জায়গায় নামিয়ে দিল। এখন আমাকে যেতে হবে ১৬৬ নম্বর অ্যাপার্টমেন্টে। এত বড় রাস্তার কোথায় এই আবাসন কেউ বলতে পারে না। এক খাবারের দোকানে টেলিফোন দেখে সেখানে ঢুকে মালিককে বললাম, 'একটা টেলিফোন করা যাবে?'

'কোথায় করবেন?'

তাকে আমার সমস্যার কথা জানাতে তিনি নিজেই ফোন তুলে নিলেন। বারকয়েক ফোন করলেন। তারপর বললেন, 'কেউ ফোন তুলছে না।'

তাহলে এখন উপায়? আরও কয়েকজন প্রৌঢ় বসে আছেন। এদের মধ্যে যিনি একটু বেশি বয়স্ক তিনি বললেন, 'আপনি ভারত থেকে এসেছেন?'

ধুতির কোঁচাটা একটু শক্ত করে গুঁজে দিয়ে বললাম, হ্যাঁ।'

তিনি বললেন, 'এখানে একটা হরেকৃষ্ণ মন্দির আছে। সেখানে গিয়ে একবার দেখতে পারেন আপনি ওটাই খুঁজছেন কিনা। যদি না হয় তাহলে ওরা নিশ্চয়ই আপনার ঠিকানার হদিশ দিতে পারবে।'

'কোথায় সে মন্দির?'

'ওই যে রাস্তাটা দেখছেন, ওটা অন্য একটা রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। সেই পথের সোজা হাঁটবেন। পথের ওপরেই মন্দির। একটু বেশি হাঁটতে হবে আপনাকে।'

'ধন্যবাদ আপনাকে।'

ভদ্রলোকের নির্দেশ মতো চলতে চলতে ভাবছি, হরেকৃষ্ণ মন্দির মানে তো ইসকন মন্দির। পথের দুধারে নজর রেখে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা এসে পড়েছি। কিন্তু মন্দির কোথাও দেখলাম না। ফুটপাতের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেঞ্জি বিক্রি করছে এক ফেরিওয়ালা। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে কোথাও মন্দির আছে?'

সে যে বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই বাড়িটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'এই বাড়িটা কিনা দেখুন তো।'

বাড়িটাকে মন্দির বলে আদৌ মনে হচ্ছে না। কলিং বেলও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। মস্ত বড় গেটটা বৃথা ঠেলাঠেলি করলাম কিছুক্ষণ। অনেক চেষ্টার পর অবশেষে এক যুবক দরজা খুলল। তার বসন দেখে তাকে বৈষ্ণব বলে মনে হচ্ছে না। তাকে জিজ্ঞেস করি, 'এটা কি ইসকন মন্দির?'

যুবক বললেন, 'না, গৌড়ীয় মঠ। আপনি কাকে খুঁজছেন?'

বললাম, 'আমি ইন্ডিয়া থেকে আসছি। এখানে দুদিন থাকার জায়গা পাওয়া যাবে?'

যুবক অভ্যর্থনা করে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল। একটা ছোট ঘরে এনে বলল, 'আপনি এখন এখানে বিশ্রাম করুন। আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলে দেখছি কোথায় আপনার থাকার ব্যবস্থা করা যায়।'

যুবক চলে গেল। আমি ঘুরে ঘুরে দেখছি মন্দিরটা। একটা দেওয়ালে চৈতন্যের একটা বড় ছবি ঝুলছে, অন্য দেওয়ালগুলোতে আরও কয়েকটা ছোট ছোট ছবি টাঙানো আছে। আরও একজনের ছবি দেখতে পাচ্ছি। তাকে চিনতে পারছি না। একটি ছোট ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলাম, বেদির ওপর চৈতন্য আর নিত্যানন্দর ঊর্ধ্ববাহু-মূর্তি, তার দুপাশে জগাই আর মাধাই।

পাহাড়ি পথ। চারদিকেই সবুজ। প্রায় দুঘণ্টা পর বাস থামল পাহাড়ের অনেক ওপরে। জায়গাটার নাম হাইট। এরপর আর কোনও গাড়ি যাবে না। পায়ে হেঁটে বেড়াতে হবে। পাঁচটা পথ পাহাড়ের পাঁচ দিকে গেছে— সোমব্রিইয়া দে পোবরে, বোতোস লেগুন, এসকোলানিয়া, তিয়েরা ফ্রিয়েরা এবং মেইন ক্রেটার ভিউ পয়েন্ট। আমি বেছে নিলাম বোতোস লেগুনের পথ।

রাধাকৃষ্ণের মূর্তি কোথাও দেখছি না। ইসকন মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিই প্রধান। ইসকন আর গৌড়ীয় মঠ দুটি পৃথক সম্প্রদায় জানা ছিল না। গৌড়ীয় মঠের বিদেশে শাখা আছে কিনা তাও জানা নেই।

সেই যুবক এক ডিশ ভাত-তরকারি আর কিছু ফল নিয়ে এল।

'এটা খেয়ে নিন। প্রেসিডেন্টকে বলেছি আপনার কথা। আজ রাতে হয়তো থাকা যাবে, কিন্তু কাল অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।'

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণবই

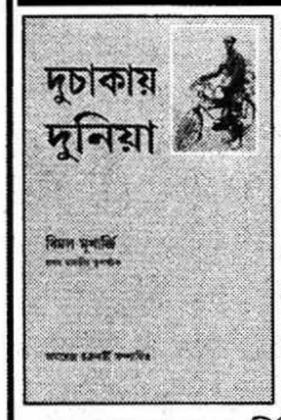

প্রথম ভারতীয় ভূপর্যটক
বিমল মুখার্জির
দুচাকায় দুনিয়া
১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত। ৫ম মুদ্রণ ₹১৫০

শঙ্খ ঘোষের **ইছামতীর মশা**
কবির দেখা কবির লেখা একগুচ্ছ অসামান্য ভ্রমণকথা।
দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১৫০

নবনীতা দেব সেনের
ভ্রমণের নবনীতা
নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
দ্বিতীয় সংস্করণ ₹৯০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর **বন্ধুভরা বসুন্ধরা**
অজানা দেশ দেখে বেড়ানো, অচিন মানুষ চিনে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য।
মজবুত বোর্ড বাঁধাই। **দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১২০**

প্রতাপকুমার রায়ের **দেশে দেশে**
প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা ₹৭৫

শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরীর
চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া ₹৬০

রবীন চক্রবর্তীর
বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে ₹৬০

ভ্রমণ ট্রেকিং দ্বিতীয় মুদ্রণ ₹১০০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
সেরা ভ্রমণ কাহিনী
প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনী। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।
১ম খণ্ড। ৩য় মুদ্রণ ₹৩৫০ **২য় খণ্ড।** ২য় মুদ্রণ ₹২৭৫

কিংবদন্তি পত্রিকার সংরক্ষণযোগ্য সংকলন
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়
রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার পর্যন্ত ২১ জন কবির ৪০টি কবিতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কবি। ₹১৫০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটগল্প ও কবিতার বই
মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা ₹৫০
নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে ₹৩০
নিমফুলের মধু গল্পসংকলন ₹৬০

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর
সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায় এবং
অনলাইনে www.swarnakshar.in

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kol-19
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
E-Mail: info@swarnakshar.in

প্রমেনেদে সান্ধ্য আসর

যুবক চলে গেল। খাওয়া শেষ করে বের হওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছি। যুবক এসে বলল, 'এখানে থাকতে হলে আপনাকে ৫ ডলার দিতে হবে।'

একটু পরে অন্য এক যুবক এসে বলল, 'এখানে থাকতে হলে রোজ ১০ ডলার করে দিতে হবে। প্রেসিডেন্ট সন্ধেবেলায় আসবেন।'

বুঝতে পারছি এখানে থাকা অনিশ্চিত। সন্ধে পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের অপেক্ষায় থেকে একটা দিন নষ্ট করা যায় না। বেরিয়ে পড়লাম।

ডাইনে বাঁয়ে এঁকেবেঁকে যেমন খুশি হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়লাম এক দীর্ঘ প্রমেনেদে। ঘরের মেঝে যেমন হয় ঠিক তেমনটি নানা রঙের সুন্দর টালি বসানো প্রশস্ত দীর্ঘ চলার পথ। গাড়িঘোড়া চলে না এ পথে, শুধু পথচারীদের অবাধ বিচরণের ক্ষেত্র। তার মাঝ-বরাবর অল্প ব্যবধানে সারি সারি বড় বড় সুন্দর টব বসানো, তাতে নানা বিচিত্র পাতাবাহার গাছ! এক জায়গায় একটা স্তম্ভের চারপাশে চারটে সিংহের মুখগহ্বর দিয়ে ঝরনার জল ঝরে পড়ছে। তাকে গোল করে ঘিরে আছে সিমেন্ট বাঁধানো বসার জায়গা। স্তম্ভের মাথার ওপর একটা ঘড়ি, চারদিক থেকেই সময় দেখা যাচ্ছে। প্রমেনেদের একধারে দোকানপাট অন্য ধারে পার্ক। দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো জাঁকালো নাহলেও কাচে-ঘেরা দোকানগুলি সুন্দর। পোশাক-পরিচ্ছদ, জুতো, প্রসাধনী দ্রব্য, অলঙ্কার, গৃহসজ্জা, হস্তশিল্পদ্রব্য, রেস্টুরেন্ট, আরও কত কিছুর দোকান। পার্কের ভেতরে বসার ব্যবস্থা, অবসর বিনোদনের জায়গা। জায়গাটার নাম কালচার প্লাজা। পার্কের শেষ প্রান্তে একটা ছোট পথ। এই পথের ধারে সারি সারি গোটা দশেক টেলিফোন। পয়সা দিয়ে নয়, কার্ড দিয়ে টেলিফোন করা যাচ্ছে। ফেরিওয়ালারা বসেছে বাদাম, ভুট্টার খই, খেলনা, লটারির টিকিট নিয়ে। এই পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছি। পথের বাঁহাতে একটা নাট্যমঞ্চ, ন্যাশনাল থিয়েটার। নাট্য প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপন টাঙানো। ডিকশনারিটা হাতেই আছে। খুব কাজে লেগে যাচ্ছে। সামনে কোনও এক বিশিষ্ট ব্যক্তির আবক্ষ মূর্তি। নাট্যশালার টিকিট ঘরে ঢুকলাম। মনে হল যেন কোনও ভাস্করের সংগ্রহশালায় এসেছি। কিন্তু ভেতরে এখন যাওয়া যাবে না।

ছোট পথটা এসে মিশেছে আরেকটা রাজপথের সঙ্গে। সেই পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পেলাম স্কোসিয়া ব্যাঙ্ক। সকালে বিমানবন্দরে মাত্র কুড়ি ডলার ভাঙিয়েছি। গৌড়ীয় মঠের টালবাহানায় মনে হচ্ছে সেখানে থাকা অনিশ্চিত। হোটেলে থাকতে হলে এ টাকায় হবে না। ৫০ ডলার ভাঙিয়ে নিলাম। পেলাম ২৫৭৩৫ কোলনেস। সকালে বিমানবন্দরে যে বিনিময়-হার পেয়েছি এখানে তার থেকে অনেক ভালো দর পেলাম।

কালচার প্লাজায় ফিরে আসছি। পথের সমতল থেকে অনেক নীচে বড় বড় অক্ষরে লেখা MUSEOS. ভূগর্ভে মিউজিয়াম! অভিনব ব্যাপার! তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলাম। ওর নীচে আরেকটা লাইন লেখা যার ইংরিজি মানে হল মিউজিয়াম অব সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব কোস্টা রিকা। দোতলা বাড়ির সবটাই ভূগর্ভে। বাড়ির ছাদ কালচার প্লাজার পার্কের সমতলে। ৪৫০০ কোলোনেস প্রবেশ-দক্ষিণা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। টিকিটের সঙ্গে প্রদর্শনীতে সংরক্ষিত শিল্পদ্রব্যগুলির বিন্যাস ও অলংকরণের নকশা ও ছবিসহ একটা পুস্তিকা পাওয়া গেল।

সমস্ত সংগ্রহকে তিনটি ভাগে সাজানো হয়েছে— মুদ্রা ও পদক বিভাগ, প্রাক-কলম্বাস স্বর্ণযুগ বিভাগ এবং উত্তর-কলম্বাস ঔপনিবেশিক ও স্বাধীনোত্তর যুগ বিভাগ। প্রথম বিভাগে রাখা আছে কাগজি নোট, ধাতু মুদ্রা, কফির চাকতি, কলার চাকতি এবং পদক। ১৫০২ সাল অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসনকাল থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত কোস্টা রিকার বিনিময়-অর্থনীতিতে মাধ্যমের বিবর্তনের ধারা কালের অনুক্রমে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় বিভাগে কলম্বাস কোস্টা রিকায় পদার্পণের আগের স্বর্ণযুগের সংগ্রহ রাখা আছে। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে এ অঞ্চলে বসবাসকারী ছোট ছোট আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি ধাতুশিল্পে কতটা দক্ষতা অর্জন করেছিল তা দেখে চমৎকৃত হতে হয়। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির কী গভীর সম্পর্ক ছিল, কী ভাবে স্বর্ণ সংগ্রহ করত, স্বর্ণের অলঙ্কার ও ব্যবহারিক দ্রব্য নির্মাণে তাদের সূক্ষ্ম কৌশল ও নিপুণতা, সবই বিস্ময়কর। তৃতীয় বিভাগে— ঔপনিবেশিক কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ঐতিহাসিক নিদর্শন, সিলমোহর, প্রামাণিক তথ্যের ফটো, আধুনিক কালের খ্যাতনামা শিল্পীদের আঁকা চিত্রশিল্প সংরক্ষিত আছে। আয়তনে ছোট হলেও সংগ্রহশালাটি মূল্যবান সংগ্রহে বর্ণাঢ্য, ঋদ্ধ।

সংগ্রহশালা দেখে নীচে নেমে এলাম। টিকিট ঘরের পাশে একটা হস্তশিল্পদ্রব্যের দোকান। এদেশের স্মারক হিসেবে দুটি পুতুল কিনে বেরিয়ে এলাম।

সংগ্রহশালার গায়ে লাগানো পর্যটন অনুসন্ধান অফিস। পর্যটক পরিষেবায় নিযুক্ত মহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'একদিনের জন্য কোথায় যাওয়া যেতে পারে?'

তিনি একটি পর্যটন মানচিত্র আর গোটাকয়েক পুস্তিকা আমার সামনে রেখে বললেন, 'একদিনের অনেক ভালো ভালো ট্যুর আছে। আপনি কবে যেতে চান?'

'আগামী কাল।'

'কাল শনিবার। বুকিং করা যাবে না। তাহলে আপনাকে এক্ষুনি বাসে সিট রিজার্ভ করতে হবে। কাল সকাল আটটার একটু আগে আলাখুয়েলা বাস-স্টেশনে পৌঁছবেন। আটটায় বাস ছাড়বে।'

বইগুলো উল্টেপাল্টে পোয়াস ভলকান ন্যাশনাল পার্ক পছন্দ করে টাকা দিয়ে সিট রিজার্ভ করে ফিরে এলাম কালচার প্লাজায়। তিনটে বাজে। প্রমেনেদের পার্ক এখন জমজমাট। একটা অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণের রূপ নিয়েছে। পার্কের রেলিং বরাবর পথের ওপর গানের আসর বসেছে। দুই মহিলাও একজন পুরুষ স্পিকার হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে গান গাইছে। তাদের ঘিরে শ্রোতাদের ভিড়। গানের অর্থ বোঝার মতো স্প্যানিশ ভাষায় দখল আমার নেই। কিন্তু সঙ্গীতের সুর মনকে স্পর্শ করে, মর্মকথা অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। শ্রোতারা পয়সা দিয়ে যাচ্ছে। গানের শেষে ক্যাসেট বিক্রি হচ্ছে। এগিয়ে চলেছি। কিছু দূরে আরও একটা গানের আসর। সেখানেও শ্রোতাদের ভিড়। একটি গাছের তলায় বসে এক মহিলা গিটার বাজাচ্ছে। গানে বাজনায় উল্লসিত সমস্ত অঞ্চল। পার্কের অন্য পাশে, যেখানে টেলিফোনগুলো আছে, সেখানে সঙ সেজে ঘুরছে কয়েকজন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের

সামনে ভিড় করেছে, তারাও সঙ সাজবে। এক জায়গায় সাবানের ফেনার বুদবুদ উড়ছে। শিশুরা ছুটল ওই দিকে। পার্কের ভেতরে ঢুকলাম। বিস্তর বসার জায়গা। এতটুকু ফাঁকা নেই কোথাও। খোলা জায়গাটাতে প্রচুর পায়রা জড়ো হয়েছে। যাদের হাতে খাবারের ঠোঙা তাদের হাতের ওপর উঠে আসছে, কাঁধে উঠে বসছে খাবারের সন্ধানে। শিশুরা পায়রা ধরার জন্য ছুটোছুটি করছে। একটি মেয়ে ল্যাপটপ খুলে বসেছে। দুটো পায়রা এসে বসল তার ল্যাপটপের ওপর। এমন সুন্দর পায়রার সমাবেশ দেখেছি বার্সেলোনা, ক্রাকো, গ্লাসগোতে। পার্কের অন্য ধারে বসার জায়গা নেই।

দিন শেষ হয়ে এসেছে। মনে দুশ্চিন্তা নিয়েই ঘুরছি। এবার ফেরা দরকার। সকালের সেই আশ্রমে একটু সময়ের মধ্যে দর পাঁচ ডলার থেকে দশে উঠেছিল। সন্ধেয় প্রেসিডেন্ট এসে হয়তো আরও বেশি দর হাঁকতে পারে। আগে থেকে একটা ব্যবস্থা করে রাখা দরকার।

প্রমেনেদের কাছেই Asia Hotel সাইনবোর্ড দেখে ভেতরে ঢুকলাম।

'বুয়েনস তারদেস, সিনিয়রিতা! (শুভ সন্ধ্যা, ম্যাডাম) ঘর খালি পাওয়া যাবে?'

'সি (হ্যাঁ)।'

'কত ভাড়া?'

'ব্রেকফাস্ট পাওয়া যাবে?'

'না, শুধু সিঙ্গল বেড ঘরভাড়া।'

'ঠিক আছে। আমি একটু পরে এসে জানিয়ে যাব আসব কিনা। আদিওস (বিদায়)।'

'গ্রাসিয়াস (ধন্যবাদ)।'

মঠে ফিরে এলাম। মঠের প্রেসিডেন্ট তখনও আসেনি। আমি উদ্বেগ নিয়ে বসে আছি। অনেকক্ষণ পরে ডাক এল, 'আসুন, প্রেসিডেন্ট আপনাকে ডাকছেন।'

ভেতরে এক ঘরে আমাকে নিয়ে গেল। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসে আছেন চেয়ারে। বৈষ্ণবরা সাধারণত কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে প্রথমেই 'হরেকৃষ্ণ' বলে সৌজন্য প্রকাশ করে। প্রৌঢ় কিছু বললেন না। আমি নমস্কার জানিয়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। প্রৌঢ় প্রতিনমস্কার করলেন না। আমাকে বসতেও বললেন না।

'ইন্ডিয়া থেকে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার গুরু কে?'

বিস্মিত হলাম। কী বিচিত্র প্রশ্ন! এ রকম প্রশ্নের জবাবের জন্য তো ভাবারও কোনও সুযোগ নেই। মিথ্যা বলে রেহাই পাওয়া যাবে না। আরও অনেক কথা জিজ্ঞেস করবে, যার জবাবে কিছুই বলতে পারব না। শুষ্ক হাসি হেসে বললাম, 'আমি নিজেই আমার গুরু।'

বক্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দীক্ষা নেননি কেন?'

'এটা আমার ইচ্ছা। এই কেনর কোনও উত্তর নেই।'

প্রৌঢ় অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'দেখুন, এটা গৌড়ীয় মঠ। এখানে ভক্ত ছাড়া অন্য কাউকে থাকতে দেওয়া হয় না। তাছাড়া আপনি তো স্মোক করেন। যারা স্মোক করে তাদের আমরা এখানে থাকতে দিই না।'

আমার শরীরের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। তবুও উত্তেজনা দমন করে নিজেকে খুব সংযত রেখে বললাম, 'কী করে জানলেন, আমি স্মোক করি?'

প্রেসিডেন্ট: 'আপনার মুখ থেকে গন্ধ আসছে।'

আমার সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল। প্রৌঢ়ের মুখের খুব কাছে নিজের মুখ নিয়ে বড় করে হা করে জোরে দমকা বাতাস নির্গত করে বললাম, 'সত্যি করে বলুন, গন্ধ পেলেন?'

প্রৌঢ় বিরক্তির সঙ্গে মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিলেন।

আমি বললাম, 'আপনি একজন অতিথিকে থাকতে না দিতে পারেন, কিন্তু তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে তাকে অসম্মান করতে পারেন না। আমি কখনও স্মোক করি না, কোনওরকম নেশাই আমার নেই।'

প্রৌঢ়র মুখ গম্ভীর হল। কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন, 'এখানে থাকতে পারেন, রোজ ২০

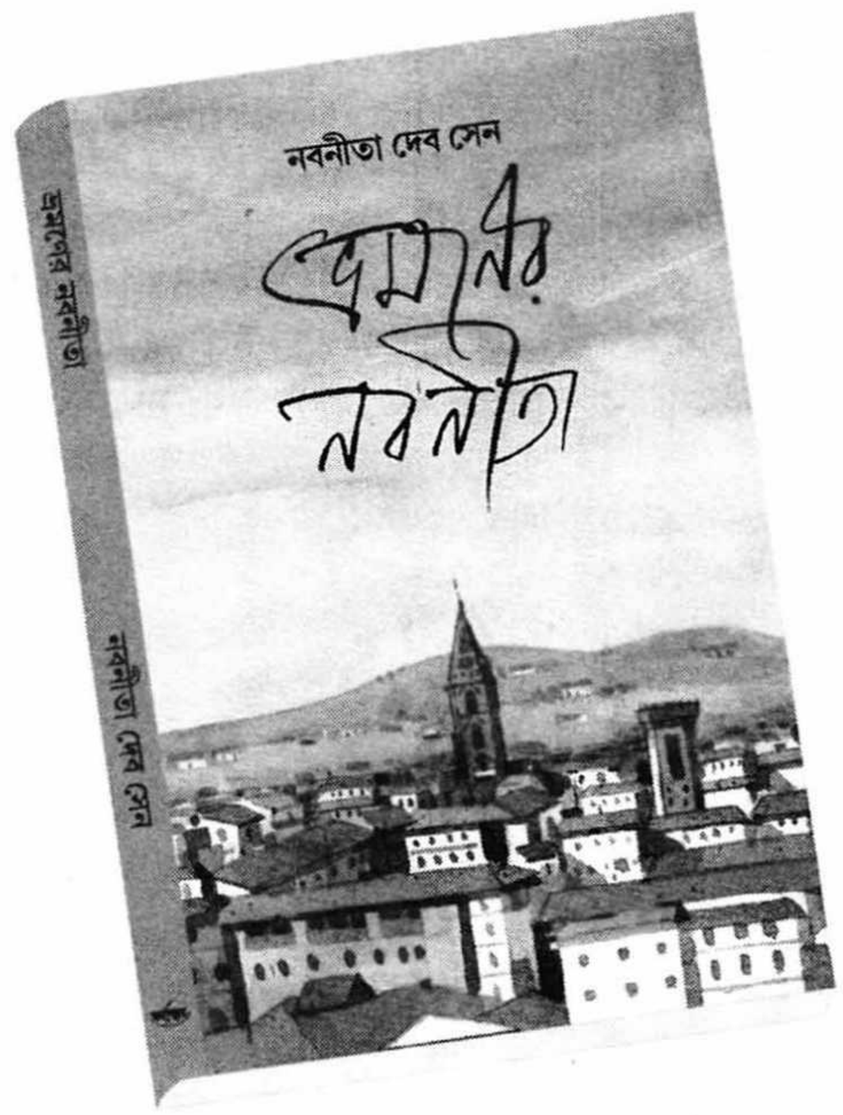

নবনীতা দেব সেনের
ভ্রমণকথা
ভ্রমণের নবনীতা
নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৯০

দেবুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও
অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: info@swarnakshar.in

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

ডলার করে দিতে হবে।'

'তাই বলুন। ২০ ডলার দিলে ভক্ত না হলেও চলবে, সবরকম নেশা করাও চলবে। ২০ ডলার দিয়ে এখানে থাকব কেন? ভালো হোটেল পেয়ে যাব।'

প্রৌঢ় নিরুত্তর। কোনও রকম সৌজন্য প্রকাশ না করে সুটকেস ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এতক্ষণ উত্তেজনায় প্রায় বিস্মৃত হয়ে ছিলাম, বিদেশে এক বিদেশির বাড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে তর্ক করছি। এখানে আর দেরি করা নিরাপদ নয়। এশিয়া হোটেলে গিয়ে খাতায় নাম লিখে দুরাতের ভাড়া দিয়ে ঘরের চাবি নিয়ে দোতলায় উঠে গেলাম। লম্বা দরদালানের শেষ প্রান্তের ঘরটি আমার। একজনের উপযোগী একটা ছোট ঘর। আসবাবপত্র বলতে জামা ঝোলাবার জন্য দুটো হ্যাঙ্গার। অনেকগুলো ঘর। পরপর এরকমই সকলের ব্যবহারের জন্য দুটি স্নানঘর-শৌচালয়। পানীয় জল ওপরে নেই, নীচে গিয়ে নিয়ে আসতে হল। ছাতু, চানাচুর, পিঁয়াজ, লঙ্কা দিয়ে রাতের খাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম।

অভ্যাস মতো প্রত্যুষে ঘুম ভাঙল। দোতলায় আমাকে নিয়ে তিনজন আবাসিক। বেরিয়ে পড়লাম। এখন যেতে হবে আলাখুয়েলা বাস স্টেশন। আটটার একটু আগেই এসে পৌঁছলাম।

ছোট্ট শহর স্যান জোস। অল্প সময়ের মধ্যেই শহর ছাড়িয়ে বাস গ্রামের পথ ধরল। পাহাড়ি পথ। চারদিকেই সবুজ। প্রায় দুঘণ্টা পর বাস থামল পাহাড়ের অনেক ওপরে। জায়গাটার নাম হাইট। এরপর আর কোনও গাড়ি যাবে না। পায়ে হেঁটে বেড়াতে হবে। পাঁচটা পথ পাহাড়ের পাঁচ দিকে গেছে— সোমব্রিইয়া দে পোবরে, বোতোস লেগুন, এসকোলানিয়া, তিয়েরা ফ্রিয়েরা এবং মেইন ক্রেটার ভিউ পয়েন্ট। দলে দলে ভাগ হয়ে সবাই এক এক পথ ধরে চলেছে। আমি বেছে নিলাম বোতোস লেগুনের পথ।

চওড়া পিচ-বাঁধানো পথ। পথের মাঝখানে বিভাজন। দুধারে অচেনা পাহাড়ি পাতাবাহার গাছ। বড় বড় পাতা নানা রঙের। ফুল নেই, পাতার সৌন্দর্য দেখতে দেখতে চলেছি। পাহাড়ি বনস্পতি ওপর দিকে উঠে গিয়েছে। মহীরুহের মতো বড় বড় শাখা-প্রশাখা নেই এ গাছে। ছোট ছোট শাখায় ছোট ছোট পাতার ঝাড় দুপাশ দিয়ে এসে পথের ওপর ঝুলে পড়েছে। আকাশে মেঘ। তার ওপর সুনিবিড় ছায়ায় আধা অন্ধকার পথটা রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে। চলতে চলতে মনে হচ্ছে যেন গভীর অরণ্যে প্রবেশ করছি। নানা রকম পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। দেখতে দেখতে বোতোস লেগুনে এসে পৌঁছলাম। ছোট লেগুন, জলের রঙ হালকা নীল। জ্বালামুখের ব্যাস ৪০০ মিটার, গভীরতা ১৪ মিটার। জলে নামার কোনও ব্যবস্থা নেই। তাই আইসল্যান্ডের ব্লু লেগুনের মতো এখানকার জল উষ্ণ কিনা বোঝা গেল না। সবার পিছন পিছন আরেকটু হেঁটে পেলাম পোয়াস আগ্নেয়গিরি। এটাই পোয়াসের প্রধান জ্বালামুখ, এর ব্যাস ১৩২০ মিটার, গভীরতা ৩০০ মিটার। বৃষ্টির জল জমে জ্বালামুখে একটা বড় লেগুন তৈরি হয়েছে। পোয়াস নাকি এখনও সক্রিয় আগ্নেয়গিরি।

টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হল। পা চালিয়ে ফিরে এলাম হাইট পয়েন্টে। বাস দাঁড়িয়েই আছে।

বিকেল তিনটেয় আলাখুয়েলা বাসস্ট্যান্ডে এসে পৌঁছলাম। বাসস্ট্যান্ডের সামনে সেন্ট্রাল পার্ক। ফুলগাছে সাজানো পার্ক, চারপাশে বসার জন্য বেঞ্চ পাতা। মাঝখানে একটা বড় আকারের ভূ-গোলক। একটি ছোট্ট মেয়ে গোলকের ওপর উঠে চুপ করে বসে আছে। পার্কের সামনে ফুটপাতের ওপর একটি অতি সুন্দর ভাস্কর্য— একজন পৌরকর্মী লম্বা ঝাঁটা দিয়ে পথ পরিষ্কার করছে। শহরের শ্রমজীবী-মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এই মূর্তি তৈরি হয়েছে। পার্কের এক ধারে মেট্রোপলিটান ক্যাথিড্রাল, তার পাশে একটি শিলামূর্তি। কাছেই ন্যাশনাল থিয়েটার, তার সামনে ভাস্কর্য শিল্পমূর্তি। গোটা শহরের চারদিকে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য ভাস্কর্য, শিলামূর্তি।

পথের আলো জ্বলেছে। মূর্তি দেখতে দেখতে আর জিনিসের দর-কষাকষি করতে করতে এগিয়ে চলেছি। দোকানপাট বন্ধ হতে শুরু করেছে। দোকানদাররা আবর্জনা-ভর্তি পলিথিনের ব্যাগ পথের ধারে নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে চলে যাচ্ছে। একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে রাতের খাওয়া সেরে ফিরে এলাম হোটেলে।

আজ রবিবার। এদেশে শেষ দিন। সন্ধে ৬টা ৪৫ মিনিটে পেরুর ফ্লাইট। হোটেল ছাড়তে হবে বারোটার মধ্যে। ব্যস্ততার কিছু নেই। শরীর-চর্চা করে বেরিয়ে পড়লাম। গৌড়ীয় মঠের পথ ধরে সোজা চলতে চলতে এসে পড়লাম সেন্ট্রাল মার্কেটের সামনে।

একটা স্থানীয় হস্তশিল্পদ্রব্যের দোকান দেখে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় পিছন থেকে 'নমস্তে'— দুহাত জোড় করে একটি মেয়ে অন্য একটি দোকানের ভেতর থেকে এগিয়ে এল।

'নমস্তে নমস্তে। তুমি ইন্ডিয়ান?'

মেয়েটি ওইটুকু হিন্দি বলতে পারে। মাথা দুলিয়ে বলে 'না'।

'তবে নমস্তে জানলে কী করে?'

'এখানে কয়েকজন ইন্ডিয়ান আছে। তারা আমাদের দোকানে খুব আসে। ওদের কাছ থেকে শিখেছি।'

'বাঃ! খুব সুন্দর।'

'আসুন না ভেতরে।'

আরও দুটি মেয়ে হাত জোড় করে এগিয়ে এল। আমার ঘরের প্রদর্শনী আলমারি সাজাবার জন্য জিনিস খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

'আরে! এ যে দেখি সব আমার দেশের জিনিস।'

মেয়েটি হেসে বলল, 'আমরা শুধু ইন্ডিয়ার জিনিসই রাখি।'

কাচের আলমারিগুলো দেখছি আর অবাক হচ্ছি। হিন্দুদের দেবদেবীরা বাস্তুহারার মতো এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। তার মধ্যে গণেশের সংখ্যাধিক্য। ধূপ, মোমবাতি, চুড়ি দেখতে দেখতে জামাকাপড়ের জায়গায় দাঁড়ালাম। সালোয়াড়, কামিজ, ওড়না, কুর্তা, পায়জামা সব ঝুলছে। ওর সঙ্গে মজা করবার জন্য আমার ধুতি দেখিয়ে বললাম, 'আমাকে এই কাপড় দাও একটা।'

মেয়েটি হেসে বলল, 'এই কাপড় তো কেউ চায় না, তাই রাখি না।'

'আমি যদি তোমাদের দেশে থেকে যাই তখন কোথায় কাপড় পাব?'

মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল, 'তখন আপনার জন্য এনে দেব।'

আর একটি মেয়ে বলল, 'আমার ইন্ডিয়াতে খুব যেতে ইচ্ছে করে। শুনেছি খুব সুন্দর দেশ।'

'যাবে তো বেরিয়ে পড়ো এক্ষুনি। আমি এখন দেশে ফিরছি।'

'তাই? এখন চলে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। এয়ারপোর্টের বাস কোথা থেকে পাব?'

'আলাখুয়েলা থেকে পাবেন। এই পথ দিয়ে সোজা গিয়ে ডান দিকে সোজা যাবেন।'

'আচ্ছা চলি। আদিওস।'

এক হোটেলে ঢুকলাম। শেষ দিন, শেষ বেলা। ওদেশের খাবার, ডাউলেট হামবার্গার পিজ্জা দিয়ে মধ্যাহ্নভোজন করলাম।

অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে একটা বাড়ির সামনে একদল লোক দাঁড়িয়ে আছে নতুন রকম পোশাকে, নতুন ভঙ্গিতে। কৌতূহল দমন করা গেল না। এগিয়ে চললাম ওই দিকেই। কাছে গিয়ে দেখি মানুষ নয়, মানুষের মূর্তি। একটি বাড়ির সামনে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে আট-দশটি মূর্তি, একদল শ্রমিক চলেছে কাজে। অসাধারণ ভাস্কর্য।

বেলা তিনটে। আর দেরি করা যায় না। এক পথচারীকে জিজ্ঞেস করি, 'আলাখুয়েলা কতদূর?'

ভদ্রলোক বললেন, 'এটাই তো আলাখুয়েলা। কোথায় যাবেন?'

'এয়ারপোর্টের বাস ধরব।'

'এই তো এই বাড়িটার পিছনেই বাস স্টেশন।'

আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেলাম জন সানতামারিয়া এয়ারপোর্ট। এয়ারপোর্ট ট্যাক্সি দিয়ে চেক-ইন সেরে লাউঞ্জে এলাম। পাঁচ-ছটি মেয়ে বসে আছে। সবার কোলের ওপর একটা করে ল্যাপটপ খোলা এবং সবাই ব্যস্ত।

১৬ নম্বর গেটে এসে বসেছি। পানামার বিমান উড়বে পৌনে সাতটায়।

ভ্রমণ

গ্রাহকদের প্রতি

যাঁরা সাধারণ ডাকে পত্রিকা নেন তাঁদের জন্য প্রতি মাসের 'ভ্রমণ' বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে Kolkata RMS L.Stg (GPO Kolkata)/বৃহত্তর কলকাতার বাইরে Kolkata RMS PSO, Colootola, Kolkata-700 073 থেকে পাঠানো হয়। 'ভ্রমণ' না পৌঁছলে অনুগ্রহ করে নীচের কুপনটি পূরণ করে এই ঠিকানায় পাঠান : Post Master General (Kol Region), West Bengal Circle, Jogajog Bhavan, P-36, Chittaranjan Avenue, Kolkata-700 012

Post Master General (Kol Region)
West Bengal Circle, Jogajog Bhavan
P-36, Chittaranjan Avenue, Kolkata-700 012

সবিনয় নিবেদন,

আমি **ভ্রমণ** পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক (সাধারণ ডাকের)। আমার প্রতি মাসের **ভ্রমণ** বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে Kolkata RMS L.Stg (GPO Kolkata)/বৃহত্তর কলকাতার বাইরে Kolkata RMS PSO, Colootola, Kolkata-700 073 থেকে পোস্ট করা হয়। ..... মাসের **ভ্রমণ** আমার ঠিকানায় এখনও পৌঁছয়নি। 'ভ্রমণ' কার্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জেনেছি পত্রিকাটি যথাসময়ে আমার ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। যাতে অবিলম্বে পত্রিকাটি পাই অনুগ্রহ করে তার ব্যবস্থা করে বাধিত করবেন।

স্বাক্ষর (পুরো নাম) : .....

ঠিকানা : .....

.....

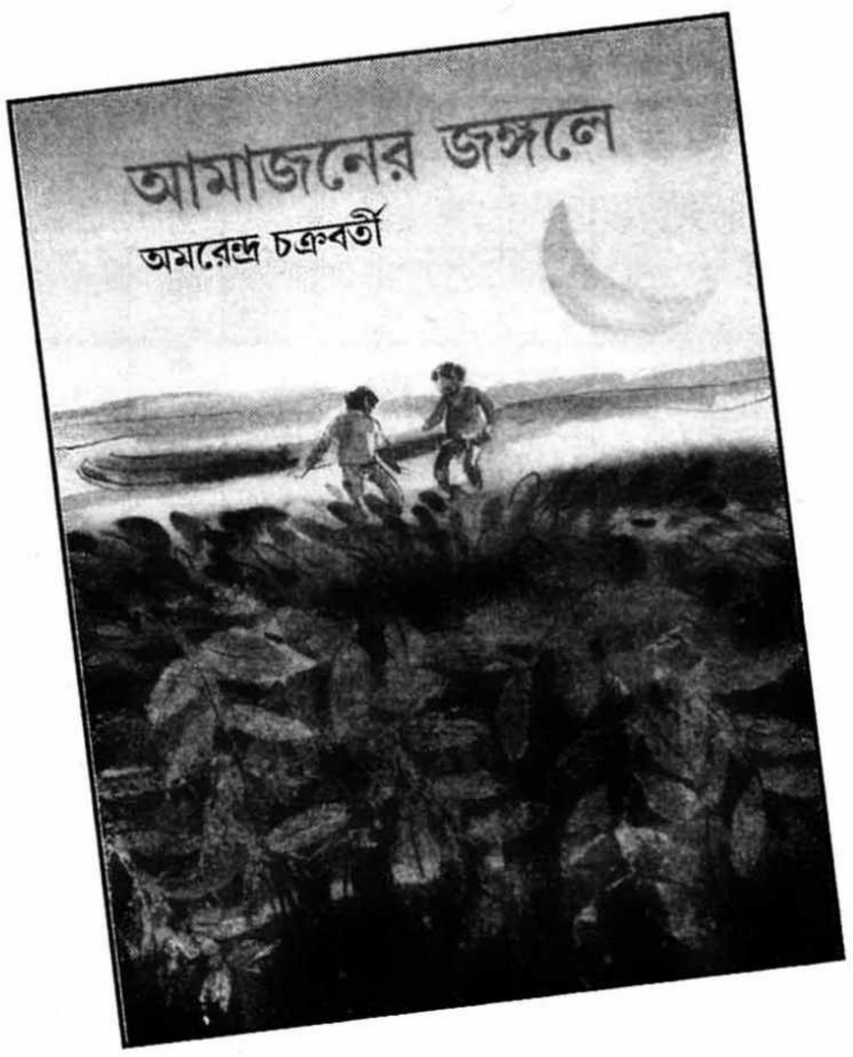

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

আমাজনের জঙ্গলে

আমাজন ঘুরে এসে লেখা বিস্ময়কর কিশোর উপন্যাস।
ষষ্ঠ মুদ্রণ। ₹৫০

'শৈশবের এমন জাদুছবি, সেইসঙ্গে অরণ্য ও অরণ্যবাসী মানুষজনের এমন পরিচয়, এ যেন মনে পড়ায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। গল্পের সঙ্গে সঙ্গে এত সত্য কথা যাতে আছে, সেই বইটি ভারতের নানা ভাষায় অনুবাদ হোক। সকল ভাষার শিশুরা পড়ুক।'

মহাশ্বেতা দেবী, আজকাল

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও
অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: info@swarnakshar.in

ভ্রমণশব্দছক

১		২		৩	৪	■	৫
	■		■	৬			
৭			৮		■	■	
	■	৯		■	১০	১১	
১২	১৩		■	■	■		■
■	১৪		১৫	■	১৬		১৭
■		■		■		■	
১৮				■	১৯		

এবারের বিজয়ী উত্তরদাতা:

জয়শ্রী গাঙ্গুলি

পি-২২, মনমোহন পার্ক, বেহালা, বীরেন রায় রোড (পূর্ব)
কলকাতা-৭০০ ০০৮

এবারেও অনেক সঠিক উত্তর এসেছে। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। কয়েকজন নির্ভুল উত্তরদাতা: শান্তনু রায়, কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভশ্রী মুখার্জি, রমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশ্রী মুখার্জি, বৈশাখী লাহিড়ী, মানস চক্রবর্তী, অলোক পাত্র, গোপাল ঘোষ, কৃষ্ণদাস মান্না, কান্তিব্রত ভট্টাচার্য, সুভাষ মিত্র, শ্রেয়া চ্যাটার্জি, বীরেশ পোদ্দার, স্বপনকুমার মিত্র, নিযুত বড়ুয়া, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওপর-নীচ

১। ঝর্না, গার্ডেন দেখো কাশ্মীরে
আছে শ্রীনগরে ডাললেক-তীরে
২। চিড়িয়াখানাটি ভুবনেশ্বরে
স্বর্গের থেকে নাম ধার করে
৩। কেদারের পথে হাঁটা প্রায় থামে
সাপ-খেকো প্রাণী— চটি তার নামে
৪। গার্ডেন বা ফোর্ট— দুটি একই নামে
তবু, ক্লাইম্বিংয়ে ট্রেনির গা ঘামে
৫। ছোট্ট শহর, পাবে মণিপুরে
বার্মাযুদ্ধে নাম আছে জুড়ে
৮। হুড্রু, দশম— ত্রয়ীতে সে আছে
গেলে রাঁচি, পাবে ঝর্ণাটি কাছে
১১। পহেলগাঁওয়ে নদী এঁকে-বেঁকে
নামে বলো নেতা ইংরিজি থেকে
১৩। কল্পাকে ঘিরে কিন্নরে গ্রাম
ছিটকুল, সাংলাতে জোড়ে নাম
১৫। তাজমহলের অন্দর-তলে
মমতাজ-বেদি— ধূপ, দীপ জ্বলে
১৬। কেরলে আলুভা, গেলে পাবে তুমি
শঙ্করাচার্যের জাত-ভূমি
১৭। ইয়ুমথাংয়ের পথে রেস্ট করো
মনাস্ট্রি আর নামে নদী ধরো

পাশাপাশি

১। গঙ্গার ধারে হুগলি জেলায়
পরিচিতি জগদ্ধাত্রী পুজোয়
৬। এক্সপিডিশন, নয়তো বা ট্রেকে
ভারী বোঝা ব্যাগ চলো পিঠে রেখে
৭। বক্রেশ্বরে নামে গাঁটছড়া
ময়ূরাক্ষীর বুকে বাঁধ গড়া
৯। ধ'রে মাঝে ল-য়ে, যেতাম কালনা
আছে যা— দৃষ্টে সঠিক হাল-না
১০। গেজিং পেরিয়ে সে শহর, জানি—
রাবডানৎসেও ছিল রাজধানী
১২। গেলে ঘাটশিলা প্রপাতের দিশে
যার জোড়া হলে নামে হিরনী সে
১৪। ঘন অরণ্যে, আছে ঝাড়গ্রামে
দেউলে দুর্গা পূজিতা যে-নামে
১৬। ভাজা গুহা, পাশে এক গুহা আর
মহারাষ্ট্রের বুকে ভূমি তার
১৮। হর-কি-দুনের ট্রেক হলে সারা
পাশে হিমবাহ মনে দেয় নাড়া
১৯। বমডিলা ছেড়ে তাওয়াং যাবে
আপেল বাগিচা, গুম্ফাও পাবে

রবি দাস

জুন সংখ্যার সমাধান

কো	দা	ই	কা	না	ল	■	গি
লা	■	ন্দ্র	■	কো	লা	পু	র
ঘা	ট	প্র	ভা	■	টে	■	■
ট	■	স্থ	■	বি	শ্ব	না	থ
■	তু	■	হি	লা	রি	■	র
ম	ঙ্গ	ল	■	স	■	না	■
■	না	■	■	পু	ম্পু	হা	র
র	থ	ম	ন্দি	র	■	র	■

পুরস্কার

পুরস্কারবিজয়ী আগামী এক বছরের **ভ্রমণ** *পাবেন বিনামূল্যে। এ-মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে আসা নির্ভুল উত্তরগুলি থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। পুরস্কারবিজয়ী যদি আগে থেকেই* **ভ্রমণ**-*এর গ্রাহক হন, তবে তাঁর মনোনীত আত্মীয়-বন্ধু এই সুযোগ পাবেন। উত্তরের সঙ্গে স্পষ্ট অক্ষরে নিজের নাম-ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখতে ভুলবেন না। ফ্যাক্স মারফত উত্তর গ্রাহ্য হবে না। পাঠাবার ঠিকানা:*

ভ্রমণ শব্দছক

২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯

ফিরে দেখা

'ভ্রমণ' অক্টোবর ২০০৪ সংখ্যা থেকে

আমাদের ছোট নদী ব্রাহ্মণী

মন্দির না দেখলেও সব নদীর প্রতিই আমার খুব টান আছে। যে-কোনও জায়গায় গেলেই সন্নিহিত নদীটি না দেখে ফিরি না।

সুতরাং পরদিন সকালে দুই সঙ্গীকে নিয়ে যাত্রা করলাম নদীর দিকে। একটা খোলা জিপ ছাড়া অন্য কোনও গাড়ি জোগাড় করা যায়নি। গরম হাওয়ায় ঝলসে যায় মুখের চামড়া।

যে নদীটিকে প্রথম দেখা গেল, সে নদীর নাম ব্রাহ্মণী নয়। সে নদীর নাম দক্ষিণ কোয়েল।

ওড়িশায় ঢুকে সুন্দরগড় জেলার মধ্যে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ কোয়েল এসে মিশেছে শঙ্খ নদীর সঙ্গে। এই মিলিত নদীর নামই ব্রাহ্মণী।

জায়গাটি ছোট ছোট টিলাময়। নদীর ধারেই একটি টিলার গায়ে ব্যাসদেবের মন্দির। আরও ছোট ছোট মন্দিরও আছে।

রোদ সরে গিয়ে আকাশে ঘনিয়ে এল মেঘ। একটু পরে মৃদু-মন্দ বৃষ্টি নামতেই জায়গাটি বেশ রমণীয় হয়ে গেল। দুই নদীর মিলনস্থলকে সঙ্গম বলা হয়, যেন মানুষেরই মতো। একজন ব্রাহ্মণী, অন্যজন শঙ্খ, রমণী ও পুরুষ।

নেমে গেলাম নদীর একেবারে কাছে। স্নান করতে পারলে মন্দ হত না, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকা যাবে না, দুপুরের ট্রেন ধরতে হবে। এক আঁজলা জল ছোঁয়ালাম মাথায়।

একটি উনিশ-কুড়ি বছরের যুবক কোমরজলে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় কী যেন বলছে। মনোযোগ দিয়ে শুনলাম, বিশুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক।

এখানে কাছেই কোথাও সংস্কৃত শিক্ষার টোল আছে, বেদব্যাসের নামে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

হিমবন্তের মুক্তাঙ্গনে

জয়প্রকাশের দোকানে চা খেয়ে খিচুড়ির অর্ডার দিয়ে আমরা রওনা দিলাম অত্রিমুনির গুহা আর জলপ্রপাতের দিকে। মাত্র দেড় কিলোমিটার পথ। পথের দুপাশে আরও ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের চরিত্রও পাল্টে গেল। প্রায় সব গাছ আর মাটিতে পড়ে থাকা পাথর ঘন সবুজ শ্যাওলার মোটা জামা পরে আছে। তার মাঝখান দিয়ে রাস্তা এঁকেবেঁকে নেমে গিয়েছে অমৃত-গঙ্গার দিকে। নদীর কিছু আগেই রুদ্রনাথের রাস্তা ভাগ হয়ে গিয়েছে।

হিমালয়ের ঘন জঙ্গল বলতে কী বোঝায়? সেটা দেখতে গেলে অনসূয়ার শ্বাপদসঙ্কুল এই ঘন জঙ্গল অবশ্যই দ্রষ্টব্য। যুগযুগান্ত ধরে কত সাধু, তীর্থযাত্রী এই পথে চলেছেন অথচ কখনও শোনা যায়নি কোনও বন্যপ্রাণী কোনওদিন কারও ক্ষতি করেছে। অথচ দিনেরবেলাতেও প্রায়ান্ধকার এই বনপথে একা বিচরণ করতে রীতিমতো সাহসের প্রয়োজন।

ডানদিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে আমরা অমৃতগঙ্গায় পড়লাম। অসংখ্য বড় মাঝারি পাথরের মাঝখান দিয়ে প্রবল গর্জন সহ নদী তীব্র বেগে বয়ে চলেছে। নদী পেরবার প্রয়োজন। কোনও সাঁকো নেই। আগের বার আড়াআড়িভাবে কয়েকটা বড় গাছ পড়েছিল, তার ওপর দিয়ে ওপারে অনায়াসেই চলে গিয়েছিলাম। এবার দেখি প্রবল জলের টানে তারাও অন্তর্হিত। অগত্যা আমি সন্তর্পণে জলে নেমে পাথর ধরে ওপারে চলে গেলাম। একহাঁটু জল। অন্যদেরও ধরে ধরে এপারে নিয়ে এলাম। তারপর একটু এগোতেই দৃষ্টিনন্দন অত্রি জলপ্রপাত।

ত্রিদিব বসু

গাড়ি নিয়ে দক্ষিণের জঙ্গলে

তামিলনাড়ু বর্ডার পেরিয়ে আবার কর্নাটকে ঢুকলাম, বন্দিপুরে আমাদের আবাসস্থলের দিকে। চার কিলোমিটার মতো আসতেই হঠাৎ দেখি রাস্তার বাঁদিকে একদল হাতি। সবকটি মেয়ে ও বাচ্চা। আমি মনের আনন্দে ছবি তুলতে লাগলাম। চিত্রভানু টের পেল হাতিগুলি বোধহয় রাস্তা পেরতে গিয়ে আটকে গিয়েছে। সে গাড়িটি পিছিয়ে নিল।

ইতিমধ্যে আরেকটি মারুতি ৮০০ এসে দাঁড়িয়েছে, বন্দিপুরের দিক থেকে। তাকেও বললাম আমাদের দিকে চলে আসতে। ঠিকই অনুমান করেছিল চিত্রভানু। হাতির দল রাস্তা পেরতে আরম্ভ করল। আমি চটপট বড় লেন্স পাল্টে ছোট লেন্স লাগালাম, ততক্ষণে প্রায় সবাই গোটা আট-দশ পেরিয়ে গিয়েছে। আমি দেখলাম দূর হয়ে যাচ্ছে। আমি ক্যামেরা নিয়ে পালের পিছন-পিছন জঙ্গলের দিকে দৌড় লাগালাম। দুয়েকটা ছবি তুলতে তুলতেই রিল শেষ! আমি হতাশ! হঠাৎ আমার ডানদিকের ঝোপের ওপর থেকে একটা বিরাট মাথা, দুটো বিশাল কান, একটা লম্বা শুঁড় এবং দুটি অতিকায় দাঁত বেরল। আমি চমকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গেই একটা ডিজেল-ইলেক্ট্রিক লোকোমোটিভের মতো হর্ন বাজল! আমার হৃদপিণ্ডটা কণ্ঠনালির কাছে বোধহয় লাফিয়ে উঠল! আমি তৎক্ষণাৎ অতি-দ্রুতগতিতে গাড়ির দিকে দৌড়ে ফিরে এলাম! চিত্রভানু ততক্ষণে গাড়ি এগোতে আরম্ভ করে দিয়েছে! হঠাৎ দেখি অনির্বাণও নেমে গিয়েছে, সেও সুড়ুৎ করে গাড়িতে উঠে পড়ল। আমরা সাঁই করে বেরিয়ে গেলাম।

সব্যসাচী চক্রবর্তী

আশ্চর্য গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ও মোহময়ী লাসভেগাস

এক শুক্রবারের অতিভোরে আমরা যাত্রা করলাম, মাউন্টেন ভিউ থেকে। মরগ্যান হিলস বলে একটি শহর পেরিয়ে গেলাম— পরবর্তীকালে ২০০১ সালে গভীর রাতে এখানে এসেছিলাম উল্কাবৃষ্টি দেখতে। এখানের পাহাড়ের এক নির্দিষ্ট স্থান ছিল এই প্রাকৃতিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। সে এক অভিনব অভিজ্ঞতা। শীতের গভীর রাতে পাঁচ মাসের শিশু অর্জুনকে সঙ্গে করে আর গরম চা-কফির ফ্লাস্ক ভরে রওনা হলাম। পাহাড়ের শীর্ষে যখন পৌঁছনো গেল, তখন আবিষ্কার হল যে আমরা সঠিক স্থানে আসিনি। শাপে বর হল এই যে, গাড়ি রাখার স্থান পাওয়া গেল, নির্জন স্থান, আমাদের মতোই দু-চারজন পথভোলা পথিক এসেছে সেখানে।

ছোট্ট অর্জুনকে গাড়িতে রেখে আমরা মাটিতে অবতরণ করলাম আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে। ঊর্ধ্বাকাশে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ আরম্ভ হল উল্কাবৃষ্টি, প্রথম প্রথম অল্প, তারপর খুব দ্রুত এবং আকারে বড় ধূমকেতু আকাশের বুকচিরে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অতিক্রম করতে গিয়ে নিভে ঝরে যাচ্ছে। সেদিন সৌভাগ্যক্রমে নিবিড় অন্ধকার, আকাশ মেঘহীন নির্মল, উজ্জ্বল তারাগুলি জেগে আছে। সে সময় শহরের উজ্জ্বল আলোগুলি কিছুক্ষণের জন্য নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল। একটা সময় এল, যখন ধূমকেতুর আকার বৃদ্ধি পেল, লক্ষ লক্ষ তুবড়ি জ্বলে উঠে নিভে যাচ্ছে আকাশের বুকে।

পারুল বন্দ্যোপাধ্যায়

রেলের সময়সূচি

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
দিল্লি-কালকা মেল	১২৩১১	১৯-৪০	১২৩১২	৭-৫৫
অমৃতসর মেল	১৩০০৫	১৯-১০	১৩০০৬	৭-২০
মুম্বই মেল (ভায়া এলাহাবাদ)	১২৩২১	২২-০০	১২৩২২	১১-৪৫
পূর্বা এক্সপ্রেস (ভায়া গয়া, বারাণসী)	১২৩৮১	৮-১৫	১২৩৮২	১৬-৫৫
(ছাড়ে: বুধ, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: মঙ্গল, বুধ, শনি)				
পূর্বা এক্সপ্রেস (ভায়া পাটনা)	১২৩০৩	৮-০৫	১২৩০৪	১৬-৪৫
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, শুক্র, শনি; পৌঁছয়: সোম, বৃহঃ, শুক্র, রবি)				
রাজধানী এক্সপ্রেস (ভায়া গয়া)	১২৩০১	১৬-৫৫	১২৩০২	৯-৫৫
(ছাড়ে: রবিবার বাদে প্রতিদিন পৌঁছয়: শনিবার বাদে প্রতিদিন)				
রাজধানী এক্সপ্রেস (ভায়া পাটনা)	১২৩০৫	১৪-০৫	১২৩০৬	১২-৩৫
(ছাড়ে: রবি; পৌঁছয়: শনি)				
যোধপুর/বিকানির এক্সপ্রেস	১২৩০৭	২৩-৩০	১২৩০৮	৪-০০
শতাব্দী (বোকারো-রাঁচি) এক্সপ্রেস	১২০১৯	৬-০৫	১২০২০	২১-১০
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
জনশতাব্দী (পাটনা) এক্সপ্রেস	১২০২৩	১৪-০৫	১২০২৪	১৩-২৫
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	১৩০১১	১৫-২৫	১৩০১২	১১-২৫
হিমগিরি (জম্মু-তাওয়াই) এক্সপ্রেস	১২৩৩১	২৩-৫৫	১২৩৩২	১১-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্র, শনি; পৌঁছয়: মঙ্গল, বুধ, শনি)				
সরাইঘাট এক্সপ্রেস	১২৩৪৫	১৫-৫০	১২৩৪৬	৫-১০
দুন (দেরাদুন/কোটদ্বার) এক্সপ্রেস	১৩০০৯	২০-৩০	১৩০১০	৬-৫৫
উপাসনা (দেরাদুন) এক্সপ্রেস	১২৩২৭	১৩-১০	১২৩২৮	৩-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্র; পৌঁছয়: সোম, শুক্র)				
কুম্ভ (হরিদ্বার) এক্সপ্রেস	১২৩৬৯	১৩-১০	১২৩৭০	৩-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্রবার বাদে প্রতিদিন; পৌঁছয়: শুক্র, সোমবার বাদে প্রতিদিন)				
উদয়ন আভা তুফান এক্সপ্রেস (শ্রীগঙ্গানগর)	১৩০০৭	৯-৩৫	১৩০০৮	১৯-২০
অমৃতসর এক্সপ্রেস	১৩০৪৯	১৩-৫০	১৩০৫০	১৫-৪৫
বাঘ (কাঠগোদাম) এক্সপ্রেস	১৩০১৯	২১-৪৫	১৩০২০	১২-৪০
মিথিলা (রক্সৌল) এক্সপ্রেস	১৩০২১	১৫-৪৫	১৩০২২	৪-০০
কামরূপ (ডিব্রুগড়) এক্সপ্রেস	১৫৯৫৯	১৭-৩৫	১৫৯৬০	৫-৩৫
ব্ল্যাক ডায়মন্ড (ধানবাদ) এক্সপ্রেস	২২৩৮৭	৬-১৫	২২৩৮৮	২১-২৫
হুল এক্সপ্রেস (সিউড়ি)	১৩০৫১	৬-৪৫	১৩০৫২	১৮-২৫
কোলফিল্ড (ধানবাদ) এক্সপ্রেস	১২৩৩৯	১৭-২০	১২৩৪০	১০-২৫
অগ্নিবীণা (আসানসোল) এক্সপ্রেস	১২৩৪১	১৮-২০	১২৩৪২	৮-৪৫
দানাপুর এক্সপ্রেস	১২৩৫১	২০-৩৫	১২৩৫২	৬-৩৫
শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস	১২৩৩৭	১০-১০	১২৩৩৮	১৫-৪০
রামপুরহাট এক্সপ্রেস	১২৩৪৭	১১-৫৫	১২৩৪৮	২০-১৫
গণদেবতা (আজিমগঞ্জ) এক্সপ্রেস	১৩০১৭	৬-০৫	১৩০১৮	২১-৪৫
ভূপাল এক্সপ্রেস (ছাড়ে: সোম; পৌঁছয়: বৃহঃ)	১৩০২৫	১৩-২৫	১৩০২৬	১৫-০০
বিভূতি (এলাহাবাদ) এক্সপ্রেস	১২৩৩৩	২০-০০	১২৩৩৪	৭-৩০
চম্বল (গোয়ালিয়র) এক্সপ্রেস	১২১৭৫	১৭-৪৫	১২১৭৬	৬-৪৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, বুধ, রবি; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
চম্বল (মথুরা) এক্সপ্রেস	১২১৭৭	১৭-৪৫	১২১৭৮	৬-৪৫
(ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: মঙ্গল)				
শক্তিপুঞ্জ (জব্বলপুর) এক্সপ্রেস	১১৪৪৮	১৪-৩৫	১১৪৪৭	৪-১৫
রাঁচি এক্সপ্রেস (ভায়া আসানসোল)	১৮৬২৭	১৪-২৫	১৮৬২৮	১৩-৫০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবি, সোম, মঙ্গল)				
জয়সলমির এক্সপ্রেস	১২৩৭১	৮-১৫	১২৩৭২	১৬-৩০
(ছাড়ে: সোম; পৌঁছয়: শুক্র)				
লালকুঁয়া এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: রবি)	১২৩৫৩	৮-১৫	১২৩৫৪	১৮-৫৫
ধানবাদ এ সি দ্বিতল এক্সপ্রেস	১২৩৮৫	৮-৩৫	১২৩৮৬	২২-৪০
ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবিবার বাদে				
গর্ভ (গান্ধিধাম) এক্সপ্রেস	১২৯৩৮	২৩-০০	১২৯৩৭	১৩-০৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম)				
মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	১৩৪৬৫	১৫-১৫	১৩৪৬৬	১২-৫০
(ভায়া আজিমগঞ্জ) (রবি বাদে)				
নতুন দিল্লি দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৭৩	১২-৫০	১২২৭৪	৬-১০
(ছাড়ে সোম, শুক্র; পৌঁছয়: বুধ, রবি)				
নতুন দিল্লি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস	১২৩২৩	১৮-৫০	১২৩২৪	৬-০০
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্র; পৌঁছয়: সোম, শুক্র)				
গয়া এক্সপ্রেস (ভায়া রামপুরহাট)	১৩০২৩	১৯-৫০	১৩০২৪	৩-৪০
দ্বারভাঙা এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: শনি)	১৫২৩৫	১১-০৫	১৫২৩৬	৩-০০
যুব (নতুন দিল্লি) এক্সপ্রেস	১২২৪৯	১৭-১০	১২২৫০	১০-৪০
(ছাড়ে: শনি; পৌঁছয়: সোম)				
জামালপুর এক্সপ্রেস	১৩০৭১	২১-৩৫	১৩০৭২	৫-৩০

শিয়ালদা	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
ওয়েস্ট বেঙ্গল সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস	১২৩২৯	১৩-১০	১২৩৩০	১৭-২৫
(সাপ্তাহিক) (ছাড়ে: মঙ্গল; পৌঁছয়: বৃহঃ)				
রাজধানী এক্সপ্রেস	১২৩১৩	১৬-৫০	১২৩১৪	১০-১৫
দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৫৯	১৮-৩০	১২২৬০	১২-৩০
(ছাড়ে: সোম, বুধ, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি)				
পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস	২২২০১	২০-০০	২২২০২	৪-০০
(ছাড়ে: সোম, বুধ, শুক্র; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস	১৩১৪১	১৩-৪০	১৩১৪২	৪-৩৫
দার্জিলিং মেল	১২৩৪৩	২২-০৫	১২৩৪৪	৬-০০
কাঞ্চনজঙ্ঘা (গুয়াহাটি) এক্সপ্রেস	১৫৬৫৭	৬-৩৫	১৫৬৫৮	১৯-২৫
গৌড় এক্সপ্রেস	১৩১৫৩	২২-১৫	১৩১৫৪	৫-২০
উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস	১৩১৪৭	১৯-৩৫	১৩১৪৮	৫-১০
অমৃতসর অকাল তখত এক্সপ্রেস	১২৩১৭	৭-৪০	১২৩১৮	১৫-১০
(ছাড়ে: বুধ, রবি; পৌঁছয়: শনি, বুধ)				
মা তারা এক্সপ্রেস (রবি বাদে)	১৩১৮৭	৭-২৫	১৩১৮৮	১৮-৪৫
কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস	১৩১৪৯	২০-৩০	১৩১৫০	৮-১৫
হাটে-বাজারে এক্সপ্রেস	১৩১৬৩	২০-১০	১৩১৬৪	৭-১৫
বারাণসী এক্সপ্রেস	১৩১৩৩	২১-১৫	১৩১৩৪	১০-৫৫
ভাগীরথী (লালগোলা) এক্সপ্রেস	১৩১০৩	১৮-২০	১৩১০৪	১০-২৫
জালিয়ানওয়ালাবাগ (অমৃতসর) এক্সপ্রেস	১২৩৭৯	১৩-১০	১২৩৮০	১৭-২৫
(ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: সোম)				
পদাতিক এক্সপ্রেস	১২৩৭৭	২২-৫৫	১২৩৭৮	৬-৪৫
রামপুরহাট এক্সপ্রেস	১২৩৭৩	৯-০৫	১২৩৭৪	১৪-৪০
(ছাড়ে: বুধ, শুক্র, রবি; পৌঁছয়: সোম, বৃহস্পতি, শনি)				
গঙ্গাসাগর (জয়নগর) এক্সপ্রেস	১৩১৮৫	১৫-৪০	১৩১৮৬	৬-৫৫
অনন্যা (উদয়পুর) এক্সপ্রেস	১২৩১৫	১৩-১০	১২৩১৬	১৫-১০
(ছাড়ে: বৃহঃ পৌঁছয়: মঙ্গল)				
আসানসোল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	১২৩৮৩	১৬-৪০	১২৩৮৪	১০-৪৫
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
বালিয়া এক্সপ্রেস	১৩১০৫	১৩-২০	১৩১০৬	৩-৩৫
আজমির এক্সপ্রেস	১২৯৮৭	২৩-২০	১২৯৮৮	১৫-৫৫

কলকাতা	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
হাজারদুয়ারি (লালগোলা) এক্সপ্রেস	১৩১১৩	৬-৫০	১৩১১৪	২১-২৫

জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেস	১৩১৫১	১১-৪৫	১৩১৫২	১৫-৫০
হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস	১২৩৬৩	৯-০৫	১২৩৬৪	১৯-৪০
(ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহঃ, শনি; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
তেভাগা (বালুরঘাট) এক্সপ্রেস	১৩১৬১	১২-৫৫	১৩১৬২	১৪-২৫
(ছাড়ে: শনিবার বাদে প্রতিদিন; পৌঁছয়: রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
গুরুমুখী (নাঙ্গাল ড্যাম) এক্সপ্রেস	১২৩২৫	০৭-৪০	১২৩২৬	১৫-১৫
(ছাড়ে: বৃহঃ পৌঁছয়: রবি)				
পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস	১৫০৪৭	১৪-৩০	১৫০৪৮	৪-২৫
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, বৃহঃ, শনি; পৌঁছয়: সোম, মঙ্গল, বুধ, শনি)				
লালকেল্লা এক্সপ্রেস	১৩১১১	২০-১৫	১৩১১২	৭-৩০
মিথিলাঞ্চল এক্সপ্রেস	১৩১৫৫	২০-৫৫	১৩১৫৬	৩-৪৫
(ছাড়ে: রবি, বৃহঃ; পৌঁছয়: মঙ্গল, শনি)				
রাধিকাপুর এক্সপ্রেস	১৩১৪৫	১৯-৩০	১৩১৪৬	৫-৩৫
পাটনা গরিবরথ এক্সপ্রেস	১২৩৫৯	২০-০০	১২৩৬০	৫-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহঃ, শনি; পৌঁছয়: সোম, বৃহঃ, শনি)				
যোগবাণী এক্সপ্রেস	১৩১৫৯	২০-৫৫	১৩১৬০	৩-২০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র)				
অমৃতসর সুপার এক্সপ্রেস	১২৩৫৭	১২-২০	১২৩৫৮	১১-২০
(ছাড়ে: মঙ্গল, শনি পৌঁছয়: মঙ্গল, শুক্র)				
গুয়াহাটি গরিবরথ	১২৫১৭	২১-৪০	১২৫১৮	১৫-০০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: বৃহঃ, রবি)				
আজমির এক্সপ্রেস (ছাড়ে: বৃহস্পতি; পৌঁছয়: বুধ)	১৯৬০৭	১১-২৫	১৯৬০৮	১৭-০০
আগ্রা এক্সপ্রেস (ছাড়ে: বুধ; পৌঁছয়: শুক্র)	১২৩১৯	১৩-১০	১২৩২০	১৭-২০
প্রতাপ (বিকানির) এক্সপ্রেস	১২৪৯৬	২২-৪৫	১২৪৯৫	১৩-১৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্র)				
প্রথম স্বতন্ত্রতা সংগ্রাম এক্সপ্রেস (ঝাঁসি)	১১১০৫	৭-২৫	১১১০৬	২১-৪৫
(ছাড়ে: রবি; পৌঁছয়: শনি)				
মৈথিলী (দ্বারভাঙা) এক্সপ্রেস	১৫২৩৩	১০-৪০	১৫২৩৪	৩-১০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম, বৃহস্পতি)				
ত্রিহুত এক্সপ্রেস (ছাড়ে: মঙ্গল; পৌঁছয়: বৃহস্পতি)	১৩১৫৭	২০-৫৫	১৩১৫৮	৩-৪৫
ধনধান্যে (বহরমপুর) এক্সপ্রেস	১৩১১৭	১৬-১০	১৩১১৮	১১-৩৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র)				
গোরখপুর এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্র)	১৫০৫১	১৪-৩০	১৫০৫২	৪-২৫
গোরখপুর এক্সপ্রেস	১৫০৪৯	১৪-৩০	১৫০৫০	৪-২৫
(ছাড়ে: বুধ, রবি; পৌঁছয়: বৃহঃ, রবি)				

দ ক্ষি ণ - পূ র্ব রে ল ও য়ে

হাওড়া/সাঁতরাগাছি	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
চেন্নাই মেল	১২৮৩৯	২৩-৪৫	১২৮৪০	৪-১০
মুম্বই মেল (ভায়া নাগপুর)	১২৮১০	২০-১৫	১২৮০৯	৫-৫০
গীতাঞ্জলি (মুম্বই) এক্সপ্রেস	১২৮৬০	১৩-৫০	১২৮৫৯	১২-৩০
জনশতাব্দী (বরবিল) এক্সপ্রেস	১২০২১	৬-২০	১২০২২	২০-৫০
জ্ঞানেশ্বরী সুপার ডিলাক্স এক্সপ্রেস	১২১০২	২২-৫৫	১২১০১	৩-৩৫
(ছাড়ে: সোম, বুধ, বৃহ, রবি; পৌঁছয়: বুধ, বৃহঃ, রবি, সোম)				
আমেদাবাদ এক্সপ্রেস	১২৮৩৪	২৩-৫৫	১২৮৩৩	১৩-৩০
লোকমান্য তিলক সমর্সতা এক্সপ্রেস	১২১৫২	২১-১৫	১২১৫১	৮-২৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্র, শনি)				
করমণ্ডল এক্সপ্রেস	১২৮৪১	১৪-৫০	১২৮৪২	১১-৫০
ফলকনামা (সেকেন্দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস	১২৭০৩	৭-২৫	১২৭০৪	১৭-৪৫
টাটা স্টিল এক্সপ্রেস	১২৮১৩	১৭-৩০	১২৮১৪	১০-২০
ইস্পাত (টিটলাগড়) এক্সপ্রেস	১২৮৭১	৬-৫৫	১২৮৭২	১৮-৪৫
সম্বলপুর-কোরাপুট এক্সপ্রেস	১৮০০৫	২১-৩৫	১৮০০৬	৬-২৫
রাঁচি হাতিয়া এক্সপ্রেস	১৮৬১৫	২২-২০	১৮৬১৬	৬-৩৫
পুরী এক্সপ্রেস	১২৮৩৭	২২-৩৫	১২৮৩৮	৪-৫০
শ্রীজগন্নাথ (পুরী) এক্সপ্রেস	১৮৪০৯	১৯-০০	১৮৪১০	৮-১০
ধৌলি (পুরী) এক্সপ্রেস	১২৮২১	৬-০০	১২৮২২	২০-১৫
পুরী শতাব্দী এক্সপ্রেস (বুধবার বাদে প্রতিদিন)	১২২৭৭	১৪-২৫	১২২৭৮	১৩-৪৫
জনশতাব্দী (ভুবনেশ্বর) এক্সপ্রেস	১২০৭৩	১৩-২৫	১২০৭৪	১২-৪০
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
ইস্ট কোস্ট (হায়দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস	১৮৬৪৫	১১-৪৫	১৮৬৪৬	১৬-১০
মহীশূর এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: মঙ্গল)	২২৮১৭	১৬-১০	২২৮১৮	১৪-৫০
পুরুলিয়া এক্সপ্রেস	১২৮২৭	১৬-৫০	১২৮২৮	১১-২০
পুনে আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস	১২১৩০	২১-৫৫	১২১২৯	৩-৫০
পুনে দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২২২	৮-২০	১২২২১	১৯-৪০
(ছাড়ে: বৃহঃ, শনি; পৌঁছয়: মঙ্গল, রবি)				
সাঁতরাগাছি-তিরুপতি এক্সপ্রেস	২২৮৫৫	১৬-০৫	২২৮৫৬	২২-১০
(ছাড়ে: রবি পৌঁছয়: মঙ্গল)				
সাঁতরাগাছি-ম্যাঙ্গালোর বিবেক এক্সপ্রেস	২২৮৫১	১৬-০৫	২২৮৫২	১৭-৫০
(ছাড়ে: বৃহস্পতি; পৌঁছয়: সোম)				
সাঁতরাগাছি-নানদেদ এক্সপ্রেস	১২৭৬৮	১৪-৫০	১২৭৬৭	১৯-১৫
(ছাড়ে: বুধ; পৌঁছয়: মঙ্গল)				
সাঁতরাগাছি পোরবন্দর কবিগুরু এক্সপ্রেস	১২৯৫০	২১-২৫	১২৯৪৯	৮-০৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবি)				
তিরুচিরাপল্লি দ্বি-সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস	১২৬৬৩	১৬-১০	১২৬৬৪	৩-২০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: বৃহঃ, রবি)				
কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম)	১২৬৬৫	১৬-১০	১২৬৬৬	৩-২০
পুরুলিয়া রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস (সাঁতরাগাছি)	১২৮৮৩	৬-০০	১২৮৮৪	২১-১৫
ওখা এক্সপ্রেস	১২৯০৬	২২-৫৫	১২৯০৫	৩-৩৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: মঙ্গল, শুক্র, শনি)				
যশোবন্তপুর এক্সপ্রেস (ভায়া তিরুপতি)	১২৮৬৩	২০-৩৫	১২৮৬৪	৬-১০
যশোবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৪৫	১১-০০	১২২৪৬	১৬-০০
(ছাড়ে: মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি, রবি; পৌঁছয়: সোম, মঙ্গল, বৃহঃ, শুক্র, রবি)				
মুম্বই দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৬২	৮-২০	১২২৬১	১৯-৪০
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, বুধ, শুক্র; পৌঁছয়: সোম, বুধ, বৃহঃ, শুক্র)				
দিঘা দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২৮৪৭	১১-১৫	১২৮৪৮	১৮-৩৫
কাণ্ডারী এক্সপ্রেস	১৮০০১	১৪-১৫	১৮০০২	২১-৫০
তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস	১২৮৫৭	৬-৪০	১২৮৫৮	১৩-৫০
পুরী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্রবার)	১২৮৯৫	২০-৫৫	১২৮৯৬	৭-০৫
পুরী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোমবার)	১২৮৮৭	২০-৫৫	১২৮৮৮	৭-০৫
মুম্বই এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: সোম)	১২৮৭০	১৪-৩৫	১২৮৬৯	১৯-৩০
অমরাবতী এক্সপ্রেস	১৮০৪৭	২৩-৩০	১৮০৪৮	২২-২৫
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি; পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র, শনি)				
পুডুচেরি এক্সপ্রেস (ছাড়ে: রবি; পৌঁছয়: বৃহঃ)	১২৮৬৭	২৩-৩০	১২৮৬৮	২২-২৫
রাঁচি এক্সপ্রেস (ভায়া টাটা)	১৮৬১৭	১৫-০৫	১৮৬১৮	১৪-২০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: বৃহঃ, শুক্র, শনি)				
পুরী গরিবরথ (ছাড়ে ও পৌঁছয়: মঙ্গল, বৃহঃ)	১২৮৮১	২০-৫৫	১২৮৮২	৭-০৫

শালিমার	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস	১৮০৩০	১৫-০০	১৮০২৯	১২-১৫
গুরুদেব (নাগেরকয়েল) এক্সপ্রেস	১২৬৬০	২৩-০০	১২৬৫৯	১৩-৫০
(ছাড়ে: বুধ পৌঁছয়: মঙ্গল)				
তিরুবনন্তপুরম এক্সপ্রেস	১৬৩২৪	২২-৪৫	১৬৩২৩	১৩-৫০
(ছাড়ে: মঙ্গল, রবি; পৌঁছয়: সোম, শনি)				
বিশাখাপত্তনম এক্সপ্রেস	২২৮৫৩	১৮-১৫	২২৮৫৪	৩-৩০
(ছাড়ে: মঙ্গল; পৌঁছয়: বৃহঃ)				
আরণ্যক (ভোজুডিহি) এক্সপ্রেস (রবি বাদে)	১২৮৮৫	৭-৪৫	১২৮৮৬	১৯-০০
ভোজপুরি (গোরখপুর) এক্সপ্রেস	১৫০২১	২০-২৫	১৫০২২	১০-০৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: মঙ্গল)				
পুরী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: বুধবার)	২২৮৩৫	২১-০০	২২৮৩৬	৭-২০
উদয়পুর এক্সপ্রেস (ভায়া পেড্রা রোড)	১৯৬৫৯	২০-২৫	১৯৬৬০	১০-০৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবিবার)				
পাটনা দুরন্ত এক্সপ্রেস	২২২১৩	২২-০৫	২২২১৪	৫-৪০
(ছাড়ে: সোম, বুধ, শুক্র; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেস	২২৮৪৯	১২-২০	২২৮৫০	৯-০৫
(ছাড়ে: বুধবার; পৌঁছয়: শনিবার)				

আন্তর্জাতিক ট্রেন (কলকাতা টার্মিনাল থেকে)	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
মৈত্রী এক্সপ্রেস (ছাড়ে: মঙ্গল)	১৩১০৯	৭-১০		
মৈত্রী এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শনি)	১৩১০৮	৭-১০		

রেলের যাবতীয় অনুসন্ধান: ১৩৯। দক্ষিণ-পূর্বরেলের অনুসন্ধান: ২৬৩৮-২২১৭, ২৬৩৭-৭২৯১/৭১৯৬/৭৩৪৮। পূর্বরেলের অনুসন্ধান: ১৩১০। শিয়ালদা অনুসন্ধান: ২৩৫০-৩৫৩৫/৩৫৩৭। হাওড়া অনুসন্ধান: ২৬৩৮-২৫৮১। শালিমার: ২৬৬৮-১১২১

ওয়েবসাইটে রেলের রিজার্ভেশন: ***www.irctc.co.in***

হলিডে হোম

ভারতের নানা জায়গায় যেসব সংস্থার হলিডে হোম আছে, তাঁরা হলিডে হোম সম্বন্ধে বিশদ তথ্য এই বিভাগে প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন। এই ঠিকানায়:

সম্পাদক, 'ভ্রমণ'
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন
কলকাতা-৭০০ ০১৯

গ্যাংটক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুপারভাইজারি স্টাফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড
১৩, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১
☎২২১৩-৫৬১২, ৯৯০৩৮-০০৮৯১
আপার আরিথাং রোডে হোটেল 'ফিনলে তারা'য় হলিডে হোমটি। শিশু সহ চারশয্যার ও ছয়শয্যার মোট ৩টি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। ঘরপ্রতি ভাড়া যথাক্রমে ৪০০ ও ৫০০ টাকা। যোগাযোগ— সরোজ চ্যাটার্জি।

সিমেন্স এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ৪৩, শান্তিপল্লি, রাসবিহারী ই এম বাইপাস কানেক্টর, কলকাতা-৪২ ☎২৪৪৪-৯০৩২/৯০০০/ ৯০৩০ (এক্সটেনশন-৯০৩২), ৯৭৪৮৪-৯৩৮৮৬
'হোটেল রিজেন্ট' ও 'হোটেল জালিভিউ' তে রয়েছে হলিডে হোম দুটি। ভাড়া ৩৫০-৪৫০ টাকা। যোগাযোগ-রজত চক্রবর্তী।

ঘাটশিলা

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮
সংস্থার দুটি হলিডে হোম। প্রথমটি ঘাটশিলার সদর রাস্তায় 'অশ্বত্থ কুঞ্জ'তে। দ্বিশয্যার দুটি ঘর এবং তিনশয্যার চারটি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ২০০ টাকা। অপরটি বিভূতিভূষণ স্মৃতি সংসদ, ফুলডুংরির কাছে 'অপরাজিতা'তে। পাঁচশয্যার একটি ঘরের ভাড়া ২৫০ টাকা। চারশয্যার একটি ঘরের ভাড়া ২২০ টাকা। প্রথমটিতে সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। ফেরতযোগ্য জমা ৩০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

তারাপীঠ

দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ড এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, বিদ্যুৎ ভবন, ব্লক-'সি' (৬ষ্ঠ তল) বিধাননগর, সেক্টর-২, কলকাতা-৯১
☎২৩১৯-৭৩৩২
তারাপীঠের মন্দির থেকে ২ মিনিট হাঁটাপথে তিন মাথার মোড়ের কাছে 'তারা মা ভবন'-এ হলিডে হোমটি। চারশয্যার মোট ২টি ঘর। ঘরপ্রতি ভাড়া ৩০০ টাকা। যোগাযোগ— অনল মজুমদার।

দিঘা

ইউকো এক্সচেঞ্জ রিক্রিয়েশন ক্লাব
২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১
☎২২৩০-৩৩৮৩—৮৬
সংস্থার দুটি হলিডে হোম। একটি ওল্ড দিঘায় 'কৃষ্ণাঞ্জনা'য়। চারশয্যার চারটি ঘর। দোতলায় দুটি ঘরের ভাড়া ১৮০ টাকা। তিনতলায় দুটি ঘরের ভাড়া ২২০ টাকা। সব ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। অন্যটি ব্যারিস্টার কলোনিতে 'শান্তিনিকেতন'-এ। ৫টি ঘরের ২টি চারশয্যার, ২টি দ্বিশয্যার এবং একটি পাঁচশয্যার। ভাড়া যথাক্রমে ১৭০ টাকা, ১২০ টাকা এবং ২০০ টাকা। যোগাযোগ— কমল পাল বা অরুণ মুখার্জি।

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস
২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল কলকাতা-১
☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮
নিউ দিঘায় অমরাবতী লেকের কাছে গভর্নমেন্ট ইউথ হোস্টেল সংলগ্ন 'তুলিকা'য় হলিডে হোমটি। চারশয্যার ৪টি ঘর। সবকটি ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। ভাড়া ২০০ টাকা করে। ফেরতযোগ্য জমা ৩০ টাকা এবং সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

ওয়াটার উইং সিভিল ডিফেন্স এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি, ৮১/২/২, ফিয়ার্স লেন। কলকাতা-৭০০ ০১২
☎৯৮৩৬০-৮৮৯৬৩, ৯০৫১১-৪১৬২৩
পুরাতন দিঘায় 'নিউ সুভাষিণী ভবন'-এ সংস্থার হলিডে হোমটি। আধুনিক সুবিধাযুক্ত চারটি ঘর রয়েছে। রান্নার ব্যবস্থা রয়েছে। পাঁচশয্যার একটি ঘরের ভাড়া ৪০০ টাকা, তিনশয্যার ৩টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৩০০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। যোগাযোগ— রমেন্দ্রনারাযণ সাহা।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারোটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
পুরাতন দিঘায় রাজবাড়ি কমপ্লেক্সে 'হোটেল কাহিনি'-তে হলিডে হোমটি। মোট তিনশয্যার ১২টি ঘর। প্রতিটির ভাড়া যথাক্রমে ৩৫০-৮০০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

দেওঘর

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারোটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
দেওঘরের বিহারীলাল চক্রবর্তী রোডে, ক্লক টাওয়ারের কাছে 'হোটেল মহাদেব প্যালেসে'-এ হলিডে হোমটি। সংস্থার মোট তিনশয্যার পাঁচটি ঘর। প্রতিটি ঘরের ভাড়া ৪৫০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

পুরী

বজবজ মিউনিসিপ্যালিটি এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড
৭১, মহাত্মা গান্ধী রোড, বজবজ
দক্ষিণ ২৪ পরগনা ☎২৪৭০-৩৭৬৯
গৌড়বাটশাহীর কাছে হলিডে হোমটি। চারশয্যা বিশিষ্ট দুটি ঘরের ভাড়া ১৫০ টাকা। রান্নাঘর ও বাথরুম সংলগ্ন। যোগাযোগ— সম্পাদক।

ওয়াটার উইং সিভিল ডিফেন্স এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি, ৮১/২/২, ফিয়ার্স লেন, কলকাতা-১২
☎৯৮৩৬০-৮৮৯৬৩, ৯০৫১১-৪১৬২৩
স্বর্গদ্বারের কাছে বাজারের বিপরীতে 'হোটেল নিতাইকুঞ্জ'-তে হলিডে হোমটি। মোট ২টি ঘর। বাথরুম সংলগ্ন দুটিই তিনশয্যার ঘর। ভাড়া ৩০০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। যোগাযোগ— রমেন্দ্রনারায়ণ সাহা।

সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব
৬, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১
☎২২৪৮-৯৯৬৩, ৯৮৩৬৫-৬৫১১৮, ৯২৩১৬-২৩৭১১
সংস্থার মোট ৩টি হলিডে হোম। প্রথমটি

স্বর্গদ্বারের কাছে সোনালি হোটেলের পিছনে 'জ্ঞানদালয় তীর্থাবাস'-এ। সংলগ্ন বাথরুম, রান্নার বন্দোবস্ত সহ দোতলায় মোট ১০টি ঘর। দুটি পাঁচশয্যার, দুটি চারশয্যার এবং একটি তিনশয্যার ঘর। ভাড়া যথাক্রমে ২৮০ টাকা, ২৩০ টাকা ও ২১০ টাকা। একতলায় মোট ৫টি ঘর। ৬টি চারশয্যার, ২টি তিনশয্যার এবং ১টি দ্বিশয্যার। ভাড়া যথাক্রমে ১৫০ টাকা, ১৯০ টাকা এবং ১৩০ টাকা। অপরটি 'বেলাভূমি নিবাস'-এ। সংলগ্ন বাথরুম সহ তিনশয্যার একটি ঘরের ভাড়া ২৭০ টাকা। তৃতীয়টি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কাছে 'আকাশ গেস্টহাউস'-এ। বাথরুম সংলগ্ন একটি তিনশয্যার ঘরের ভাড়া ২৫০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত গোস্বামী বা মিহির বড়ুয়া।

ইনকাম ট্যাক্স (সেন্ট্রাল) রিক্রিয়েশন ক্লাব
১৮, রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, পঞ্চম তল
কলকাতা-১ ☎২২২৫-৩৪২১—২৪
(এক্সটেনশন: ২৪০), ৮৯০২১-৯৬৮৮২
গৌড়বাটশাহী রোডে সি বিচের কাছে রাজ হোটেলের বিপরীতে 'মালঞ্চ'য় হলিডে হোমটি। শিশু সহ চারশয্যার দুটি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ২৫০ টাকা। রান্নাঘর ও বাথরুম সংলগ্ন। যোগাযোগ— তপন দাস।

ইউকো এক্সচেঞ্জ রিক্রিয়েশন ক্লাব
২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১
☎২২৩০-৩৩৮৩—৮৬
সংস্থার চারটি হলিডে হোম। একটি স্বর্গদ্বারে চৈতন্যদেবের মূর্তির পিছনে 'মিলনীঘর'-এ। দোতলায় চারশয্যার তিনটি ঘর। তিনতলায় চারশয্যার ৩টি ঘর। ভাড়া ২৪০ টাকা। দ্বিতীয়টি স্বর্গদ্বারে কাকাতুয়ার দোকানের পাশে 'হোটেল শুভম' ও 'সত্যম গেস্টহাউস'-এ। সুসজ্জিত মোট ২০টি ঘর। সবকটি ঘরই শিশু সহ চারজনের শয়নোপযোগী। ভাড়া ২০০ টাকা। তৃতীয়টি ভারত সেবাশ্রম লাইব্রেরির পাশে 'হোটেল ভূদেবী'-তে। শিশু সহ চারশয্যাবিশিষ্ট চারটি ঘর। ভাড়া ২০০ টাকা। আরেকটি মেরিন ড্রাইভ রোডে রাজ হোটেলের পাশে 'লোকনাথ ভবন'-এ। দোতলায় চারশয্যার দুটি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। ভাড়া ২০০ টাকা। একতলায় দুটি ঘর। ভাড়া যথাক্রমে ১৮০ এবং ১২০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— কমল পাল বা অরুণ মুখার্জি।

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেনশন শাখা), পি-১৫, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেনশন, টোডি ম্যানসন, কলকাতা-৭৩ ☎২২৩৭-৬৫৮৫/২১৪২
মেরিন ড্রাইভের পাশে 'সাগর নিবাস'-এ হলিডে হোমটি। সংলগ্ন বাথরুম সহ চারশয্যার চারটি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ২৫০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। রান্নার বন্দোবস্ত আছে। যোগাযোগ— স্বপন সাহা বা গোবিন্দ গাঙ্গুলি।

পেলিং

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুপারভাইজারি স্টাফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড
১৩, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১
☎২২১৩-৫৬১২, ৯৯০৩৮-০০৮৯১
মিডল পেলিংয়ে 'গোল্ডেন আইস'-এ হলিডে হোমটি। চারশয্যার ২টি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। ঘরপ্রতি ভাড়া ৩০০ টাকা। যোগাযোগ— সরোজ চ্যাটার্জি।

সিমেন্স এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ৪৩, শান্তিপল্লি, রাসবিহারী ই এম বাইপাস কানেক্টর, কলকাতা-৪২ ☎২৪৪৪-৯০৩২/৯০০০ (এক্সটেনশন-৯০৩২), ৯৭৪৮৪-৯৩৮৮৬
মিডল পেলিংয়ে 'হোটেল রিসর্ট স্ট্যালেট'-এ হলিডে হোমটি। মোট ছয়টি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ৩৫০ টাকা। যোগাযোগ— রজত চক্রবর্তী।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
ওয়েস্ট সিকিমের আপার পেলিংয়ে 'হোটেল হোয়াইট অর্চাড'-এ হলিডে হোমটি। বাথরুম সংলগ্ন তিনশয্যার মোট ২টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৩৫০ টাকা, তিনশয্যার ৩টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৪৫০ টাকা, চারশয্যার ২টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৫০০ টাকা করে। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

ভাইজ্যাগ

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮
সংস্থার দুটি হলিডে হোম। প্রথমটি স্টেশন থেকে ৫ মিনিট হাঁটাপথে 'লক্ষ্মীনিবাস'-এ। দ্বিশয্যার তিনটি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ২৫০ টাকা। অপরটি 'হোটেল শ্রীসত্য'তে। শিশু সহ দ্বিশয্যার ৪০টি সাধারণ ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৩৫০ টাকা, শিশু সহ তিনশয্যার ৮টি ডিলাক্স ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৪৫০ টাকা এবং পাঁচটি চারশয্যার সাধারণ ঘরের ভাড়া ৬৫০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম। ফেরতযোগ্য জমা ৩০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

ভেলোর

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, ২০, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-১ ☎২৪৭৫-৩১৮৮
হসপিটালের কাছে 'লোকনাথ সেবানিকেতন'-এ হলিডে হোমটি। শিশু সহ চারশয্যার চারটি ঘর। প্রতিটি ঘরের ভাড়া ১০০ থেকে ১৫০ টাকার মধ্যে। সব ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। রান্নার বন্দোবস্ত আছে। যোগাযোগ— সম্পাদক।

মূর্তি

ইনকাম ট্যাক্স স্পোর্টস অ্যান্ড রিক্রিয়েশন ক্লাব, পি-১৩, চৌরঙ্গি স্কোয়ার, কলকাতা-৬৯
☎২২৪৮-২৩৭১—৭৯ (এক্সটেনশন: ১৬০১), ৯৮৩০৭-৬১৩৪৬, ৯৮৩১০-৯৩২৪৮, ৯৮৩৬৩-৮১৫১৯
মূর্তি নদীর ধারে ধূপঝোরায় গরুমারা ফরেস্টের বিপরীতে 'ডুয়ার্স নেস্ট'-এ হলিডে হোমটি। পাঁচশয্যার দুটি ঘর। ভাড়া ৩৫০ টাকা। প্রতিটি ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। যোগাযোগ— সুদীপ হালদার বা শান্তনু চন্দ বা সনৎ মণ্ডল।

মুসৌরি

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারোটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
ম্যলের পিকচার প্যালেস বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া 'হোটেল দ্বীপ'-এ হলিডে হোমটি। বাথরুম সংলগ্ন তিনশয্যার মোট ৬টি ঘর। ৪টি ঘরের ভাড়া যথাক্রমে ৪৫০ এবং ২টি ঘরের ভাড়া যথাক্রমে ৬০০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব
৬, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১
☎২২৪৮-৯৯৬৩, ৯৮৩৬৫-৬৫১১৮, ৯২৩১৬-২৩৭১১
মুসৌরির ম্যলের কাছে 'হোটেল দীপ'-এ হলিডে হোমটি। বাথরুম সংলগ্ন ৩টি তিনশয্যার ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৩৫০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত গোস্বামী বা মিহির বড়ুয়া।

রাজগির

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ
১৫, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১
☎২২৩০-৬৮৬৭/৬৮৬৮/২৭০১/২৭০২
বাঙালিপাড়ায় 'কেশব আশ্রম'-এ হলিডে হোমটি। বাথরুম সংলগ্ন চারশয্যার মোট চারটি ঘর। প্রতিটি ঘরের ভাড়া ১০০ টাকা। রান্নার বন্দোবস্ত আছে। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— মানস মজুমদার।

ইউকো এক্সচেঞ্জ রিক্রিয়েশন ক্লাব
২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১
☎২২৩০-৩৩৮৩—৮৬
প্রধান বাজারে পুলিশ স্টেশনের কাছে 'যুগলকুঞ্জ'তে হলিডে হোমটি। দোতলায় দুটি ঘর, ভাড়া ১৩০ ও ১৬০ টাকা। চারতলায় দুটি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ১১০ টাকা। সবকটি ঘরই শিশু সহ তিনজনের শয়নোপযোগী। সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ— কমল পাল বা অরুণ মুখার্জি।

কলেজে পড়তে পড়তেই নিয়মিত পড়ুন

পেশাপ্রবেশ

আর স্নাতক হয়েই যে কোনও চাকরির পরীক্ষা দিন নিশ্চিন্তে

- 'পেশাপ্রবেশ'-এর বিভিন্ন বিভাগ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা প্রস্তুত।
- 'পেশাপ্রবেশ' গভীর জ্ঞান ও নিরন্তর গবেষণার ফসল।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জটিল সিলেবাস ও কঠিন বিষয় সরল ও সুপাঠ্য হয়ে ওঠে।
- পাঁচমেশালি পরীক্ষার ভাসাভাসা প্রস্তুতি নয়, 'পেশাপ্রবেশ' মানেই প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এর পাতায় পাতায় পরীক্ষার মহড়াও যেন আনন্দের।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-19 **Ph:** 2283-2320

বনের পাতা

শিম্পাঞ্জি

তথ্য ও মূর্তি: অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

যন্ত্রের ব্যবহার, ক্ষমতা দখলের জন্য দল গঠন, শিকার করার জন্য পরিকল্পনা এবং সর্বোপরি বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত একটি জটিল সমাজ। এসবই মানুষের বৈশিষ্ট্য হলেও আমাদের সবচেয়ে নিকটাত্মীয় শিম্পাঞ্জি বা বনমানুষদের মধ্যেও এই সবকটি গুণই বর্তমান। এমনকী মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য এরা বিভিন্ন মুখভঙ্গী বা অঙ্গভঙ্গীও করে। ১৯৬৩ সালের আগস্ট মাসে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকায় বিখ্যাত প্রাইমেটোলজিস্ট জেন গুডঅল-এর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল শিম্পাঞ্জিদের নিয়ে। সম্ভবত সেটিই বন্য শিম্পাঞ্জিদের, তাদের প্রকৃত বাসস্থানে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করে লেখা প্রথম প্রবন্ধ ছিল। পরবর্তীকালে জেন গুডঅল আর তাঁর কর্মক্ষেত্র, মধ্য আফ্রিকার টাঙ্গানিকা হ্রদ-তীরবর্তী সোম্বে স্ট্রিম সেম রিজার্ভ প্রবাদপ্রতিম হয়ে উঠেছিল। পশ্চিম এবং মধ্য আফ্রিকার রেন ফরেস্ট, পর্ণমোচী অরণ্য আর ঘাসজমি-লাগোয়া চিরহরিৎ অরণ্যের বাসিন্দা হল শিম্পাঞ্জি। দিনের বেশিরভাগ সময় এদের কাটে খাবার খোঁজা আর বিভিন্ন নিত্যনৈমিত্তিক কাজে। সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এরা কাটায় বড় বড় গাছের ওপরে ডালপালা দিয়ে তৈরি বাসায় বিশ্রাম নিয়ে। ফল, মূল, বাদাম আর লতা খাদ্যতালিকার বেশিরভাগ জুড়ে থাকলেও পোকামাকড়, পাখি এমনকী মাঝারি মাপের স্তন্যপায়ী প্রাণীও এরা খেয়ে থাকে। বাঁদর বা অ্যান্টিলোপ জাতীয় প্রাণী শিকার করার সময় এদের রীতিমতো পরিকল্পনা করে দলবদ্ধভাবে কাজ করতে দেখা গেছে। ঘাস ব্যবহার করে উইপোকা ধরে খাওয়া, গাছের ডাল ব্যবহার করে শিকার বা শত্রুকে আক্রমণ করা কিংবা বাদামের খোলা ভাঙার জন্য পাথরের ব্যবহার অনেকটাই আমাদের পূর্বপুরুষের আচরণসদৃশ। শিম্পাঞ্জিদের পায়ের তুলনায় হাত বেশি লম্বা হয়। ডাল থেকে ডালে ঝুলে চলাফেরার জন্য যা বিশেষভাবে উপযোগী। মাটিতে চলাফেরার জন্য এরা সাধারণত হাত ও পা দুই ব্যবহার করে চতুষ্পদী হয়ে চললেও সোজা হয়ে দুপায়েও চলাফেরা করতে পারে।

পশ্চিম এবং মধ্য আফ্রিকার কৃষি ও শিল্পের প্রসারের জন্য ব্যাপক অরণ্য ধ্বংস, মাংসের জন্য চোরাশিকার আর গবেষণা ও পোষার জন্য জীবন্ত সংগ্রহ, শিম্পাঞ্জিদের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার প্রধান কারণ।

মাথা ও ধড়: ৭০-৯২ সেন্টিমিটার।
ওজন: ৩০-৭০ কিলোগ্রাম।

তথ্যচিত্রে

জয়সলমির

চোখে দেখার ছবি, টুকে রাখার তথ্য

থর মরুভূমির বুকে ত্রিকূট পাহাড়ের মাথায় সোনালি রঙের দুর্গটিই সোনার কেল্লা বা জয়সলমির ফোর্ট। দুর্গের মধ্যে রয়েছে সিটি প্যালেস। প্রাসাদের পুরোটাই সূক্ষ্ম কারুকাজে মোড়া। ভেতরে রয়েছে মিউজিয়াম। দুর্গের মধ্যে গলিপথ দিয়ে হেঁটে দেখে নিন শতাব্দী-প্রাচীন জৈনমন্দির। হলুদ রঙের পাথরে-গড়া এই শহরের দুর্গ, প্রাসাদ, হাভেলি, স্থানীয় ঘরবাড়ি দেখলে অবাক হতে হয়। শহরের মধ্যে রয়েছে তিনটি বিখ্যাত হাভেলি— সেলিম সিং হাভেলি, পাটোয়া হাভেলি, নাথমল হাভেলি। হাভেলিগুলির খিলান আর ঝারোখার কারুকার্য অসাধারণ। দেখে নিন তাজিয়া টাওয়ার, গাদিসার হ্রদ, মন্দির প্যালেস, ব্যাসছত্রি সানসেট পয়েন্ট, দোক মিউজিয়াম। জয়সলমির থেকে থর মরুভূমির স্যাম স্যান্ড ডিউনস ৪৫ কিলোমিটার দূরে। যাত্রাপথে দেখবেন জয়সলমিরের প্রাচীন রাজধানী লোধুর্বা জৈনমন্দির, বড়াবাগ ছত্রি, অমরসাগর হ্রদ আর মন্দির এবং রাজস্থানের মরুগ্রাম কানোই দামোদরা। স্যাম মরুভূমির বুকে উটের পিঠে চড়ে সূর্যাস্ত দেখার অভিজ্ঞতা ভোলার নয়। অবশ্যই ঘুরে আসবেন ৫০ কিলোমিটার দূরে ছবির মতো সুন্দর মরুগ্রাম খুরি। জয়সলমির শহরের জমজমাট পরিবেশ থেকে দূরে খুরি বেশ নিরিবিলি জায়গা। একটা রাত এখানে থাকলে তা হবে এক বাড়তি পাওনা। হাতে সময় থাকলে জয়সলমির থেকে ঘুরে আসতে পারেন ১২৩ কিলোমিটার দূরে তানোট। দুধারে দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমি। পথে যেতে পড়বে বালিয়াড়ির বুকে সুন্দর মরুগ্রাম ও ঘণ্টালি মাতার মন্দির। পাশেই রয়েছে এক পিরবাবার মাজার।

কীভাবে যাবেন

হাওড়া থেকে সরাসরি যোধপুর যাচ্ছে ১২৩০৭ যোধপুর এক্সপ্রেস। যোধপুর থেকে ২৮৫ কিলোমিটার দূরের জয়সলমিরে ট্রেন ও বাস আসছে। ১৪৬৫৯ দিল্লি-জয়সলমির এক্সপ্রেস ট্রেনটি যোধপুর ছাড়ে ভোর ৫টা ১০ মিনিটে, জয়সলমির পৌঁছয় বেলা এগারোটা নাগাদ। ১৪৮১০ যোধপুর-জয়সলমির এক্সপ্রেস ট্রেনটি যোধপুর থেকে রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে ছেড়ে জয়সলমির পৌঁছয় পরদিন ভোর সাড়ে পাঁচটা। ০৪৮০১ যোধপুর-জয়সলমির স্পেশ্যাল ট্রেনটি (বুধবার) যোধপুর থেকে বিকেল ৪টে ৪৫ মিনিটে ছেড়ে জয়সলমির পৌঁছয় রাত ১০টা ২০ মিনিটে। শহরে প্রচুর অটো চলে।

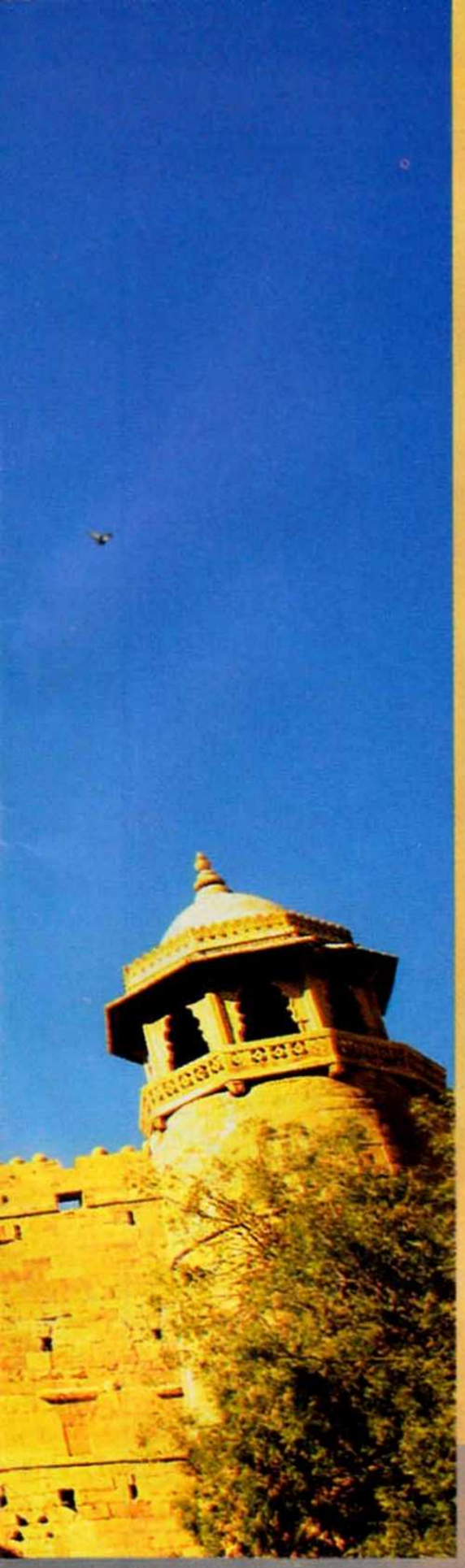

কোথায় থাকবেন

রাজস্থান পর্যটনের **হোটেল মুমল** (☎০২৯৯২-২৫২৩৯২), নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৩০০ টাকা, নন-এ সি স্ট্যান্ডার্ড ঘরের ভাড়া ১,১০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২,৩৫০ টাকা, নন-এ সি ফ্যামিলি রুমের ভাড়া ১,৬০০ টাকা (ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে। দীপাবলি, বড়দিন এবং ইংরিজি নববর্ষের সময় ভাড়া বাড়বে)।

স্যাম বালিয়াড়িতে রয়েছে রাজস্থান পর্যটনেরই অপর একটি **হোটেল সামধানি** (☎০৩০১৪-২০৭৩৪৪), স্যুইট টেন্টের ভাড়া ২,৫০০ টাকা, নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২,৫০০ টাকা (সঙ্গে ব্রেকফাস্ট এবং যে-কোনও একটি মিলের খরচ ধরা আছে। দীপাবলি, বড়দিন, ইংরিজি নববর্ষ এবং ডেজার্ট ফেস্টিভ্যালের সময় ভাড়া বাড়বে)।

প্রাইভেট হোটেল: **হোটেল পায়েল**, ভাড়া ৮০০-১,৫০০ টাকা। **হোটেল পানিহারি**, ভাড়া ৮৫০-১,৭৫০ টাকা।

বুকিং: ☎৯৮৩০৩-৭১৭৪৪

নীরজ (☎২৫২৪৪২), ভাড়া ৮০০-২,০০০ টাকা। **প্যারাডাইস** (☎২৫২৬৭৪), ভাড়া ১,০০০-৪,৫০০ টাকা। **সুদর্শন** (☎২৫১৫১৫), ভাড়া ৬০০-৮৫০ টাকা।

জয়সলমিরের এস টি ডি কোড: ০২৯৯২।

তথ্য: নিজস্ব প্রতিনিধি □ চিত্র: শীর্ষেন্দু গায়েন

নেটবই

ট্রেনের টিকিট কাটা যাবে মোবাইলে

চলতি মাস থেকেই ট্রেনের আসন সংরক্ষণ করে টিকিট কাটা যাবে মোবাইল ফোনের মাধ্যমেই। পরিষেবা চালু করছে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন (আই আর সি টি সি)। পরিষেবার নাম 'এস এম এস বেসড বুকিং'। এই টিকিট কাটার আগে আই আর সি টি সি-র ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিতে হবে। এরপর মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দুভাবে টিকিট কাটা যাবে। একটি পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট নম্বরে নির্দিষ্ট নিয়মে মেসেজ লিখে পাঠাতে হবে। তারপর নির্দেশ অনুসারে টিকিট কিনে ভাড়া দিতে হবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ভিত্তিতে পাওয়া এম এম আই ডি বা এম ওয়ালেটের মাধ্যমে। অন্য পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট নম্বরে ফোন করলে মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে আসা নির্দেশ অনুসরণ করে টিকিট কিনে ভাড়া দিতে হবে এম ওয়ালেটের মাধ্যমে। টিকিট আসবে মোবাইল ফোনে এস এম এসের আকারে। সেটি এবং যাত্রীদের পরিচিতিপত্র নিয়েই ট্রেন ভ্রমণ করা যাবে। কোন কোন নম্বরে ফোন বা এস এম এস করে এই পরিষেবা পাওয়া যাবে তা শীঘ্রই জানিয়ে দেবে আই আর সি টি সি।

জম্মু-কাশ্মীরে নতুন রেলপথ

জম্মু-কাশ্মীরের বানিহাল থেকে কাজিগুন্দের মধ্যে চালু হল নতুন রেল যোগাযোগ। সম্প্রতি এই রেলপথের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং জানান, সবরকম আবহাওয়ায় ট্রেন চলাচলের উপযোগী করে এই রেলপথ তৈরি হয়েছে। ট্রেন চলবে পীরপঞ্জাল পর্বতশ্রেণির মধ্যে ১০.৯৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে। এটি দেশের সবচেয়ে লম্বা এবং এশিয়ার দ্বিতীয় দীর্ঘতম রেলসুড়ঙ্গ। প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও জানান, চেনাব সেতু নির্মাণের কাজ দ্রুত শেষ করে কাশ্মীর উপত্যকার রেল যোগাযোগকে আরও বিস্তৃত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কেদারনাথ মন্দিরে পুজো শুরু সপ্তাহ-দুয়েকের মধ্যেই

এই সেদিনও যে কেদারনাথ মন্দির চত্বর পুণ্যার্থী-পর্যটকদের সমাগমে মুখরিত ছিল, সর্বনাশা তাণ্ডবের পর সেখানে এখন অসীম স্তব্ধতা। চোরাবারিতাল আর মন্দাকিনীর প্রবল জলস্রোতে আশপাশের সবকিছু ভেসে গেলেও রক্ষা পেয়ে গিয়েছে কেদারনাথের মূল মন্দিরটি। প্রশাসন জানিয়েছে, ফের কেদার-যাত্রা শুরু হতে লাগবে আরও অন্তত ৩ বছর। কিন্তু ততদিন মন্দিরে পুজো বন্ধ রাখা যাবে না। তাই অগম্য পথ এড়িয়ে বিমানযোগে কেদারে পৌঁছে নিত্য পুজো শুরু করে দিতে আগ্রহী মন্দির কর্তৃপক্ষ। তাঁরা জানিয়েছেন, দু-সপ্তাহের মধ্যেই পুজো-অর্চনা শুরু করে দেওয়া হবে। প্রথমে হবে মন্দির শুদ্ধিকরণ। প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রয়াতদের জন্য হবে বিশেষ পুজোও। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, ভবিষ্যতে এমন বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে কেদারনাথ মন্দিরকে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখার কথা ভাবা হচ্ছে। *ছবি: পি টি আই*

কম্বোডিয়ায় পাওয়া গেল নতুন প্রজাতির টুনটুনি

কম্বোডিয়ার রাজধানী নম পেন-এ সন্ধান মিলল নতুন প্রজাতির এই টুনটুনি পাখিটির। বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হয়েছে অর্থোটোমুস চকটোমুক। চকটোমুক শব্দটির অর্থ চারটি মুখ। নম পেন-এর যে জায়গা থেকে পাখিটির সন্ধান মিলেছে সেখানে চারটি নদী একত্রে মিলিত হয়েছে। তাই এই নামকরণ। পাখিটির গায়ের রঙ ধূসর, মাথা খয়েরি, বুকে কালো ছোপ।

মাউন্ট ফুজি বিশ্বঐতিহ্য

ইউনেস্কোর বিশ্বঐতিহ্যের শিরোপা পেল জাপানের মাউন্ট ফুজি। এই পর্বতের সঙ্গে জাপানি ঐতিহ্যের নিবিড় সম্পর্কের কথা বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে ইউনেস্কো।

জম্মু-কাশ্মীরে ধর্মীয় পর্যটন বিকাশের পরিকল্পনা

জম্মু-কাশ্মীরে ধর্মীয় পর্যটন বিকাশের লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে সেরাজ্যের সরকার। পর্যটন দপ্তর জানিয়েছে, কাশ্মীরে সুফি পর্যটন সার্কিট, জম্মুতে বিশেষ তীর্থযাত্রী সার্কিট এবং লাদাখে বৌদ্ধ পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলা হবে। মূলত নৈসর্গিক সৌন্দর্যের জন্যই কাশ্মীরে পর্যটক সমাগম হলেও এবার তাতে নতুন মাত্রা যুক্ত করতে চাইছে সেরাজ্যের পর্যটন।

কাজিরাঙায় উদ্ধার হয়েছে দলছুট এই গন্ডারশাবকটি। তার যত্নে ব্যস্ত বনকর্মীরা। ২৮ জুন পি টি আইয়ের তোলা ছবি।

তাজমহল তৃতীয়

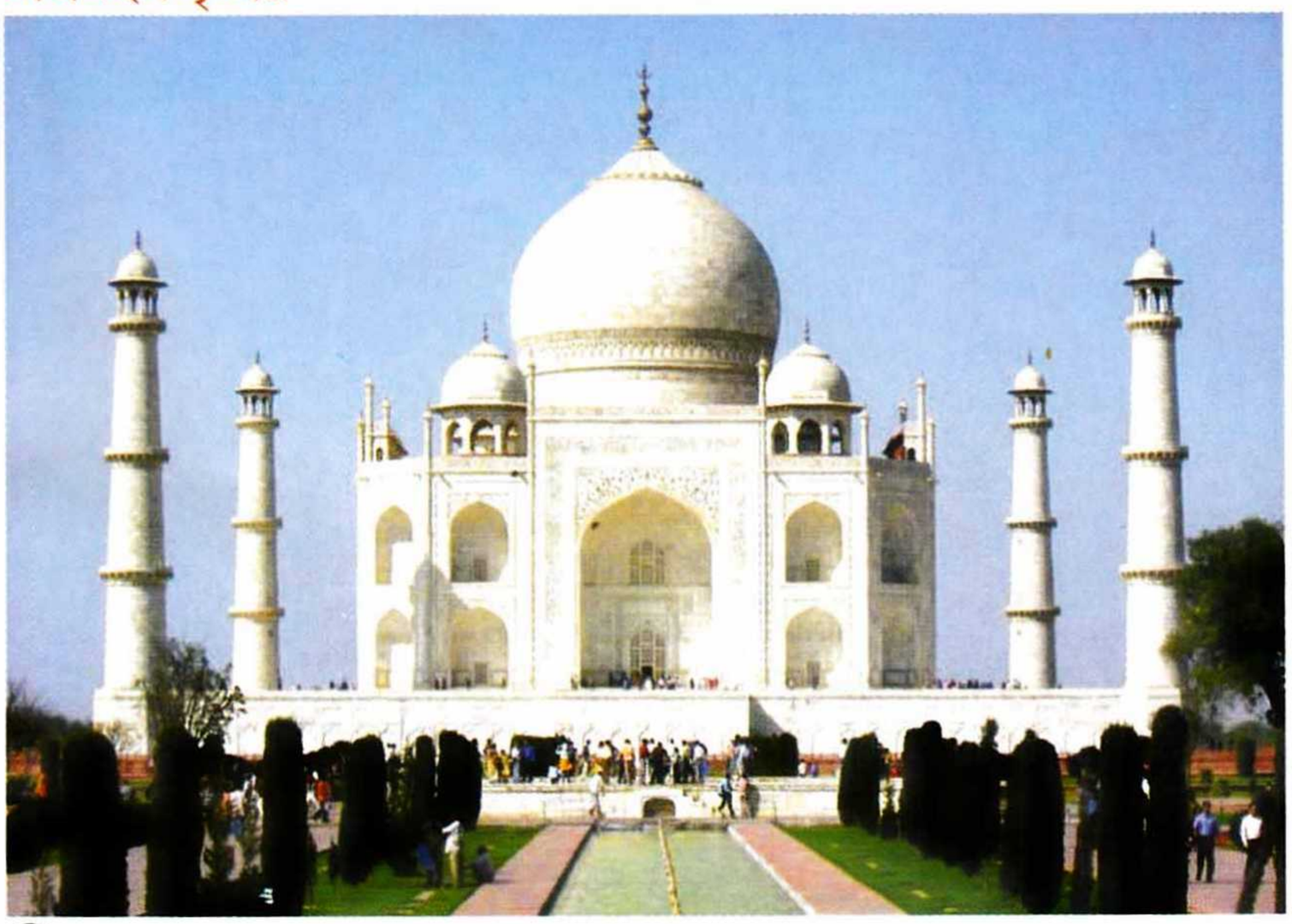

বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ২৫টি পর্যটনকেন্দ্রের মধ্যে তৃতীয় স্থান লাভ করেছে তাজমহল। সারা পৃথিবীর পর্যটকদের নিয়ে একটি সমীক্ষা করে বহুজাতিক পর্যটনসংস্থা ট্রিপ অ্যাডভাইজার তৈরি করেছে 'ট্র্যাভেল চয়েজ অ্যাট্রাকশন অ্যাওয়ার্ড' নামের একটি তালিকা। সেই তালিকায় প্রথম স্থান লাভ করেছে পেরুর মাচুপিচু। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কম্বোডিয়ার আঙ্কোরভাট মন্দির।

২৬ জুন আমেরিকার টেক্সাসের সান অ্যান্টোনিও চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করেছে দু-মাথাওয়ালা বিরল টেক্সাস ক্যুটার কচ্ছপের এই ছবিটি। এদের নাম দেওয়া হয়েছে থেলমা ও লুইজি। এরা জন্মেছে ১৮ জুন। এই চিড়িয়াখানায় আরও বেশ কয়েকটি টেক্সাস ক্যুটার কচ্ছপ থাকলেও কোনওটিরই দুটি মাথা নেই।

রেলপথে যুক্ত হতে চলেছে কাটরা

জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে বৈষ্ণোদেবী দর্শনে আগ্রহীরা এবার অনেকটা পথই যেতে পারবেন ট্রেনে করে। কাটরা পর্যন্ত রেল যোগাযোগ আগস্ট মাসেই চালু করে দেওয়ার ব্যাপারে আশাপ্রকাশ করেছে ভারতীয় রেল। উত্তর রেলের জেনারেল ম্যানেজার ভি কে গুপ্ত জানান, উধমপুর থেকে কাটরা পর্যন্ত দুর্গম পথে রেললাইন পাতার কাজ প্রায় শেষ। উধমপুর পর্যন্ত রেল-যোগাযোগ এখনই রয়েছে। সেখান থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরের কাটরা পর্যন্ত ট্রেন চালানো এখন সময়ের অপেক্ষা। ভি কে গুপ্ত জানান, এই ২৫ কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে একটি ৩.১ কিলোমিটার দীর্ঘ রেল-সুড়ঙ্গ। তার মধ্যে লাইন পাতার কাজটিই ছিল সবচেয়ে কঠিন। কিন্তু সেকাজও সফলভাবে সম্পূর্ণ করেছে উত্তর রেল। কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটি নিরাপত্তার দিকটি খতিয়ে দেখে সবুজসঙ্কেত দিলেই উধমপুর-কাটরা পথে ট্রেন চলতে শুরু করবে। সেক্ষেত্রে জম্মু, এমনকী দিল্লি থেকেও সরাসরি কাটরা আসা যাবে রেলপথে। কাটরা থেকে বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের দূরত্ব প্রায় ১২ কিলোমিটার।

কেরালায় নতুন সংস্থার উড়ান

কেরালা থেকে এবার দেশের নানা গন্তব্যে স্বল্পমূল্যের যাত্রীবাহী উড়ান পরিষেবা দেবে কৈরালি এয়ারলাইন্স। নতুন এই বিমানসংস্থা পরিষেবা শুরু করছে নভেম্বর মাস থেকে। জানা গিয়েছে, প্রাথমিকভাবে তিরুবনন্তপুরম, কোচি, কোঝিকোড়, মুম্বই, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর, ম্যাঙ্গালোর এবং লাক্ষাদ্বীপের মধ্যে উড়ান চালু করবে এই সংস্থা। পরবর্তী পর্যায়ে কলকাতা সহ পূর্ব ভারতেও পরিষেবা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে সংস্থার। অন্যান্য বিমানসংস্থার তুলনায় কম ভাড়ায় পরিষেবা চালু করারও পরিকল্পনা করেছে কৈরালি এয়ারলাইন্স।

এজেন্টগণ অনুগ্রহ করে ১৮ জুলাইয়ের মধ্যে আগাম সহ অর্ডার দিন। ই-মেল: circulation@swarnaksha

পুজো এলে পুজোর ভ্রমণ

কি আর দূরে থাকে?

পুজোর ভ্রমণ গাইড

২০১৩

দেশ-দেশান্তরের দিগন্ত ছুঁয়ে তৈরি হচ্ছে

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

দাম ৯০ টাকা।

সঙ্গে বিনামূল্যে

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

আদিম উগান্ডার

আশ্চর্য ভিসিডি

আপনার কপি নিশ্চিত পেতে হলে সংবাদপত্র-বিক্রেতাকে বা পত্রিকাস্টলে এখনই বলে রাখুন

এই আশ্চর্য পৃথিবীর সঙ্গে আপনার সেতুবন্ধ

ভ্রমণ

বেরিয়ে পড়ার সেরা গাইড, ঘরে বসেও মানসভ্রমণ

তিনবছরের গ্রাহক হয়ে
হাতে হাতে নিয়ে যান
দুঘণ্টার সুপার ডিভিডি:
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে
বিশ্বভ্রমণ

অনলাইন গ্রাহক হতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

তিনবছরের গ্রাহকমূল্য আমাদের অফিসে (নীচের ঠিকানায়) জমা দিয়ে
হাতে হাতে নিয়ে যান দুঘণ্টার সুপার ডিভিডি: অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে বিশ্বভ্রমণ
টাকা বা ড্রাফট ডাকে পাঠালেও ডিভিডি কেবলমাত্র আমাদের অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

'ভ্রমণ'-এর ৯টি সাধারণ সংখ্যা (২৫ টাকা), একটি পুজোর গাইড সংখ্যা (৯০ টাকা) ও একটি শারদীয়া সংখ্যা (৯০ টাকা) সহ বছরে মোট ১১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।
'ভ্রমণ'-এর দুটি বিশেষ সংখ্যা সাধারণ ডাকের গ্রাহকদের কাছেও ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠানো হয়।

দুটি বিশেষ সংখ্যা পাঠানোর ক্যুরিয়ার খরচ ধরে সাধারণ ডাকে গ্রাহকমূল্য—

বার্ষিক গ্রাহকদের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ৩৬০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ৪১০ টাকা।
তিন বছরের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ১,০৮০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ১,২৩০ টাকা।

সব সংখ্যাই ক্যুরিয়ার মারফত পেতে চাইলে

বার্ষিক গ্রাহকদের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ৪৬০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ৫৬০ টাকা।
তিন বছরের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ১,৩৮০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ১,৭০০ টাকা।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 94332-17491, 2283-2320 **Fax:** 2287-6448 **E-mail:** subscription@swarnakshar.in

গ্রাহক হবার ফর্ম

Sending □ Rs. 360 □ Rs. 410 □ Rs. 460 □ Rs. 560 □ Rs. 1,080 □ Rs. 1,230 □ Rs. 1,380 □ Rs. 1,700
towards my subscription to BHRAMAN for □ One year □ Three years by Bank Draft Payable at Kolkata.

Name:.....

Address:.....

.....

.....

Bank Draft No.:..... Date:..... Bank:.....

Branch:..... Signature & Date:..... Phone No. :.....

যে মাসে গ্রাহকমূল্য আমাদের অফিসে পৌঁছবে, তার পরের মাস থেকে পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
মানি অর্ডার/ড্রাফট Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.-এর নামে লিখবেন। পাঠাবেন এই ঠিকানায়:
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019.

www.ekashtipathar.com

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত মাসিক সাহিত্যপত্রিকা

কালের কষ্টিপাথর

পশ্চিমবাংলা, আসাম ও ত্রিপুরায় বইয়ের দোকানে
এবং পত্রিকাস্টলে পাওয়া যাচ্ছে।

কলকাতায়ও সর্বত্র পাবেন

পত্রিকাস্টলে বা সংবাদপত্র-বিক্রেতার কাছে
আগে থেকেই বলে রাখুন।

প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা

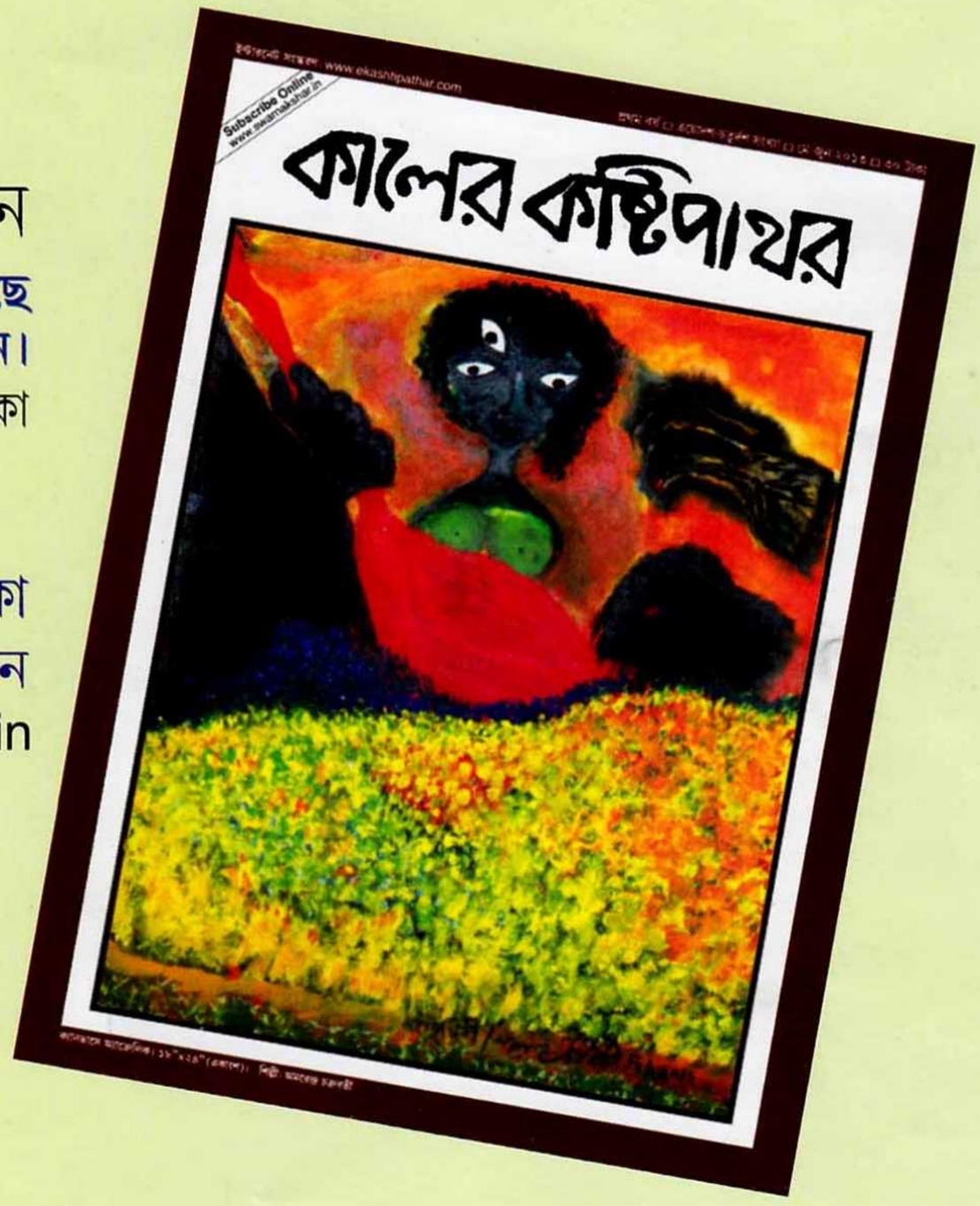

ঘরে বসে নিয়মিত পত্রিকা
পেতে অনলাইন গ্রাহক হোন
www.swarnakshar.in

এক বছরের গ্রাহকমূল্য ৩৬০ টাকা চেকেও পাঠাতে পারেন। এই নামে, এই ঠিকানায়:

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge Second Lane, Kolkata-700 019

স্বর্ণাক্ষর

Phone: 2280 8818, 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** kashtipathar@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

BHRAMAN □ Vol. 21 No. 6 □ 1 July 2013 □ Rs. 25 RN. 53133/93 □ Postal Regn. No. KOL RMS/218/2013-2015

Subscribe Online ▶ www.swarnakshar.in
Read Online ▶ www.ebhraman.com

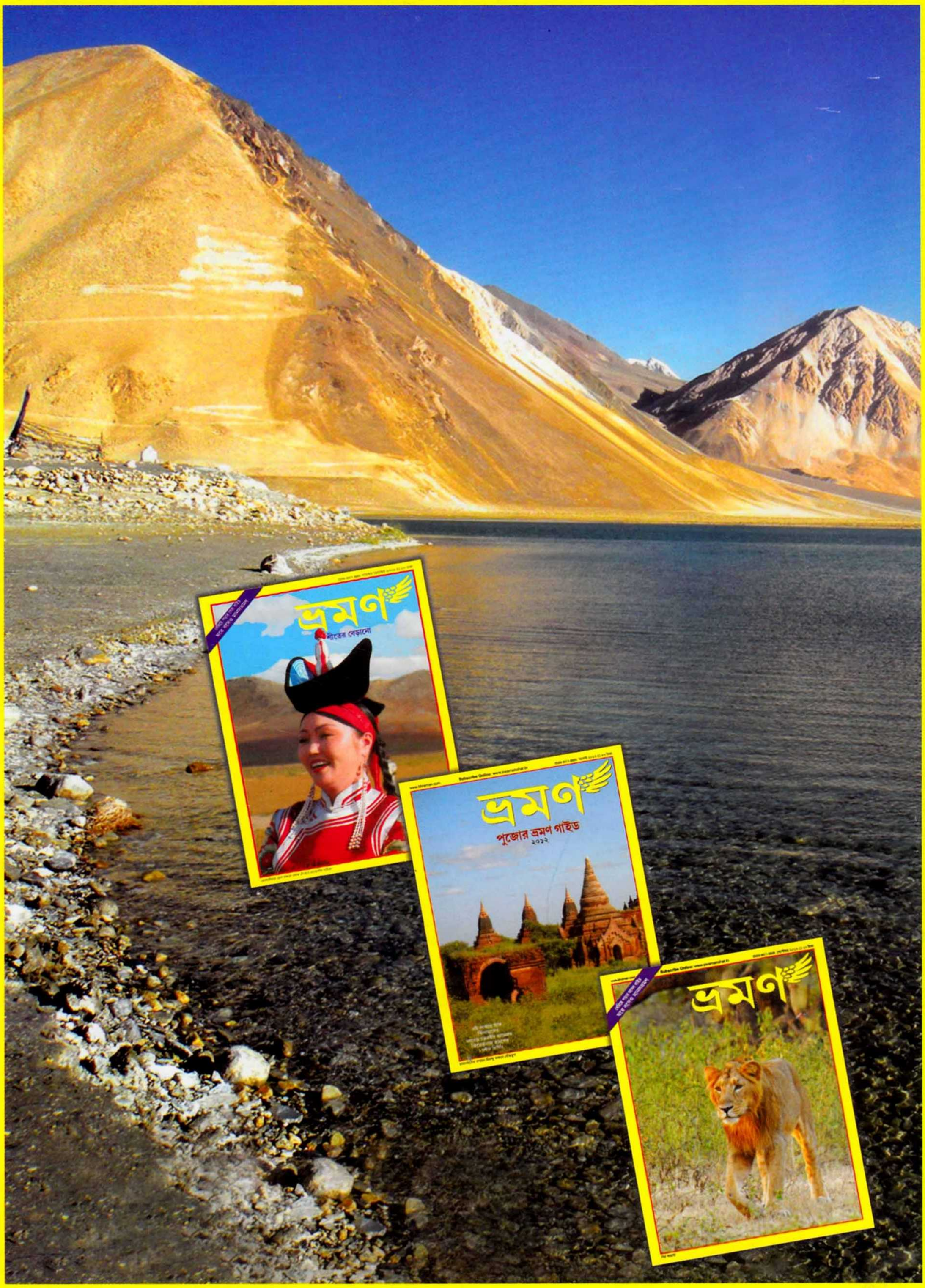

The most read travel magazine in India*

**Source: IRS (Indian Readership Survey) 2012 Q4*